Peace

রাসূল (সঃ) এর মন্ত্রীপরিষদ

মূল

আব্দুল আজীজ শানাবি

অনুবাদ

ডা. মুহাম্মদ নূর হুসাইন

রাসূল ﷺ-এর
মন্ত্রী পরিষদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মন্ত্রী পরিষদ

The Ministers around the Prophet

মূল

আব্দুল আজীজ শানাবি

অনুবাদ

ডা. মুহাম্মাদ নূর হুছাইন

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর
মন্ত্রী পরিষদ

আব্দুল আজীজ শানাবি

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : আগষ্ট- ২০১৪ ইং

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণে : মো: জহিরুল ইসলাম

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com

peacerafiq@gmail.com

মূল্য : ২০০.০০ টাকা ।

ISB NO. 978-984-8885-54-3

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَمَرَ نَبِيَّهٗ لِيُشَاوِرَ بِأَصْحَابِهٖ وَقَالَ تَعَالٰى: وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ الْمَأْمُوْرِ لِيُشَاوِرَ بِأَصْحَابِهٖ فِى الْاَمْرِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُشَاوِرِيْنَ لِنَبِيِّهِمْ فِى الْاَمْرِ كَالْوُزَرَاءِ حَوْلَ الرَّسُوْلِ وَعَلٰى اُمَّتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি তাঁর নবীকে তাঁর সাহাবিদের সাথে (দ্বীনি কাজে) পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছেন এবং (সে মর্মে) বলেছেন: "আর আপনি (দ্বীনি) কাজে তাঁদের সাথে পরামর্শ করুন।" আর শেষ বিচারের (কেয়ামতের) দিন পর্যন্ত সালাত (দরূদ) ও ছালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের উপরে যিনি (দ্বীনি) কাজে তাঁর সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতে আদিষ্ট হয়েছে এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের (সাহাবীদের) উপরেও (সালাত ও ছালাম) বর্ষিত হোক- যাঁরা তাঁদের নবীকে (দ্বীনি) কাজে মন্ত্রীদের (মন্ত্রী পরিষদের) মত পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাঁর সকল মুসলিম উম্মতের উপরেও (সালাত ও সালাম) বর্ষিত হোক।

যা হোক, তথাকথিত মন্ত্রীপরিষদ বলতে যা বুঝায় নবী করীম ﷺ-এর তেমন কোনো মন্ত্রী পরিষদ ছিল না; তবে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর সাহাবিদের সাথে দ্বীনি বিষয়ে পরামর্শ করার আদেশ দিয়ে বলেন: وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ "আর আপনি (দ্বীনি) কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" (আলে ইমরান : ১৫৯)

সুতরাং, সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম ﷺ-এর পরামর্শদাতা (মন্ত্রণাদাতা বা মন্ত্রী) হয়েছেন। তাছাড়া নবী করীম ﷺ বলেছেন-

لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلِ الْاَرْضِ فَوَزِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ: جِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَوَزِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ: اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ

"প্রত্যেক নবীর জন্য দু'জন আকাশের অধিবাসী (ফেরেশতা) মন্ত্রী এবং পৃথিবীর অধিবাসী দু'জন (মানুষ) মন্ত্রী আছে। অতএব, আমার আকাশবাসী দু'জন মন্ত্রী হলো জিব্রাঈল ও মীকাঈল আলাইহিমাস সালাম এবং পৃথিবীবাসী দু'জন মন্ত্রী হলো আবূ বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। (ইবনে আসাকির-৪৭/৭৮; এবং হাকিম-২/২৬৩)

www.pathagar.com

উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর মন্ত্রী থাকার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং, নবী করীম ﷺ-এর মন্ত্রী ছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর দু'জন পৃথিবীবাসী (মানুষ) মন্ত্রী বলে দু'জনের কম (মানুষ) মন্ত্রী থাকার কথা অস্বীকার করা হয়েছে; কিন্তু, দু'জন (মানুষ) মন্ত্রীর বেশি থাকার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়নি। তা ছাড়া দু'জন মন্ত্রী দ্বারাও মন্ত্রী পরিষদ গঠন অসম্ভব নয়। কিন্তু এ ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত কিতাবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিকে রাযিয়াল্লাহু আনহু রূপকার্থে নবীজীর মন্ত্রী পরিষদ বলা হয়েছে।

যাঁরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের পরামর্শদাতা বা মন্ত্রী হিসেবে তাঁর আশে-পাশে মন্ত্রীপরিষদের মতো থাকতেন তাঁরা কতোইনা মহান! তাদের জীবনাদর্শ কতোইনা উত্তম! তাঁদের জীবনাদর্শ জানা ও মানা (মান্য করা) আমাদের জন্য কতোইনা জরুরী, অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য! সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ এতোই উত্তম ছিল এবং তাঁরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে এতোটাই মহান, পূত-পবিত্র, মর্যাদান্বিত ও শ্রেষ্ঠ হয়েছেন যে, স্বয়ং সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলেন- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ "আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।" (সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-২১)

গ্রন্থকার وَزَرَاءُ حَوْلَ الرَّسُوْلِ নামে আরবী ভাষায় এ ক্ষুদ্র কিতাবটি লিখেছেন। ইংরেজী অনুবাদ পুস্তিকা `The Ministers around the prophet ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। পিস পাবলিকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম (ভাই) অত্র কিতাবের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুভব করে এ অধম বান্দা মুহাম্মদ নুর হুছাইনকে ইংরেজি অনুবাদ পুস্তিকা দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাই আমিও এ কিতাবের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে আমার সর্বপ্রকার অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এর (বাংলা) অনুবাদের কাজে হাত দিই। মূল (আরবী) কিতাব আমি সংগ্রহ করতে পারিনি; এ কারণে মাঝে মধ্যে ভাষাগত দ্বন্দ্বের কারণে সন্দেহযুক্ত অনুবাদ হয়েছে।

যাহোক, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। সুতরাং আমার মতো অযোগ্য লোকের (অনুবাদে) ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুধি পাঠক অনুগ্রহ করে (তত্ত্ব ও তথ্যসহ) ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিলে সন্তুষ্ট হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো। মহান আল্লাহ অত্র কিতাব-সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল (মঞ্জুর) করুন। আমীন!

তাং ৩০.০৮.২০১৪ ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. আল মিকদাদ বিন 'আশর রাযিয়াল্লাহু আনহু

তাঁর বংশ ধারা..... ১৩
ইসলাম গ্রহণ..... ১৫
ইসলাম গ্রহণের অপরাধে শাস্তি ভোগ ১৫
শারীরিক গঠন প্রকৃতি..... ১৬
হিজরত ১৬
তাঁর আনসারি ভাই..... ১৬
বদরের যুদ্ধে তাঁর অবদান..... ১৬
রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর একনিষ্ঠ সঙ্গ..... ১৮
তাঁর বিয়ে (বিবাহ)..... ১৮
নেতা হিসেবে তাঁর সংক্ষিপ্ত (স্বল্পকালীন) অংশগ্রহণ ১৯
মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রজ্ঞা ১৯
চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ দিয়েছেন..... ২০
মিশরে মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ২১
হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ২১
মৃত্যু..... ২১

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু

বংশ ধারা..... ২২
কুনিয়াহ উপনাম বা ডাকনাম ২২
ইসলাম গ্রহণ..... ২২
সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারী..... ২২
কুরাইশদের হাতে অত্যাচার ও দুই হিজরত ২৫
তাঁর মুহাজিরি ও আনসারি ভাই ২৫

www.pathagar.com

বদরের যুদ্ধের দিন এবং (এ জাতির ফেরাউন) আবু জেহেলের মৃত্যু ২৫
রাসূল ﷺ-এর ঘরে বিশেষ সুবিধা ২৭
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্তবা (মর্যাদা) ও যোগ্যতা ২৭
কুফাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ৩০
আল্লাহর রাসূল ﷺ হতে তাঁর হাদীস বর্ণনা ৩১
তাঁর মৃত্যু ৩১

৩. হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু

বংশ পরিচয় ৩২
কুনিয়াহ (উপনাম বা ডাকনাম) ৩৩
ইসলাম পূর্ব (জাহেলিয়া) যুগ এবং পরবর্তীতে তাঁর ইসলাম গ্রহণ ৩৩
উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ ৩৫
তাঁর পাতানো (ধর্মের) ভাই ৩৬
প্রথম যুদ্ধের পতাকা বাহক ৩৬
বদরের যুদ্ধের দিন ৩৭
সাহাবীদের মাঝে তাঁর মর্তবা ৩৭
উহুদের যুদ্ধের দিনে ৩৮

৪. আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু

বংশ পরম্পরা ৪৩
ইসলাম গ্রহণ ৪৪
হিজরত এবং রাসূল ﷺ-এর দরবারে তাঁর নৈকট্য ৪৭
প্রথম খলিফা ৫১
ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ ৫৪
হাদীস বর্ণনা ৫৭
মৃত্যু ৫৭

www.pathagar.com

৫. আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু

নাম ও বংশ ধারা.....৬০
দৈহিক গঠন.....৬০
ইসলাম গ্রহণ.....৬০
আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু গিফারে ফিরে যান এবং তাঁর পরিবারকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন.....৬৩
মদীনাতে হিজরত.....৬৪
আহলে সুফ্‌ফা.....৬৪
তিনি একাকী হেঁটে ছিলেন.....৬৫
আমার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরো.....৬৬
আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশ.....৬৭
আমাকে আমীর (নেতা) বানান.....৬৯
তাঁর প্রজ্ঞা ও ধার্মিকতা.....৭০
মৃত্যু.....৭১

৬. আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত.....৭২
বাল্যকাল.....৭৩
কুনিয়াহ বা উপনাম.....৭৪
দৈহিক বর্ণনা.....৭৪
ইসলাম গ্রহণ.....৭৪
মদীনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত.....৭৫
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন.....৭৬
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিয়ে.....৭৬
সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা.....৭৬
বিজ্ঞ, পণ্ডিত, আলেম, ফকীহ ও বিচারক (কাযি ও জজ).....৭৯
আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু.....৮০
ইন্তেকাল.....৮১

www.pathagar.com

৭. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু

নাম ও বংশধারা ৮৪
কুনিয়াহ বা উপনাম ৮৪
ইসলাম গ্রহণ ৮৪
মুহাজির অথবা আনসার হতে পছন্দ করার অধিকার ৮৮
উহুদের যুদ্ধের দিন ৮৯
খন্দকের যুদ্ধের দিন ৯০
মুসলিম জামায়াতের প্রধান ব্যক্তির প্রতি অনুগত থাকা ৯৫
রাসূল ﷺ-এর ভেদ (গোপন রহস্য) রক্ষক ৯৬
হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য রাসূল ﷺ-এর কিছু দিক-নির্দেশনা ৯৮
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ১০০
জজ (বিচারক) হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু ১০০
তাঁর বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা ১০১
তাঁর মৃত্যু ১০৩

৮. আম্মার ইবনে ইয়াছির রাযিয়াল্লাহু আনহু

বংশ পরম্পরা ১০৪
উপনাম (কুনিয়াহ বা ডাকনাম) ১০৪
বনী মাখযুম গোত্রের সাথে সম্বন্ধ ১০৪
ইসলাম গ্রহণ ও অত্যাচার সহ্যকরণ ১০৫
তোমার মনের কী অবস্থা হয়? ১০৬
ইসলামের প্রথম শহীদ ১০৮
আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সীমালঙ্ঘনকারী দল হত্যা করবে ১০৮
বদরের (যুদ্ধের) দিন ১০৯
আল্লাহর রাসূলের দরবারে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা ১০৯
যে ব্যক্তি আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ঘৃণা করে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন ১১০
খলিফাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাজ করা ১১২
ফেতনার যুগ ও আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু (শাহাদাত) ১১৪

www.pathagar.com

৯. বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

বংশধারা ও তাঁর উপনাম..... ১১৭
ইসলাম গ্রহণ..... ১১৭
কোরাইশদের হাতে নির্যাতন..... ১১৮
তাঁর মুক্তি..... ১১৮
বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হিজরত ও নতুন ভাই..... ১১৯
বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াজ্জিন ও মুসলিম কোষাধ্যক্ষ..... ১১৯
জান্নাতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু..... ১২০
বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?..... ১২১
আল্লাহর রাস্তায় বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জিহাদ..... ১২২
দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু..... ১২৩
তাঁর মৃত্যু..... ১২৪

১০. ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

বংশধারা, জন্ম ও কুনিয়াহ (উপনাম)..... ১২৫
ইসলাম গ্রহণ..... ১২৫
ফারুক (সত্য-মিথ্যার প্রার্থক্যকারী)..... ১৩২
হিজরত..... ১৩৪
মদীনার তাঁর দ্বীনি ভাই..... ১৩৫
রাসূলের দরবারে তাঁর মর্যাদা..... ১৩৫
সাহাবীদের মাঝে তাঁর মর্যাদা..... ১৩৬
সারিয়াহ পাহাড় সম্বন্ধে সতর্ক থাকো..... ১৩৯
আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়..... ১৪০
বার্কা ও ত্রিপলি (লিবিয়া) বিজয়..... ১৪১
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যক্তিত্ব..... ১৪২
২৩ হিজরী সালে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শেষ হজ্জে তাঁর প্রার্থনা..... ১৪২
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের তামান্না..... ১৪৩
দুনিয়ার প্রতি তাঁর বিরাগভাব..... ১৪৩
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সর্বশেষ জুমুআর বক্তৃতা..... ১৪৪

www.pathagar.com

উপসংহার..... ১৪৫
কন্যা ছয় জন যথাক্রমে..... ১৪৫
তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে..... ১৪৫

১১. জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু

নাম, বংশধারা ও কুনিয়াহ (উপনাম বা ডাকনাম).....১৪৬
শারীরিক বর্ণনা.....১৪৬
ইসলাম গ্রহণ..... ১৪৭
হাবশায় শান্তি ও নিরাপত্তা..... ১৪৭
নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ.....১৫৯
হাবশায় হিজরতকারীদের জীবন.....১৬১
আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাবশায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম.....১৬১
নবী করীম ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীর আরবে প্রত্যাবর্তন.....১৬২
তার ওপর আমার সর্বাধিক অধিকার রয়েছে.....১৬৩
নাজ্জাশি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু.....১৬৪
নবী করীম ﷺ-এর দরবারে তার নৈকট্য.....১৬৫
উমারার (মু'তার) যুদ্ধ.....১৬৫

বিবিধ

মহানবী ﷺ-এর সচিবালয়..... ১৭০
মহানবী ﷺ-এর রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা..... ১৭৭
ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত..... ১৭৮
রাসূল ﷺ-এর সময় বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণ..... ১৮০
আদমশুমারী.....১৮২
কা'বার মুতাওয়াল্লী..... ১৮৩
মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম প্রচারের আমীর নিযুক্ত..... ১৮৪
সদকা ও যাকাত আদায়..... ১৮৫
বিভিন্ন শাসনকর্তার প্রতি ﷺ-এর চিঠি..... ১৮৭
রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠির নমুনা..... ১৮৮

www.pathagar.com

১.

আল মিকদাদ বিন 'আশর রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالَى اَمَرَنِيْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ : عَلِيٌّ وَاَبُوْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে আদেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই যাদেরকে ভালোবাসেন (তারা হলেন) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।" (তিরমিযী-৩৭১৮)

তাঁর বংশ ধারা

তিনি হলেন আল মিকদাদ বিন 'আমর বিন সা'লাবাহ বিন মালিক বিন রবী'য়াহ বিন 'আমের বিন মাতরূদ আল বাহরানি, যাকে বলা হয় আল হাদরামি। বিন অর্থ পুত্র। সুতরাং, আল মিকদাদ বিন 'আমর অর্থ 'আমরের পুত্র আল মিকদাদ। অতএব, তাঁর পিতার নাম 'আমর, তাঁর দাদার নাম সা'লাবাহ।

যেহেতু 'আমর তার নিজের গোত্রের একজন লোককে হত্যা করেছিলেন, তাই, তিনি তার স্বদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি হাদরামাউতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজেকে কিন্দাহ গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নিয়েছিলেন। আর এ কারণেই তিনি পরবর্তীতে তার নিজের নামের সাথে 'আল কিন্দি' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। 'আমর হাদরা মাউতের একজন মহিলাকে বিয়ে করেন। আর সে মহিলা আল মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক পুত্র সন্তান জন্ম দেন।

যখন আল মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বড় হলেন তখন তিনি তাঁর পিতার মতোই এমন একটি ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়লেন– যেমন ঘটনা কয়েক বছর আগে

www.pathagar.com

তাঁর পিতা ঘটিয়েছিলেন। তিনি (আল মিকদাদ) আবু শামর বিন হাজারের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর তাদের ঝগড়া খুব তাড়াতাড়ি মারামারিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আল মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (পরবর্তীতে) আবু শামরকে পরাজিত করেছিলেন। কেননা, তিনি (মিকদাদ) তাঁর তলোয়ার দিয়ে তার (আবু শামরের) পায়ে আঘাত করেছিলেন। কিন্তু এ ঘটনা আবু শামরের স্বদেশে ঘটেছিল এবং সেখানে তার বহু আত্মীয়-স্বজন ছিল; তাই আল মিকদাদ হাদরামাউত থেকে পালিয়ে যেতে তেমনিভাবে বাধ্য হয়েছিলেন যেমনিভাবে তাঁর পিতা তার স্বদেশ থেকে হাদরামাউতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (হাদরামাউত থেকে পালিয়ে এসে) মক্কায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মক্কায় এসে মিকদাদ নিজেকে আল আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূছ আয যুহরির সাথে (পরিচয়গত) সম্পর্কযুক্ত করে নিয়েছিলেন। এরপরে মিকদাদ মক্কাতে তাঁর নিরাপদ আগমন সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়ে তাঁর পিতার কাছে চিঠি লিখলেন। আর তাঁর পিতা পরবর্তীতে মক্কাতে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

আল আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূছ মিকদাদকে তার পোষ্য পুত্র (পালকপুত্র) হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। (সে সময়ে নিজের পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও অন্যের পোষ্যপুত্র হওয়া অস্বাভাবিক কাজ ছিল না।) তাই তিনি আল মিকদাদ বিন আল আসওয়াদ অর্থাৎ আল আসওয়াদের পুত্র আল মিকদাদ হিসেবে পরিচিত হয়ে যান। কিন্তু (পরবর্তীতে) ইসলামি যুগে যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ

তাদেরকে (পোষ্যপুত্রদেরকে) তাদের পিতার পরিচয়ে ডাকো, এটাই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৫)

তাঁর কুনিয়াহ (উপনাম বা ডাকনাম) : (আরব দেশে) পুরুষদের ডাকনামের শুরুতে সাধারণত (প্রথমে) আবু (অমুকের পিতা) শব্দ যুক্ত থাকে। সাধারণত কারো জ্যেষ্ঠ (বড়) পুত্রের নামানুসারে তার উপনাম (কুনিয়াহ) হয়। অতএব, যদি কারো জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যায়েদ হয় তবে

www.pathagar.com

তার কুনিয়াহ (উপনাম) হবে আবু যায়েদ (যায়েদের পিতা)। কিন্তু, সর্বদাই এমনটি হয় না। কারো কুনিয়াহ তার অন্যান্য পুত্রের নামানুসারেও হতে পারে। এটা (কুনিয়াহ) কারো ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত বস্তু বা ধারণার নামানুসারে আলংকারিকভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। রাসূল ﷺ-এর একজন বিখ্যাত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্মকালে প্রদত্ত নামানুসারে পরিচিত হয় নি। কিন্তু, তাঁর কুনিয়াহ 'আবু হুরায়রাহ, (ছোট বিড়ালের পিতা) দ্বারা পরিচিত হয়েছেন। কারণ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিড়াল ছানাদেরকে খুব ভালবাসতেন।

আল মিকদাদের কুনিয়াহ (উপনাম বা ডাকনাম)-এর ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তাকে আবুল আসওয়াদ (আসওয়াদের পিতা) আবু উমার (উমরের পিতা) এবং আবু সাঈদের (সায়ীদের পিতা) বলা হতো।

ইসলাম গ্রহণ

মিকদাদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী (মুসলিম) ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, যারা প্রকাশ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন তাদের মধ্যে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সপ্তম। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি সপ্তম মুসলিম ব্যক্তি ছিলেন। কেননা, রাসূল ﷺ ধর্ম প্রচারকালে কিছু লোক তাদের ইসলাম গ্রহণকে গোপন রেখেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের অপরাধে শাস্তি ভোগ

তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বকালীন জীবনী থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মক্কার কোনো নেতা হওয়া তো দূরের কথা, তিনি মক্কার (জন্মগত) স্থানী বাসিন্দাও ছিলেন না। অতএব, দাস-দাসী মক্কার সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকজন। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো বহিরাগত লোকজন যারা মক্কাতে আশ্রয় পেয়েছে অথবা মক্কার নেতৃবর্গের মধ্য থেকে যাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক বা রক্ষক নেই এমন সব দুর্বল মুসলিমদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তাঁর (মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর) ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল।

মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বারবার অত্যাচার করা হয়েছে। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রত্যাহার (অস্বীকার) করলেই তাঁর অত্যাচারীরা তাঁকে

www.pathagar.com

শাস্তি দেয়া বন্ধ করতে আশ্বস্ত করত; কিন্তু তিনি সত্যের ওপরে সাহসী, দৃঢ়চেতা ও অটল থেকে এ কাজ (তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রত্যাহার) করতে অস্বীকৃতি জানান।

শারীরিক গঠন প্রকৃতি

আল মাদায়িনি বলেছেন : "আল মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন লম্বা ও তামাটে রঙের। তিনি ছিলেন লোমশ, ডাগরডাগর চক্ষু ও সংযুক্ত (মিলিত) ভ্রুযুগলবিশিষ্ট। আর তিনি তাঁর দাড়িতে হলুদ (জাফরান বা মেহেদি) রঙ লাগাতেন।" মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী কারীমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, তাঁর ভুড়ি (বড় পেট) ছিল।

হিজরত

যাঁরা হাবশাহ ও মদিনা উভয়স্থানেই হিজরত করেছেন মিকদাদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের অন্যতম।

তাঁর আনসারি ভাই

মক্কার মুসলিমগণ যখন মদিনাতে হিজরত করলেন তখন তাঁরা মদিনার আনসার (সাহায্যকারী) মুসলিমদের পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা পেলেন। উভয় শহরের মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য রাসূল ﷺ প্রত্যেক মুহাজির মুসলিমের জন্য একজন আনসার ভাই নির্ধারণ করেছিলেন। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর (মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর) মাঝে একটি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গঠন করে দিলেন।

বদরের যুদ্ধে তাঁর অবদান

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত মক্কার (কাফের) কাফেলার মোকাবেলা করার জন্য রাসূল ﷺ তাঁর তিন শতাধিক সাহাবী নিয়ে মদিনা হতে যাত্রা করলেন। আবু সুফিয়ান পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু মক্কার জনগণ ইতোমধ্যে তাদের কাফেলাকে রক্ষা করার যাত্রা করে ফেলেছিলেন। ঘটনার এই অপ্রত্যাশিত দিক পরিবর্তনের ফলে মুসলিমদেরকে দ্রুত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

কেননা, মুসলিমগণ তো (বদরের) যুদ্ধ করার জন্য বের হয় নি। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে এ কথা বলে পরামর্শ করলেন : "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের পরামর্শ দাও।" আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে উত্তমরূপে ভাষণ দিলেন। এরপরে ওমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে উত্তমরূপে বক্তৃতা দিলেন। এরপরে রাসূল ﷺ পুনরায় এ কথা বলে অনুরোধ করলেন : "হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের পরামর্শ দাও।" তখন মিকদাদ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু (যিনি সে মুহূর্তে একমাত্র ঘোড় সওয়ারী সাহাবী ছিলেন) তিনি অগ্রসর হয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, (সে পরিকল্পনা) যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন তা আপনি বাস্তবায়িত করুন। কেননা, আমরা আপনার সাথে আছি। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা আপনাকে তেমনটি বলব না যেমনটি বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালাম-কে বলেছিল, (অতএব, তুমি ও তোমার প্রভু এ দু'জন গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা ঠিক এখানেই বসে থাকছি।) বরং আমরা আপনাকে বলছি : আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা আপনার সাথে আছি এবং যুদ্ধ করব। আর যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনি যদি আমাদেরকে বরকুল গিমাদে (ইয়েমেনের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল) নিয়ে যান তবুও আমরা আপনার পাশে থেকে তাদের যারা এর সামনে আসবে (বহু গোত্রই মদিনাকে ও বরকুল গিমাদকে আলাদা করছিল) ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আপনি এখানে পৌঁছবেন। আর আমরা সত্যি সত্যিই আপনার ডান দিক থেকে এবং আপনার বাম দিক থেকে আপনার সামনের দিক থেকে এবং আপনার পিছন দিক থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিজয়ী বানিয়ে দেন।

(বুখারী-৩৯৫২ এবং আহমাদ-৫/২৫৯)

তাঁর উন্নততর, দৃঢ় ও সাহসী বাচনভঙ্গিতে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এমন এক (অবর্ণনীয়) অবস্থা দেখলাম যা আমার কাছে তার সাহচার্যকে (দুনিয়াবি জিনিসের) অন্য যে কোনো সাহচার্য থেকে বেশি প্রিয় করে তুলেছে।"

www.pathagar.com

কতিপয় বর্ণনাকারীর মতে, এটা এমনই এক বক্তৃতা ছিল যাতে এতে রাসূল ﷺ এতটাই খুশি হয়েছেন যে, এতে রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারক (আনন্দে) উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। উপরিউক্ত কথা বলার ক্ষেত্রে মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রজ্ঞাও প্রদর্শন করেছেন। কেননা, তাঁর বক্তব্য অন্যদেরকে ও অনুরূপ আনুগত্য ও সাহসিকতার অঙ্গিকার প্রদানে উৎসাহিত করেছে। এ ধরনের আনুগত্য ও সাহসিকতা বিশেষভাবে আনসারের পক্ষ থেকে কাংক্ষিত (কাম্য) ছিল। রাসূল ﷺ-কে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আনসারগণ অঙ্গিকারাবদ্ধ ছিল; কিন্তু যুদ্ধে বের হওয়া ও যুদ্ধ করার জন্য তারা ছিল না। যে মাত্রই মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছেন আর তখনই আনসারদের (পক্ষ থেকে) একজন নেতা সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর লোকদের পক্ষে অনুরূপ অনুভূতি আশ্রিত মত প্রকাশ করলেন।

রাসূল ﷺ -এর সাথে তাঁর একনিষ্ঠ সঙ্গ

মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর কোনো যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করতে বাকী থাকেননি (বাদ যাননি) তো বটেই, অধিকন্তু, সাহসী ও দুর্দান্ত অশ্বারোহী (সৈন্য) হিসেবে প্রতি যুদ্ধেই তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশিষ্টভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

তাঁর বিয়ে (বিবাহ)

একদিন মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান ইবনে আবফ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশে বসা ছিলেন। হঠাৎ আব্দুল রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু মিফদাদকে বললেন, 'আপনি কি বিয়ে করবেন না?" মিকদাদ (র) বললেন, "আপনার মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দেন।" মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জবাবে আব্দুর রহমান রাগান্বিত হয়ে তাঁকে (মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে) সাংঘাতিক তিরস্কার করলেন। এতে মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর কাছে বিচার দিতে ইচ্ছা করলেন। রাসূল ﷺ বললেন "আমি তোমাকে বিয়ে করিয়ে দিব।" اَنَا اُزَوِّجُكَ আর এ কারণেই দয়ার নবী ﷺ তাকে দুবা'য়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে বিয়ে করিয়ে দিলেন। দুবায়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে যুবাইয়ের কন্যা। (ইবনে সা'দ-৩/৩০)

www.pathagar.com

নেতা হিসেবে তাঁর সংক্ষিপ্ত (স্বল্পকালীন) অংশগ্রহণ

একবার রাসূল ﷺ মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি বিশেষ অঞ্চল শাসন করার জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর কর্তব্য থেকে ফিরে এলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন–

كَيْفَ وَجَدْتَ الْإِمَارَةَ؟

"নেতৃত্ব তোমার কাছে কেমন লাগল?"

মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "আসলে আমাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আমি (পদ মর্যাদায়) জনগণের ওপরে আছি এবং তারা আমার নিচে আছে।" এরপরে তিনি বললেন, "যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি, আজকের দিনের পরে আমি আর কখনো এ দায়িত্ব গ্রহণ করব না। এমনকি দু'জন লোকেরও নেতা হব না। গর্ব ও ঔদ্ধতা তাঁর চরিত্রের অংশ হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি ঐ শপথ করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন এবং এভাবেই তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবন-যাপন করতে রাজী হয়ে গেলেন; কেননা, সে দিনের পরে তিনি আর কখনো আমীরের (নেতার) দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। (আল মাজমা-৫/২১০)

মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রজ্ঞা

মিকদাদ বিন্ আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কথায় ও কাজে বিজ্ঞ ছিলেন। সর্বোপরি, তিনি তো মানবজাতির এমন মহান শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِّنَ الْقِدْرِ حِيْنَ يَغْلِيْ.

অর্থ : "নিশ্চয় আদম সন্তানের অন্তর ফুটন্ত রান্নার হাড়ির চেয়েও দ্রুত অস্থির (পরিবর্তত) হয়ে যায়।" (আহমদ-৬/৪; মুসতাদরাকে হাকিম-২/২৮৯)

আমরা এখানে মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর গভীর প্রজ্ঞার মাত্র একটি উদাহরণই দিব। একদিন তাঁর পাশে কতক বন্ধু-বান্ধব বসা ছিল। তারা তাঁকে বললেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দর্শনকারী আপনার চক্ষুদ্বয় ধন্য

www.pathagar.com

হোক। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনি যা দেখেছেন তা দেখতে এবং আপনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা প্রত্যক্ষ করতে সত্যিই আমাদের মন চায়।"

মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তোমাদের কারো জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যা গোপন করে রেখেছেন তা সে ব্যক্তি কী কারণে জানতে চায়! তোমার তো জাননা যে, (আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি) তা তোমারা প্রত্যক্ষ করলে তোমরা কী আচরণ করতে! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি! সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর সমসাময়িক কিছু লোককে (তাঁকে অবিশ্বাস করার কারণে) জাহান্নামের আগুনে মুখ থুবড়ে (উপুড় করে) নিক্ষেপ করেছেন! তোমার কি বরং ঐ আল্লাহর প্রশংসা করবে না, যিনি তোমাদেরকে তাদের মতো অগ্নি পরীক্ষা থেকে দূরে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুতে ও তোমাদের নবীতে বিশ্বাসী (ঈমানদার) হিসেবে জন্ম নিতে সাহায্য করেছেন।

চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالَى اَمَرَنِيْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ: عَلِيٌّ وَاَبُوْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে আদেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই যাদেরকে ভালোবাসেন (তারা হলেন) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।" (তিরমিযী-৩৭১৮)

মিশরে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

যে সব মুসলিম সৈন্যরা মিশরে যেয়ে মিশর জয় করেন মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যেসব সেনাদের অন্যতম ছিলেন।

www.pathagar.com

হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মাঝে রয়েছেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, উবাইদুল্লাহ ইবনুল খিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাম্মাম ইবনুল হারীস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুর রহমান বিন আবু লাইলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

মৃত্যু

মহান সাহাবী মিকদাদ বিন্ আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বার্থক জীবন-যাপনের পরে উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত কালে ৩৩ হিজরি সনে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

২.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْمَعَ الْقُرْاٰنَ غَضًّا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَسْمَعْهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

"কুরআন যেমন নাযিল হয়েছে তেমন তাজা ও কোমল তিলাওয়াত কেউ যদি শুনতে চায় তবে যেন সে ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে।" (আল মাজমা-৯/২৮৭ এবং আহমদ-১/৭)

বংশ ধারা

তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন গাফিল বিন হাবীব বিন শামখ বিন ফার বিন মাখযুম বিন সাহীলাহ বিন কাহিল বিন হারিস বিন সা'দ বিন হুযাইল আল হাযালি। তাঁর মাতার পূর্ণ নাম হলো– উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে ওয়াদ্দ বিন সুওয়া'য়াহ।

কুনিয়াহ উপনাম বা ডাকনাম

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু আব্দুর রহমান উপনামে পরিচিত ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন।

সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারী

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমগণ যখন 'দারুল আরকামে' একত্রত (সমবেত) হতেন তখন (একদিন) তাদের একে অপরকে বললেন, "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি! কুরাইশরা এখনও উচ্চশব্দে কুরআন তিলাওয়াত শুনে নি। সুতরাং কে গিয়ে তাদেরকে এ কুরআন তিলাওয়াত শুনাবে?"

www.pathagar.com

"আমি (যাব)" এ কথা বলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অবিলম্বে উত্তর দিলেন।

"আপনি!" এ কথা বলে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্ময় ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

সুহাইব বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু (নিম্নোক্ত) স্বাভাবিক কথাটি ব্যাখ্যা করে বললেন, "আমরা চাই এমন একজন লোক (এ কাজ করুক) যাঁর বংশ (গোষ্ঠী) এতো বড় যে, কুরাইশরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তাঁর গোষ্ঠী তাঁকে সেসব লোকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজার দিকে হেঁটে যেতে যেতে বললেন, "আমাকে যেতে দিন। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।"

তিনি এগিয়ে যেতে থাকলেন। অবশেষে তিনি মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন ছিল সকাল। কুরাইশরা তাদের সমবেত হওয়ার স্থানের (আখড়ার) কাছেই ছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

অর্থ : "পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করেছি। পরম করুণাময় (আল্লাহ)! তিনি (মানব জাতিকে নিজ অনুগ্রহে) কুরআন শিখিয়েছেন। তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবজাতিকে বয়ান (বাগ্মিতাপূর্ণ বা অলংকারপূর্ণ ভাষা) শিখিয়েছেন।"

(সূরা আর রহমান : আয়াত-১-৪)

যখন তিনি আয়াতগুলোকে অনবরত তিলাওয়াত করছিলেন তখন কুরাইশ নেতাদের যারা তাঁর তিলাওয়াত স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিল তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি?"

উকবাহ বিন আবু মুয়াইত বললেন, এতো নিশ্চয় ইবনে উম্মে আবদ।"

www.pathagar.com

আবু জাহল বিন হিশাম জিজ্ঞেস করল, "ইবনে উম্মে আবদ কী বলছে?"

নদর বিন হারিস বললেন "মুহাম্মদ যে কাব্য নিয়ে এসেছে সে ঐ কাব্যের কিছু (অংশ) বলছে (আবৃত্তি করছে)।" আবু সুফিয়ান বিন হারব নদর বিন হারিসের সাথে তাল মিলিয়ে (যোগ দিয়ে) বললেন, "মুহাম্মদ তাকে তেমনিভাবে প্রলুব্ধ করেছে (লোভ দেখিয়েছে) যেমনিভাবে সে কিছু দাস দাসীকে এ দাবি করে (এ কথা বলে) প্রলুব্ধ করেছে যে, তার নতুন ধর্ম গোলাম ও মনিবের জন্য একই খাদ্যের বিধান দেয়।"

সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশ নেতারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপরে চড়াও হয়ে তাঁর চেহারা মোবারকে আঘাত করতে লাগল। তারা যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মারতে ছিল তখন তিনি বিচলিত না হয়ে বরং তিনি তখন সূরা আর রহমান থেকে অনবরত তিলাওয়াত করছিলেন। এরপরে তিনি রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় তাঁর সঙ্গী-সাথিদের কাছে ফিরে গেলেন। এ দৃশ্য তাদের সকলেরই অনুভূতিতে সাড়া জাগাল। সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারা মোবারক ধূয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার ব্যাপারে আমরা এই আশঙ্কাই (ভয়ই) করেছিলাম।" ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর শত্রুরা বর্তমানে আমার কাছে যতটা সহজ (গুরুত্বহীন) কখনো তারা আমার কাছে এর চেয়ে বেশি সহজ (গুরুত্বহীন) ছিল না। (অর্থাৎ তারা বরাবরই আমার দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন)। আর যদি আপনারা চান তবে আমি আগামীকাল সকালেও ঐ একই বিষয় (বাণী) নিয়ে তাদের কাছে যাব।"

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান ইবনে মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু এরা সকলেই (এক বাক্যে সমস্বরে) বললেন, "না না (আর যেতে হবে না) বহুত হয়েছে (আপনি যথেষ্ট করেছেন)! তারা যা অবজ্ঞা করে আপনি তাদেরকে তা শুনিয়ে দিয়েছেন।" দরিদ্র (গরিব, শীর্ণ ও দুর্বল) হওয়া সত্ত্বেও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্যে কুরাইশদের বিরোধিতা করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হয়েছিলেন। এভাবেই তিনি মক্কাতে আল্লাহর রাসূলের পরে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারী সাহাবী হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

কুরাইশদের হাতে অত্যাচার ও দুই হিজরত

কোনো মুসলিম দুর্বল থাকলে, দাস বা দাসী হলে, তাঁর কোনো সামাজিক মর্যাদা না থাকলে অথবা মক্কী সমাজের কোনো বিশিষ্ট সদস্যের (নাগরিকের) পৃষ্ঠপোষকতা (সমর্থন) যদি তাঁর না থাকতো, তবে তাঁকে তাঁর মনিবের হাতে শারীরিক অত্যাচার ভোগ করতে হতো (মার খেতে হতো)। উক্ত (শারীরিক) অত্যাচার থেকেও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাদ পড়েন নি। বিপরীত পক্ষে (বরং), তিনি বহু শারীরিক নির্যাতন ও শাস্তি দ্বারা জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু, তিনি তাঁর ধর্মকে প্রত্যাহার (অস্বীকার) করতে প্রত্যাখ্যান করে (অসম্মত হয়ে) সাহসী ও অবিচল থেকেছেন। যখন সুযোগ এলো, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে হাবশাতে (যেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন) হিজরত করতে অনুমতি দিলেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ধর্মসহ অগ্নিপরীক্ষা (যন্ত্রণা) ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে (সেখানে) হিজরত করলেন (চলে গেলেন)। তিনি পরবর্তীতে ফিরে এসেছিলেন; কিন্তু মক্কাতে মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি আদৌ ভালো ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তাদের জন্য আরো বেশি স্থায়ী হিজরতের পথ খুলে গেল। আর তাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য মুসলিমের সাথে মদিনাতে হিজরত করার জন্য যোগ দিলেন।

তাঁর মুহাজিরি ও আনসারি ভাই

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু মাঝে এবং মদিনাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সা'দ বিন মুয়া'জ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন।

বদরের যুদ্ধের দিন এবং (এ জাতির ফেরাউন) আবু জেহেলের মৃত্যু

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সম্ভবত কোনো লোকই আবু জেহেলের চেয়ে বেশি সময়, শক্তি ও সম্পদ অপচয় করে নি। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আবু কুনিয়াতের আক্ষরিক (শাব্দিক)

www.pathagar.com

এবং আলংকারিক উভয় অর্থই থাকতে পারে। আবু জেহেলের কুনিয়াতের (উপনামের) জন্য আলংকারিক অর্থই উদ্দিষ্ট। ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রকৃতপক্ষে তার কুনিয়াহ ছিল আবুল হাকাম। 'হাকাম, শব্দটি হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শব্দ থেকে অথবা 'হুকুম' (শাসন করা) শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। সুতরাং তার কুনিয়াহ (উপনাম) নির্দেশ করে যে, সে খুব প্রজ্ঞাবান ছিল এবং তার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। কিন্তু, ইসলামের আবির্ভাবের পরে তাকে একটি নতুন কুনিয়াহ (উপাধি, পদবী, ডাকনাম বা উপনাম) আবু জাহল দ্বারা ভূষিত (!) করা হয়। জাহল অর্থ মূর্খতা, আর আবু অর্থ পিতা। সুতরাং আবু জাহল অর্থ মূর্খতার পিতা। আর আজ পর্যন্ত সে যে নামে পরিচিত তা হলো 'আবু জেহেল'।

রাসূল ﷺ-এর মক্কী জীবনে আবু জেহেল রাসূল ﷺ-এর এবং মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেনি। কিন্তু এ সন্ত্রাসের (আতঙ্কের) রাজ্য বদরের যুদ্ধের সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে তাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়েছিল এবং তার এতোটা বেশি পরিমাণে রক্তপাত হয়েছিল যে, সে নামেমাত্র জীবিত ছিল।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মৃতপ্রায় নেতার (আবু জেহেলের) সাক্ষাৎ পেলেন। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে চিনতে পেরে তার গর্দানে (ঘাড়ে) তাঁর পা মোবারক রাখলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উদ্ধত আবু জেহেল বলল, "ওরে ক্ষুদে রাখাল! তুই তো তোর পা দিয়ে এমন (উঁচু) স্থানে চড়ছিস যেখানে চড়া তোর পক্ষে (খুবই) কঠিন।"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ওরে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ কি তোকে অপমানিত করেন নি।?"

আবু জেহেল উত্তর দিল, "কিভাবে তিনি আমাকে অপমানিত করলেন? যে ব্যক্তিকে তার নিজের (গোত্রের) লোকেরা হত্যা করে তার লজ্জার আভাসও থাকে না।" এরপরে সে জিজ্ঞেস করল, "আজ কাদের জয় হয়েছে?"

www.pathagar.com

আবু জেহেলের শেষ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের"। এরপরে তিনি আবু জেহেলের শিরোচ্ছেদ (গর্দান কেটে মাথা আলাদা) করে তার মাথাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে গেলেন। এরপরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুষ্ট অত্যাচারী ও ইসলামের গোঁড়া শত্রুর মৃত্যুর কারণে আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে বিশেষ সুবিধা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রবেশের (সুবিধা), তাঁকে তাঁর জুতা মোবারক পরিয়ে দেয়ার (সুবিধা), (খেদমতের উদ্দেশ্য) তাঁর আগে আগে হাঁটার (সুবিধা), তিনি যখন গোসল করতেন তখন তাঁর পর্দার যোগান দেয়ার (সুবিধা) এবং তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ার সুবিধা এ কথা তিনি তাঁর খাদেম হওয়ার বা খেদমত করার সুবিধা ভোগ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন–

اِذْنُكَ عَلَيَّ اَنْ يُّرْفَعَ الْحِجَابُ وَاَنْ تَسْتَمِعَ سَوَادِىْ سَاوَدْتُ الرَّجُلُ مُسَاوَدَةً اِذَا سَارَرْتُهُ حَتّٰى اَنْهَاكَ.

অর্থ : "আমি তোমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত তোমার জন্য পর্দা উঠানোর ও আমার গোপন কথা শুনার অনুমতি রইল।"

(মুসলিম-২১৬৯ এবং আহমদ-১/৪০৪ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্তবা (মর্যাদা) ও যোগ্যতা

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য একটি মেসওয়াক আনতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি আরাক গাছে চড়তে আদেশ করলেন। (দাঁত মাজার জন্য ব্যবহৃত গাছের ডালাকে মেসওয়াক বলা হয়) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন গাছে চড়ছিলেন তখন তাঁর পায়ের গোছাগুলো দেখা যাচ্ছিল এবং এগুলোকে সাংঘাতিক চিকন দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসতে লাগলেন। তখন হৃদপিণ্ড (হার্ট) মন ও আত্মার চিকিৎসক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

www.pathagar.com

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَسَاقُ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَشَدُّ وَاَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ وَّحِرَاءَ جَبَلَانِ.

অর্থ : "যার হাতে আমার জান (আত্মা বা জীবন) তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি! অবশ্যই আব্দুল্লাহর পায়ের গোছাদ্বয় কিয়ামতের দিনে উহুদ ও হেরা পর্বতের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ও বিশাল হবে।"

(আহমদ-১/১১৪ এবং মাজমা ৯/২৮৯)

আরেকবার রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْمَعَ الْقُرْاٰنَ غَضًّا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَسْمَعْهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

"কুরআন যেমন নাযিল হয়েছে তেমন তাজা ও কোমল তিলাওয়াত কেউ যদি শুনতে চায় তবে যেন সে ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে।" (আল মাজমা-৯/২৮৭ এবং আহমদ-১/৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন তিলাওয়াত করুক এটা রাসূল ﷺ পছন্দ করতেন। একবার তিনি বললেন "হে আব্দুল্লাহ! তুমি আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাও। আব্দুল্লাহ ইবনে মাউসদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি আপনাকে কুরআন তিলাওয়াত শুনাবো। অথচ আপনার কাছেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" তিনি বললেন–

اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ.

অর্থ : "অবশ্যই আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসি। (সহীহ বুখারী : ৪৫৮২)

এরপরে ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে লাগলেন–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

www.pathagar.com

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَ لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿۴۲﴾

অর্থ : "তখন (অবস্থা) কেমন হবে যখন আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী আনয়ন করব (আনব বা উপস্থিত করব) এবং (হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনাকে এসব লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসব? যারা কুফরি করেছিল এবং আল্লাহর রাসূলকে অমান্য করেছিল) তারা সেদিন কামনা করবে যে, যদি তাদেরকে (পুনরায়) জমিনে কবর দেয়া হতো (তবে কতইনা ভালো হতো)! কিন্তু, তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো একটি কথাও (ঘটনা বা তথ্যও) গোপন করতে পারবে না।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৪১, ৪২)

তখন রাসূল ﷺ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁর দু'নয়ন মোবারক থেকে অশ্রু অনবরত দর দর করে বয়ে যেতে লাগল। অবশেষে তিনি ﷺ তাঁর হাত মোবারক দিয়ে ইশারা করে বললেন, "হে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু! যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে (এখন তুমি তিলাওয়াত বন্ধ কর)! (বুখারী-৪৮৮২)

বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখ (জবান) মোবারক থেকে ৭০টি সূরা গ্রহণ করেছি এবং সেসব সূরার ব্যাপারে কেউই আমার সাথে প্রতিযোগিতা (তর্ক) করতে পারে না।" (আহমদ-১/৩৭৯)

মুসলিমের একটি বর্ণনাতে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি! তিনি ছাড়া আর কারো উপাস্য (ইলাহ বা মাবুদ) হওয়ার অধিকার নেই। আল্লাহর কিতাবে এমন কোনো সূরা নেই যা কোথায় নাযিল হয়েছে– তা আমার জানা নেই। এবং এমন একটি আয়াতও নেই যা কি ব্যাপারে নাযিল হয়েছে– তা আমি জানিনা। আর যদি আমি এমন কোনো ব্যক্তির কথা জানতাম– যিনি আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে আমার চেয়েও বেশি জ্ঞানী এবং উটে চড়ে (ভ্রমণ করে) ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির নাগাল (সাক্ষাৎ) পাওয়া যায়– তবে আমি উটের পিঠে চড়ে তাঁর কাছে যেতাম।" (বুখারী ৫০০২, মুসলিম-২৪৬২ এবং আহমদ-১/৪১১)

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবীগণও রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উচ্চ মর্যাদার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারা সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

"ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফেকাহ (ধর্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বুঝ) দ্বারা পূর্ণ।" আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এই মহাপণ্ডিত ব্যক্তি জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে কোনো কিছু (সম্বন্ধে) জিজ্ঞেস কর না। (আহমদ-১/৪৬৩ এবং বুখারি-৬৭৩৭)

আর হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহর রাসূলের হিদায়াত তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আচরণ ও তাঁর (মহান) চরিত্রের ব্যাপারে তাঁর সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখে এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি কখনো দেখিনি। (তিরমিযী-৩৮৫৭)

কুফাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শাম (সিরিয়া ও আশে পাশে অঞ্চল) বিজয়ে অংশগ্রহণ করার পরে আমীরুল মুমিনীন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ইয়েমেনে পাঠিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জনগণকে তাদের ধর্ম শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং আম্মার ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়েমেনের আমীর (গভর্নর শাসক) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে নিম্নোক্ত বাণীটি পাঠিয়েছিলেন : "এ দুব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আপনারা এদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে সঠিক পথে পরিচালিত হোন।" (হাকিম-৩/৩৮৮)

কয়েক বছর পরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-কে শুধুমাত্র তাঁর কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য এবং তাঁকে মদীনাতে ফিরে আসতে বলার জন্যই ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কূফার আমীর (গভর্নর, শাসক বা নেতা) হিসেবে নিয়োগ দেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল ﷺ হতে তাঁর হাদীস বর্ণনা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য হাদীস উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও সা'দ বিন মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো (মহান) ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। আর বহু লোকই তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবু মূসা, আবু রাফি, আবু শুরাইহ, আবু সাঈদ, যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, আনাস ও আবু উমামাহ এবং তার পরিবার হতে, তাঁর দু'পুত্র আব্দুর রহমান এবং আবু উবাইদাহ; তাঁর ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইবনে উতবাহ এবং তাঁর স্ত্রী যয়নব সাক্বাফিয়্যাহ

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

(আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!)

তাঁর মৃত্যু

৩২ হিজরির সনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেন। যদিও সঠিকভাবে জানা যায়নি তবুও বলা যায়, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ থেকে ৬৯-এর মাঝামাঝি। একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তাঁকে 'আল বাকী'তে (জান্নাতুল বাকীতে) দাফন করা হয়েছে এবং এটাও জানা যায় যে, উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেছেন। যা হোক অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেছেন এবং এটাও জানা যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশ অনুসারেই তাঁকে রাতে দাফন (কবরস্থ) করা হয়েছিল। এসব নির্দেশের প্রকৃত কারণে মনে হয় উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযার নামাজের কথা (আগেভাগে) জানতে পারেননি এবং এ কারণে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে পরবর্তীতে তিরস্কার করেছিলেন।

www.pathagar.com

৩.

হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর খবর (সংবাদ) জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর কাছে যেয়ে শুধুমাত্র এ অবস্থায় তাকে দেখতে পেলেন যে, তাঁকে পাশবিকভাবে অঙ্গহানি করা হয়েছে। রাসূল ﷺ সম্ভবত কখনো আর কোনো কিছু দেখে তাঁর মনে এর চেয়ে বেশি ব্যথা পাননি। অন্য বর্ণনাতে এটাও আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন-

وَسَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

অর্থ : "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট শহীদগণের সর্দার হবেন হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।" পরে রাসূল ﷺ হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযার নামাজ পড়ান। তাঁকে কবরস্থ করার সময় আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কবরে নেমেছিলেন এবং তখন রাসূল ﷺ তাঁর কবরের পাশে বসা ছিলেন। হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর ভাতিজা (আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমাহ এর পুত্র) আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এর পাশে কবরস্থ করা হয়েছে।

বংশ পরিচয়

তিনি হলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই। তার মাতার পূর্ণনাম হলো হালাহ বিনতে উহাইব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরাহ। তিনিই রাসূল ﷺ-এর মাতার প্রথম চাচাতো বোন। হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর চাচাই ছিলেন না। অধিকন্তু, তিনি তাঁর দুধ ভাইও ছিলেন। কেননা, তারা দু'জনই আবু লাহাব ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাসী 'সুয়াইবাহ' নামক একই স্ত্রী লোকের দুধপান করেছেন। হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের চেয়ে (বয়সে) দু বছরের বড় ছিলেন।

www.pathagar.com

কুনিয়াহ (উপনাম বা ডাকনাম)

তাঁর দু'ছেলে 'ইয়ালা, এবং উমরাহ'-এর নামানুসারে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুনিয়াহ (উপনাম) ছিল হয়তো বা 'আবু ইয়ালা নয়তো বা আবু উমারাহ।

ইসলাম পূর্ব (জাহেলিয়া) যুগ এবং পরবর্তীতে তাঁর ইসলাম গ্রহণ

হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশদের মাঝে যেমন সম্মানিত ছিলেন তেমনি শারীরিকভাবে শক্তি-সামর্থ্য (শক্তিশালী)ও ছিলেন। ইসলাম-পূর্ব জাহেলি যুগে তিনি এক বিশেষ মহলের আখড়াতে রাত কাটাতেন (আড্ডা দিতেন)। সেখানে তিনি মদ পান করে ও গান-বাদ্য শুনে সময় কাটাতেন। মরুভূমিতে শিকার করে তিনি দিন কাটাতেন। এসব দুনিয়াবি (পার্থিব) কাজে মত্ত থাকার কারণে তিনি তার ভাতিজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনিত সংবাদ (বাণী)-এর প্রতি মনোযোগ দিতে পারতেন না। এ কারণেই তাঁর পিতৃপুরুষদের দেব-দেবী লাত, উয্যা ও হুবলকে পরিত্যাগ করে এর বদলে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) করার কোনো প্রবণতা বা ঝোঁক তার ছিল না।

একদিন হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অভ্যাস মতো ধনুক নিয়ে ঘর ছেড়ে মরুভূমির দিকে আগাতে থাকলেন। সেখানে তিনি তাঁর প্রিয় খেলা খেলতেন ও অবসর বিনোদন করতেন। যে ব্যাপারে তিনি উৎকর্ষতা (চমৎকারিত্ব) অর্জন করেছিলেন তা হলো শিকার। সেদিন দিবাবসানে (ঐ দিনের শেষ ভাগে) তিনি সচরাচর যেমন করেন তেমনি কা'বাতে ফিরে আসলেন। সেখানে তিনি কা'বা ঘরের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতেন। অবশেষে বাড়িতে ফিরে আসতেন। কিন্তু, সেদিন তিনি কা'বাতে ফিরে আসার আগেই আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের ক্রীতদাসের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। সে অত্যন্ত উদ্বেগভরা কণ্ঠে বলল : "হে আবু ওমারাহ! আবুল হাকাম বিন হিশাম (আবু জেহেল) তোমার ভাতিজা মুহাম্মদের সাথে যে আচরণ করেছে তা তোমার দেখা উচিত ছিল। আবুল হাকাম (পরবর্তীতে আবু জেহেল) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বসা পেয়ে তাঁর ক্ষতি করেছে, তাঁকে গালি দিয়েছে এবং তিনি যা ঘৃণা করেন তাঁর সাথে সেরূপ আচরণ করেছে।"

www.pathagar.com

আবু জেহেলের হঠকারিতায় হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তেজিত হয়ে গেলেন। উত্তপ্ত শোণিত তাঁর শিরোপানে ধেয়ে গেলো (তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গেল/ তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল), রাগে তাঁর শিরা উপশিরা ফেটে গেল (তাঁর রক্ত গরম হয়ে গেলো) এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ (লাল) হয়ে গেল। হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যিই কি সে এ কাজ করেছে?" ক্রীতদাসটি উত্তর দিল, "লাতকে সাক্ষী রেখে বলছি, হ্যাঁ, সে এ কাজ করেছে। হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মুহূর্ত ভেবে তাঁর ধনুক নিয়ে তাঁর কাঁধে রেখে দ্রুত পদে (গতিতে) আবুল হাকামের (আবু জেহেলের) সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য কা'বার দিকে ছুটলেন। তিনি তাকে (লা লা'নাতুল্লা হি আলাইহি) বলতে বলতে কা'বাতে না পেলে তাকে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নিবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। অর্থাৎ তাকে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে খোঁজতেই থাকতেন।

কিন্তু তিনি কা'বাতে পৌঁছা মাত্রই কা'বার আঙ্গিনায় (উঠানে বা চত্তরে) মক্কার নেতাদের মাঝে আবু জেহেলকে বসা দেখতে পেলেন। ভয়ংকর গাম্ভীর্যের সাথে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলের দলের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর ধনুক (কাঁধে থেকে হাতে) নিয়ে আবু জেহেলের মাথায় আঘাত করে ধনুকটিকে টুকরা টুকরা করে ফেললেন অর্থাৎ আঘাতের চোটে ধনুকটি ভেঙ্গে টকুরো টুকরো হয়ে গেল এবং আবু জেহেলের মাথা (ফেটে তা) থেকে রক্ত পড়তে লাগল। কুরাইশরা তাদের প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে উঠার আগেই হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "যখন নাকি আমি মুহাম্মদের (আনীত) ধর্মের ওপরে বহাল আছি তখন তুই কি তাঁকে গালি দিস! সে যা বলে আমিও তাই বলি। এখন পারলে প্রতিশোধ নে।

সকল নেতৃবৃন্দই তাদের অপমানিত ও আহত সঙ্গীর (আবু জেহেলের) কথা ভুলে গিয়ে তারা সবেমাত্র (এইমাত্র) যে প্রলংকরী সংবাদ শুনল তার ধাক্কা সামলাতে অত্যন্ত ব্যস্ত (চিন্তামগ্ন) ছিল। তারা সকলেই এ কথা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, যদি হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করে তবে মুসলিমগণ তাঁকে তাঁদের রক্ষক হিসেবে পেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অতঃপর বনী মাখযুম গোষ্ঠী (আবু জেহেলের

www.pathagar.com

গোষ্ঠী) অবশেষে তাদের চেতনা ফিরে পেল এবং আবু জেহেলকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়াল। তারা বলল "আমরা তোমার কথা থেকে বুঝতে পারলাম যে, তুমি বেদীন (ধর্মহীন বা বিধর্মী) হয়ে গেছ।

তখন হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "এমন কাজ করা থেকে কিসে আমাকে বিরত (ফিরিয়ে) রাখতে পারে! কেননা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল এবং এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যা বলছেন তা প্রকৃতই সত্য। আল্লাহ সাক্ষী! আমি বিরত হব না। তোমরা সত্যবাদী হলে আমাকে প্রতিরোধ কর (বিরত কর বা ফিরাও)।" এতক্ষণে আবু জেহেল কহিল (বিষাদে), "তোমরা আবু উমারাহকে (হামযাহকে) ছেড়ে দাও। কেননা, আল্লাহ সাক্ষী! আমি তাঁর ভাতিজাকে সত্যি সত্যিই মন্দ গালি দিয়েছি।" যখন কুরাইশরা বুঝতে পারল যে, হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন তারা এ কথাও বুঝতে পারল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো প্রতিরক্ষা (প্রশ্রয় বা পৃষ্ঠপোষকতা) অর্জন করলেন (পেলেন)। আর তাই তারা অবশেষে তাঁকে ততটা ক্ষতি করা থেকে বিরত হলো যতটা ক্ষতি তারা (পূর্বে) করতো।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ

হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার মাত্র তিনদিন পরেই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ইসলাম গ্রহণ করলেন। সে সময়ের আগ পর্যন্ত মুসলিমরা কা'বাতে নিরাপদে নামাজ পড়তে বা ইবাদত করতে পারত না। আর তাই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জীবিত বা মৃত যাই হই না কেন আমরা কি সত্যের ওপরে (প্রতিষ্ঠিত) নই?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

بَلٰى! وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ! اِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ اِنْ مِّتُّمْ وَاِنْ حَيِيْتُمْ.

অর্থ : "অবশ্যই! যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি! তোমরা সবাই জীবিত থাক বা মৃত্যুবরণ কর সত্যি সত্যিই সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আছ।"

www.pathagar.com

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে (আমাদের) লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে কেন? যিনি আপনাকে সত্যদ্বীন (ধর্ম) সহ প্রেরণ করেছেন তাকে সাক্ষী রেখে বলছি! এখন থেকে কাফেরদের কোনো সমাবেশে আমি উপস্থিত থাকলে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করব। যিনি আপানাকে সত্য (দ্বীন বা ধর্ম) সহ প্রেরণ করছেন (পাঠিয়েছেন) তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি! আমরা বের হয়ে যাব; আল্লাহ সাক্ষী! আজকের পর থেকে গোপনে আল্লাহর ইবাদত করা হবে না।"

এরপরে রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুটি সুশৃঙ্খল কাতারে (সারিতে) বের হয়ে পড়লেন; এক সারির সামনে ছিলেন হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আর অন্য সারির (কাতারের) সামনে ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে বাড়ার সময়ে এতো জোরে জোরে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে করে আগাচ্ছিলেন যে, তখন ধুলির ঝড় উঠে গিয়েছিল। আর তারা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছনে পিছনে উচ্চস্বরে বলছিলেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই (অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই) মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

তাঁর পাতানো (ধর্মের) ভাই

বর্ণিত আছে যে, প্রথমবার ওহী গ্রহণের দু বছর পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যায়েদ বিন হারিসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন।

প্রথম যুদ্ধের পতাকা বাহক

রাসূল ﷺ হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে জুহাইনার ভূমিতে সাইফুল বাহরের নিকটে একটি বিশেষ দলকে পাঠান। এভাবে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের বণ্টনকৃত প্রথম পতাকা বাহক হলেন।

www.pathagar.com

বদরের যুদ্ধের দিন

বদরের যুদ্ধের সময়ে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এতো বেশি বিশিষ্ট হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন যে, পরবর্তীতে কুরাইশ নেতারা উহুদের যুদ্ধে বিশেষভাবে (শুধুমাত্র) তাঁকে হত্যা করানোর জন্যই পরিকল্পনা করেছিল। আর ঐ উহুদের যুদ্ধের সময়েই তিনি সত্যি সত্যিই শহীদ হয়েছেন। বদরের যুদ্ধের দিনে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণবর্ম ধারণ করে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে উট পাখির পালক পরিধান করেছিলেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধের সময়ে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তিমান (কার্যকর) অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন। শৌর্যপূর্ণভাবে (সাহসিকতার সাথে) যুদ্ধ করে তিনি কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদেরকে হত্যা করতে পেরেছিলেন। একদম একাই তিনি শাইবাহ ইবনে রবীয়াহকে হত্যা করেছেন এবং উতবাহ ইবনে রবীয়াহ ও তুয়াইমাহ ইবনে আদি ইবনে নওফলের হত্যাকাণ্ডে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

উমাইয়াহ ইবনে খালাফকে যখন বন্দী করা হয়েছিল তখন সে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "উট পাখির পালক দ্বারা চিহ্নিত (বা সজ্জিত) ঐ লোকটি কে?" আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন "(তিনি) হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু"। উমাইয়াহ বলল, "সে একাই আমাদের কুরাইশদের সাহসী (বীর) যোদ্ধাদের অনেক ক্ষতি করেছে।

সাহাবীদের মাঝে তাঁর মর্তবা

হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের কাছে অনেক উচ্চ মর্তবা লাভ করেছিলেন। বলা হয় যে, আল্লাহর তরবারি হলেন তিন ব্যক্তি-

১. খালিব ইবনে ইউকুনাহ মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে,

২. দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে উরিয়াহ ইবনে হানান এবং

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর দু'ধরনের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে–

১. রক্তের সম্পর্ক এবং

২. দুধের সম্পর্ক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

www.pathagar.com

حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

অর্থ : "হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আমার দুধভাই।"

উহুদের যুদ্ধের দিনে :

শুধুমাত্র বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই কুরাইশরা তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে আসছে– এ কথা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জানানোর পরে জুমু'আর দিনে মুসলিমগণ জুমু'য়ার নামাজের জন্য জমায়েত হলে পরে রাসূল ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর উচ্চ প্রশংসা করে বললেন-

اَيُّهَا النَّاسُ, اِنِّيْ رَاَيْتُ فِيْ مَنَامِيْ رُءْيًا رَاَيْتُ كَاَنِّيْ فِيْ دِرْعٍ حَصِيْنَةٍ وَرَاَيْتُ كَاَنَّ سَيْفِيْ ذَالْفَقَارِ انْفَصَمَ مِنْ عِنْدِ ظُبَتِهِ, وَرَاَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ وَرَاَيْتُ كَاَنِّيْ مُرْدِفٌ كَبْشًا.

অর্থ : "হে (উপস্থিত) জনতা! নিশ্চয় আমি (আমার নিদ্রাকালে) স্বপ্নে দেখেছি যে, যেন আমি অভেদ্য বর্ম পরিহিত আছি। আরো আমি (স্বপ্নে) দেখেছি যে, যেন আমার তরবারি জুলফিকারের প্রান্তদেশ ভেঙ্গে গেছে। আমি আরো (স্বপ্নে) দেখেছি যে, একটি গরুকে জবাই করা হচ্ছে এবং আমি (স্বপ্নে) আরো দেখেছি যে, আমি একটি ভেড়ার পিছনে চড়ে আছি।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি এ (স্বপ্ন) টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন?" রাসূল ﷺ বললেন :

اَمَّا الدِّرْعُ الْحَصِيْنَةُ فَالْمَدِيْنَةُ وَاَمَّا انْفِصَامُ سَيْفِيْ فَقَتْلُ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ وَاَمَّا الْبَقَرُ الْمُذَبَّحُ فَقَتْلِيْ فِيْ اَصْحَابِيْ وَاَمَّا اَنِّيْ مُرْدِفٌ كَبْشًا فَكَبْشُ الْكَتِيْبَةِ حَامِلُ لِوَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ. نَقْتُلُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

অর্থ : "অভেদ্য বর্ম বলতে মদীনাকে বুঝায়, (অর্থাৎ আগন্তুক সৈন্যদের মোকাবিলা করার জন্য মদীনা থেকে বের না হয়ে বরং মদীনাতে থাকাই

www.pathagar.com

নিরাপদ হবে)। আমার তরবারির প্রান্তদেশ ভাঙ্গার অর্থ হলো, আমার পরিবারের ব্যক্তির নিহত হওয়া। গরু জবাই হওয়ার অর্থ আমার কোনো কোনো সাহাবীর নিহত হওয়া। ভেড়ার পিছনে আমার চড়ার অর্থ হলো, যোদ্ধাদের নেতা-মুশরিকদের পতাকাবাহক আমরা তাকে ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেতো) হত্যা করব।" (আহমদ-৩/২৬৭, বুখারী-৩৬২২)

জুমুয়ার নামাজের আগে মুহাজির ও আনসারগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের নিকটে একত্রিত হলে রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, "আপনারা আমাকে আপনাদের (মূল্যবান) পরামর্শ দিন। রাসূল ﷺ সম্ভবত প্রধানত তাঁর স্বপ্নের ওপরে ভিত্তি করে ভাবলেন যে, মদীনাতে অবস্থান করাই উত্তম হবে। রাসূল ﷺ বললেন :

أُمْكُثُوا فِي الْمَدِينَةِ وَاجْعَلُوا النِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَّ عَلَى الْآطَامِ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ فِي الْأَزِقَّةِ فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا مِنْهُمْ، وَرُمُوا مِنْ فَوْقِ الصَّيَاصِيِّ وَالْآطَامِ.

অর্থ : "তোমরা মদীনাতেই অবস্থান কর এবং তোমাদের নারীদেরকে ও শিশু সন্তানদেরকে উঁচু উঁচু দালানের ওপরে (চূড়াতে) রাখ। যদি তারা (শত্রুরা) আমাদের ওপরে আক্রমণ করে তবে আমরা তাদের সাথে চিপা গলিতে (সংকীর্ণ রাস্তাতে) মোকাবিলা করব; কেননা, আমরা সেসব রাস্তা সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি জানি (অবগত)। আর তাদেরকে উঁচু উঁচু দালানের চূড়া থেকে তীর নিক্ষেপ করা যেতে পারে।"

যা হোক, অনেক তরুণ বা যুবক যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারা বেরিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে আগ্রহী ছিল। আর তাই তারা "আমাদেরকে বের করে শত্রুর কাছে নিয়ে যান।" এ কথা বলে রাসূল ﷺ-এর কাছে আকুল আবেদন জানাল। অপরপক্ষে, হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং নু'মান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো অধিক (অত্যন্ত) জ্ঞানী ও বয়স্ক মুহাজির ও

www.pathagar.com

আনসার মুসলিমগণ সকলেই একই কথা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা প্রকৃতপক্ষে এ আশংকা করছি যে, আমরা যদি তাদের মোকাবিলা করতে বের না হই তবে তারা আমাদেরকে কাপুরুষ ভাববে এবং তখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠবে। বদরের যুদ্ধের দিনে আমরা ৩০০ জন (পুরুষ) লোক ছিলাম। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে তাদের মাধ্যমেই বিজয়ী বানিয়ে দিয়েছেন। আর আজতো আমরা অনেক লোক। আমরা তো এ দিনের আশাই করছিলাম এবং এ দিনের জন্যই (আল্লাহর দরবারে) আবেদন করছিলাম, আর আল্লাহ বাস্তবিকই এ দিনকে আমাদের এ কর্মক্ষেত্রে (রণক্ষেত্রে) আমাদের নিকটে নিয়ে এসেছেন (দান করেছেন)।"

হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি আমার তলোয়ার দিয়ে মদীনার বাইরে তাদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত আজ আমি কোনো খাবারই (খাদ্যই) খাব না।" নু'মান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসাফ ইবনে আউস ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং খাইসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এরা রাসূল ﷺ-কে মদীনা থেকে বের হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য জোর তাকীদ দিতে লাগলেন।

এভাবেই (এসব কারণেই) রাসূল ﷺ (প্রভাবিত হয়ে) বের হয়ে মদীনার বাইরে শত্রুদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু, (মদীনা) ছেড়ে যাওয়ার আগে কিছু বিখ্যাত সাহাবীর অনুভব করতে পারলেন যে, রাসূল ﷺ-এর নিকট খুব বেশি আবেদন করে তারা ভুল করেছেন। তাই তারা মত পরিবর্তন (পূর্বোক্ত মত ত্যাগ) করে (রাসূলকে) পরামর্শ দিলেন যে, তাদের মদীনাতেই অবস্থান করা উচিত। কিন্তু, ততক্ষণে রাসূল ﷺ তাঁর বর্ম পরিধান করে ফেলেছেন এবং তিনি সাহাবীদের কাছে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, যখন কোনো নবী শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তাঁর বর্ম পরিধান করেন তখন তিনি (যুদ্ধ না করেই বর্ম খুলে) ফিরে আসনে না; বরং তখন তিনি তাঁর মাঝে ও তাঁর শত্রুদের মাঝে আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় এগিয়ে যান। (তিরমিযী-১৫৬১ এবং আহমদ-১/২৭১)

www.pathagar.com

অবশেষে যখন দু'পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হলো তখন হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তেমনই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন যেমন তিনি বদরের যুদ্ধের সময় করেছিলেন। কুরাইশদের ৩০টি মুশরিককে হত্যা করতে তাঁর আসলে (প্রকৃত পক্ষে) বেশি সময় লাগেনি। স্বভাবতই মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি ভালো হতে চলছিল। কেননা, মুশরিকরা পালানোর জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল। যা হোক কিছু তীরন্দাজ সৈন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদেশ অমান্য করেছিল যাতে মুসলিমদেরকে দুর্বল করে দেয়ার পথ দেখা দিয়েছিল। কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এবং তাঁর সাথে গোটা কতক মুসলিম অবিচল থেকে তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে অনবরত যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন।

যুদ্ধের সময়েই হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছিলেন। কাফেররা তাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে বা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে (অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে) হত্যা করতে না পেরে তারা তাঁকে ছলে বলে কৌশলে ও প্রতারণা (ধোঁকাবাজি) করে শহীদ করেছিল। কুরাইশরা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করার জন্য ওয়াহশি ইবনে হারব নামে একজন ক্রীতদাসকে (তিনি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন) কাজে সফল হলে মুক্ত করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাড়া করেছিল। যুদ্ধের ময়দানে ওয়াহশির চারপাশে যে যুদ্ধ হচ্ছিল সে যুদ্ধের প্রতি ওয়াহশি ছিল অভেদ্য। সত্যি বলতে কি, কে জিতল আর কে মরল সে বিষয়ে সে কোনো খেয়ালই করেনি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো উপায়ে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করে নিজে মুক্ত হওয়া।

প্রথমে ওয়াহশি দূর থেকে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখছিল, হিসাব-নিকাশ ও পরিকল্পনা করছিল এবং তাঁকে অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করার সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। কেননা, সে এই বীর যোদ্ধাকে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত করার আশা করতে পারেনি। অতএব, হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিবাহ ইবনে আব্দুল উযযাকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত অনবরত যুদ্ধ চলছিল। এরপরে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আশায় আরেকজন যোদ্ধার তালাশে (সন্ধানে) গেলেন। কিন্তু তিনি হোঁচট খেয়ে একটি গোপন (লুকানো) গর্তে পড়ে গেলেন। গর্তটিকে আবু আমির ফাসিক তৈরি

www.pathagar.com

করেছিল। তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু চিত হয়ে পড়লেন; ফলে তাঁর পেটের ওপর থেকে তাঁর বর্মের কিছু অংশ খুলে পড়ে গেল। এতে তাঁর পেট মোবারক ভেদ্য (আহত হওয়ার যোগ্য) হয়ে গেল। ওয়াহশি এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে তার তীর সই করে নিক্ষেপ করল। তীরটি হামযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পেট মোবারক ভেদ করে তাঁর দু পায়ের মাঝখানে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এভাবেই বীরযোদ্ধা ও রাসূল ﷺ-এর চাচা শহীদ হয়ে গেলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন হামযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর খবর (সংবাদ) জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর কাছে যেয়ে শুধুমাত্র এ অবস্থায় তাকে দেখতে পেলেন যে, তাঁকে পাশবিকভাবে অঙ্গহানি করা হয়েছে। রাসূল ﷺ সম্ভবত কখনো আর কোনো কিছু দেখে তাঁর মনে এর চেয়ে বেশি ব্যথা পাননি। অন্য বর্ণনাতে এটাও আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন-

وَسَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

অর্থ : "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট শহীদগণের সর্দার হবেন হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু।" পরে রাসূল ﷺ হামযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযার নামাজ পড়ান। তাঁকে কবরস্থ করার সময় আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু, যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কবরে নেমেছিলেন এবং তখন রাসূল ﷺ তাঁর কবরের পাশে বসা ছিলেন। হামযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর ভাতিজা (আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমাহ এর পুত্র) আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এর পাশে কবরস্থ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪.

আবু বকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ, وَاَقْرَاُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ, وَاَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

অর্থ : "উম্মতের মধ্য থেকে আমার উম্মতের জন্য সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর হলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাদের মধ্যে সর্বাধিক লাজুক হলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে তাদের মধ্যে সর্বাধিক পড়ুয়া (জ্ঞানী) ব্যক্তি হলেন উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু, উত্তরাধিকার আইন (মীরাছ) সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞানী (বিজ্ঞ) ব্যক্তি হলেন যায়েদ ইবনে ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের মধ্যে হালাল-হারাম সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত লোক থাকেন। আর এজাতির বিশ্বস্ত লোক হলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।" (তিরমিযী-৩৭৯০)

বংশ পরম্পরা

তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমির ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে ছা'দ ইবনে মুররা আল কোরেশি আত তাইমি। তিনি আমুল ফীল (আবু রাহার হস্তি বাহিনীর ধ্বংসের ঘটনার বছর) যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন এর দু' বছর ছ'মাস (আড়াই বছর) পরে জন্ম গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। তিনি শুধুমাত্র কোরাইশ বংশের একজন উচ্চপদস্থ সদস্যই ছিলেন এমনটি নয়; অধিকন্তু তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। বিশেষ করে কোরাইশ বংশের বংশগতি সম্বন্ধে এবং সাধারণভাবে আরব জাতির বংশধারা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকাতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্ভবত তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কুলুজিবিৎ (নসবনামা বিশারদ বা বংশের ইতিহাস বিশারদ) ছিলেন। তিনি (ইসলাম পূর্ব) জাহেলি যুগে ঐ বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর মতো ছিলেন, তিনি আমোদ প্রমোদ থেকে দূরে থাকতেন। অথচ মক্কার যুবকদের মাঝে আমোদ-প্রমোদ খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমোদ-প্রমোদের বদলে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেকে উৎসর্গ (নিয়োজিত) করেছিলেন। বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পণ্ডিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর মহান স্বভাব ও সদাচরণের কারণে তিনি সকলের নিকট প্রসিদ্ধ একজন সম্মানিত ব্যবসায়ীও ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

আরেকবার ইয়েমেনে সফরে (ভ্রমণে) বের হওয়ার আগে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ছেলে আব্দুল কা'বা (পিতার সাথে যাওয়ার জন্য) তাঁকে জড়িয়ে ধরল (গোঁ বা জেদ ধরলো) তার মাতা উম্মে রূমানা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "ওকে আপনার সাথে নিয়ে যান।"

'আব্দুল কা'বা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বড় ছেলে ছিল। তিনি তাঁর এই ছেলেকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তিনি ওকে সাথে করে ইয়েমেনে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে সেখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন, যিনি (পূর্ববর্তী কয়েকটি) আসমানি কিতাব পাঠ করেছেন। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আমি বলতে চাই যে, তুমি হেরেম (মক্কা) ঘরের লোক।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।

লোকটি বলল, "আমি বলতে চাই যে, তুমি কোরাইশ গোত্রের লোক।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় বারের মতো উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।

www.pathagar.com

লোকটি (এর পরে) বলল, "আমি বলতে চাই যে, তুমি বনী তাইম গোত্রের লোক।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবারও উত্তর দিলেন "হ্যাঁ"।

এরপরে লোকটি বলল, "তোমার ব্যাপারে আমার একটি বিষয় সনাক্ত করার বাকি আছে।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কী'?

আজদের লোকটি বলল, 'আমাকে তোমার পেট খুলে (পেটের কাপড় খুলে উন্মুক্ত করে) দেখাও।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমাকে আপনি এর কারণ না বলা পর্যন্ত আমি এ কাজ করব না।"

লোকটি বলল, সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি (এতথ্য) আবিষ্কার করতে পেরেছি যে, হারাম (মক্কা) ঘরে একজন নবীকে পাঠানোর সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং এটাও জানতে পেরেছি যে, মধ্যবয়স্ক একটি লোক তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করবেন। যুবকটি যুদ্ধে ভালো যুদ্ধ করবেন এবং তিনি জটিল সমস্যার সমাধান করতে সিদ্ধহস্ত (দক্ষ)। যুবকটি হবে মধ্যবয়স্ক এবং অস্থিচর্মসার (শীর্ণ), তাঁর পেটের ওপরে একটি তিল থাকবে এবং তাঁর বাম পায়ের ওপরে একটি চিহ্ন থাকবে।

এরপরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পেটের কাপড় সরিয়ে দিলেন এবং লোকটি তাঁর নাভির উপরে একটি তিল দেখতে পেলেন এবং তাঁর বাম পায়ের ওপরে একটি চিহ্ন দেখতে পেলেন। তখন আজদের লোকটি বলল 'কা'বার প্রভু সাক্ষী! সত্যিই তুমিই সে ব্যক্তি।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেনে তাঁর ব্যবসায় (ব্যস্ততা বা কাজ) সেরে যখন তিনি ফিরতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন আজদের ঐ লোকটি তাঁকে বিদায় জানাতে আসলেন। লোকটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন "আমার কাব্যের পংক্তিগুলো মনে রেখ এবং সেগুলোকে ঐ (আসন্ন) নবীর কাছে বলবে।"

www.pathagar.com

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কাতে ফিরে আসতে না আসতেই উকবা ইবনে আবু মুয়াইত, শাইবান ইবনে রবীয়াহ, আমর ইবনে হিশাম, নদর ইবনে হারিছ এবং উমাইয়াহ ইবনে খালাফ তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল–

"হে আবু বকর! আবু তালিবের এতিম ভাতিজা (মুহাম্মদ) দাবি করছে যে, সে একজন নবী .....। "আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হলেন। কেননা, তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করা ও তাঁকে তাঁর দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূল ﷺ-এর দরজাতে করাঘাত করলেন (টোকা দিলেন বা দরজার কারা নাড়া দিলেন) তখন রাসূল ﷺ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে বেরিয়ে এসে বললেন-

يَا اَبَا بَكْرٍ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكَ وَاِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ, فَاٰمِنْ بِاللهِ.

অর্থ : "হে আবু বকর! অবশ্যই আমি তোমার কাছে ও সকল মানুষের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পুরুষ বা রাসূল। সুতরাং তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো (বিশ্বাস স্থাপন কর)।

সুখের সাথে আশা জড়িত কণ্ঠে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমার প্রিয়তম (বন্ধু)! কে আপনাকে ঐ বিষয়ে বললেন?"

রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "ঐ শক্তিশালী ফেরেশতা যিনি আমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এসেছিলেন।" আর কোনো রকম সন্দেহ ছাড়াই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। কেননা, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই, এবং এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, আপনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (প্রেরিত পুরুষ বা বাণী বাহক)। অনতিবিলম্বে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা উসমান ইবনে আমির (আবু কুহাফাহ) এবং তার পুত্র ছাড়া তাঁর পরিবারের প্রতিটি লোকই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

হিজরত এবং রাসূল ﷺ-এর দরবারে তাঁর নৈকট্য

মুসলিমদের প্রতি যখন মুশরিকদের পাশবিক নিষ্ঠুরতা চরমে পৌঁছল এবং যখন (মুসলিমদের পক্ষে) ঘর-বাড়ি সহায় সম্পদ এমনকি পরিবারও ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না তখন রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে মদীনাতে হিজরত করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি কখনও রাসূল ﷺ-এর অনুমতি ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না, তিনিও রাসূল ﷺ-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন। "ব্যস্ত হবেন না, আল্লাহ তা'য়ালা সম্ভবত আপনাকে (হিজরত করার জন্য) একজন সঙ্গী দিবেন।" এ কথা থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কল্পনা করলেন এবং তাঁর সর্বান্তকরণে আশা করলেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর নিজের কথাই বলছিলেন, তাঁর আশা পূর্ণ করার প্রস্তুতির জন্য তিনি মদীনাতে তাঁদের দুজনের সফরের (ভ্রমণের) জন্য দুটি বাহন, একটি তার জন্য আরেকটি রাসূল ﷺ-এর জন্য প্রস্তুত রাখলেন। রাসূল ﷺ স্পষ্টভাবে বলেননি যে, সফরে তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী হবেন, কিন্তু তিনি এটার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আর এ ইঙ্গিতই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে যে কোনো উন্নতির অগ্রগতির জন্য প্রস্তুত ও আশাবাদী (প্রত্যাশী) রাখতে যথেষ্ট ছিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রতিদিন দু' একবার সকালে বা সন্ধ্যায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে আসতেন। যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ-কে মক্কা ও মক্কার লোকজনকে ছেড়ে হিজরত করার অনুমতি দিলেন, সেদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কাছে দুপুর বেলা এলেন। এমন সময়ে সাধারণত তিনি (আমাদের কাছে) আসতেন না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আল্লাহর রাসূলকে দেখলেন তখন তিনি বললেন, "গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু না ঘটে থাকলে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ সময়ে আসেন নি।" আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করার পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বিছানা থেকে সরে গেলেন এবং রাসূল ﷺ বসে পড়লেন। আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আমি ছাড়া অন্য কেউই আশেপাশে ছিল না। (তবুও) আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন

www.pathagar.com

"আপনার সাথে যারা আছেন তাদেরকে সরিয়ে দিন অর্থাৎ তারা যাতে তাঁর হিজরতের পরিকল্পনার কথা শুনতে না পারে" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এরা আমার মেয়ে, আর আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! কী ব্যাপার (বলুন)। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে মক্কা ছেড়ে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "সোহবত বা সাহচার্য (অর্থাৎ সত্যিই কি আপনি মদীনার পথে আমাকে সঙ্গে নিবেন)। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কামনাকে নিশ্চিত করে বললেন, "সোহবত (অর্থাৎ সত্যিই আপনি আমার সঙ্গী হবেন)। আল্লাহ সাক্ষী আমি আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা সেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাঁদতে দেখলাম। আমি আগে কখনো ভাবিনি যে, (সত্যিই) কেউ সুখে (খুশিতে) কাঁদতে পারে।

বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছেন-

أَنْتَ صَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِيْ فِي الْغَارِ.

অর্থ : "আপনি (কিয়ামতের দিনে) আমার হাউজে কাউসারের সাথি এবং গুহার সাথি (যে গুহাতে তারা মদীনাতে হিজরতকালে লুকিয়ে ছিলেন)।"

(তিরমিযী-২৭৫)

রাসূল ﷺ যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মেয়ে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করলেন তখন তাদের সোহবতের বন্ধন আরো শক্তিশালী হলো। রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدِيْ يَدًا مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ وَأَسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَنْكَحَنِيْ ابْنَتَهُ.

অর্থ : "আবু বকরের বেশি কেউ আমাকে সাহায্য করেনি; তিনি আমাকে তাঁর জান-মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন। (তিরমিযী-১১৪৬১ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে)

www.pathagar.com

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْظُرُ اِلٰى عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ.

অর্থ : "কেউ জাহান্নাম থেকে মুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখতে চাইলে সে যেন আবু বকরকে দেখে। (তিরমিযী-২৯০৫; মুসতাদরাক-৩/৬১)

ইবনে আব্বাস থেকে আরেকটি বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الرَّاْسِ.

অর্থ : "শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি মাথার (মস্তিষ্কের) পক্ষে যেরূপ ভূমিকা রাখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার পক্ষে সেরূপ ভূমিকা রাখে।

(তিরমিযী-৩৬৭১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ, وَاَقْرَاُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ, وَاَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

অর্থ : "উম্মতের মধ্য থেকে আমার উম্মতের জন্য সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর হলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাদের মধ্যে সর্বাধিক লাজুক হলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে তাদের মধ্যে সর্বাধিক পড়ুয়া (জ্ঞানী) ব্যক্তি হলেন উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু, উত্তরাধিকার আইন (মীরাছ) সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞানী (বিজ্ঞ) ব্যক্তি হলেন যায়েদ ইবনে ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের মধ্যে হালাল-হারাম সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত লোক থাকেন। আর এজাতির বিশ্বস্ত লোক হলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।"

(তিরমিযী-৩৭৯০ ও আহমদ-৩/১৮৪)

www.pathagar.com

একদিন রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : "আজ তোমাদের মধ্য থেকে কে রোযা রেখে ঘুম থেকে উঠেছ?" আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "আমি"। রাসূল ﷺ আবারো জিজ্ঞেস করলেন "তোমাদের মধ্য থেকে কে আজ জানাযাতে (নামাজে ও দাফন কাজে) শরীক হয়েছ?"

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবারো উত্তর দিলেন "আমি।"

রাসূল ﷺ আবারো জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মাঝে কে (আজ) কোনো দরিদ্র (গরিব) লোককে খাবার খাইয়েছ (আহার করিয়েছ)? আবারও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "আমি" অবশেষে রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মাঝে আজ কোনো রুগিকে কে দেখতে গিয়েছে।" এবারও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই উত্তর দিলেন, "আমি। (এরপরে) রাসূল ﷺ বললেন-

مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "যে ব্যক্তির মাঝে এসব কাজ পাওয়া গেছে সে জান্নাতে প্রবেশ না করে পারে না। (সহীহ তারগীব-৯৫৩)

আরেকবার, যখন সূরা যিলযালা নাযিল (অবতীর্ণ) হলো, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অর্থ : "কেউ কোনো অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলেও সে তা (হাশরের মাঠে, বিচারের দিনে) দেখবে।" (সূরা যিলযালাহ : আয়াত-৮)

এমন সতর্কবাণী অবশ্যই একজন ধার্মিক (দ্বীনদার, মুত্তাকি) ব্যক্তিকে কাঁদানোর মতো প্রভাব রাখে। এরপরে রাসূল ﷺ বললেন–

لَوْ لَا اَنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ وَتُذْهِبُوْنَ وَيَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ, لَخَلَقَ اُمَّةً يُخْطِئُوْنَ وَيُذْنِبُوْنَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ, اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.pathagar.com

অর্থ : "যদি তোমরা ভুল ও পাপ না করতে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা না করতেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা ভুল ও পাপ করত এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করতেন। নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"

(ওয়াহিদির আসবাবুন্নুযুলে-৪৮৭ এবং আল মাজমা-৭/১৪১)

রাসূল ﷺ-এর সামনে একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত এই আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন–

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.

অর্থ : "হে পরিতৃপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে ও সন্তোষভাজন হয়ে ফিরে আস।" (সূরা ফাজর : আয়াত-২৭-২৮)

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ আয়াতখানি (বা বিষয়টি) কতইনা চমৎকার।" (এ কথা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন–

يَا اَبَا بَكْرٍ اَمَا اِنَّ الْمَلَكَ سَيَقُوْلُهَا لَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ : "হে আবু বকর! আরে (দেখুন)! নিশ্চয় মৃত্যুর ফেরেশতা (আপনার) মৃত্যুর সময়েও ঐ কথা (ঐ আয়াতদ্বয়) আপনার উদ্দেশ্যে বলবে।"

(তবারি-৩৭২১৩ এবং ইবনে আবু হাতিম-১৯২৮৭, ১৯২৮৮)

অন্য বর্ণনায় আছে, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি?" রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

এরপর আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "পুরুষদের মাঝে কে? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, তাঁর পিতা অর্থাৎ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

প্রথম খলিফা

রাসূল ﷺ কখনো স্পষ্টভাবে বলেননি কে তাঁরপরে খলিফা হবেন তাঁর মৃত্য শয্যাতেও বলেনি এবং এর আগেও বলেননি। কিন্তু, তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়ে যখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে জামাতে নামাজ পড়তে

www.pathagar.com

বের হতে পারতেন না। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নামাজে ইমামত করতে বল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি সত্যিই কোমল হৃদয়ের মানুষ, তিনি যদি আপনার স্থানে (ইমামত করতে) দাঁড়ান তাহলে তিনি নামাজে লোকদের ইমামত করতে পারবেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু আশংকা করেছিলেন যে, তাঁর পিতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন এবং রাসূল ﷺ-এর জন্য বিশেষভাবে যে স্থান ছিল সে স্থানে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন না। রাসূল ﷺ তাঁর আদেশ পুনরায় করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নামাজে লোকদের ইমামতি করতে বল।" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো সে একই উত্তর দিলেন। রাসূল ﷺ-এরপরে বললেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নামাজে লোকদের ইমামত করতে বল। কেননা, তোমরা (নারীরা) সত্যিই ঐ নারীদের মতোই যাদের সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। একজন সংবাদবাহক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে রাসূলের আদেশ পৌঁছে দিল। আর তাই রাসূল জীবদ্দশাতেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজে লোকদের ইমামত করার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে একদল পণ্ডিত (ফকীহ) ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল তাঁরপরে খলিফা হিসেবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেই নিয়োগ দিয়েছেন। নতুন খলিফার প্রথম কাজ হলো নামাজে মুসলিমদের ইমামত করা। এ মূলসূত্র থেকে তারা উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

তখনও সাহাবীদের মাঝে ঐ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়নি। মদীনার আনসারগণ সাকীফাহ বনী সায়ীদাতে জমায়েত হলেন। তারা সাদ ইবনে উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খলিফা মনোনীত করার কথা তাদের মাঝে আলোচনা করলেন। তখন কিছু মুহাজির মুসলিম যেমন– আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের সমবেত হওয়ার কথা শুনতে পেয়ে তারা সেখানে গিয়ে একজন আনসারির ভাষণ শুনলেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে চুপ থাকতে ইশারা দিলেন। এরপরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষণ দিলেন, ভাষণে তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের বাণী থেকে গৃহীত আনসারদের সকল

www.pathagar.com

গুণের ও মাহাত্মের (ফযীলতের) কথা উল্লেখসহ তাদের যাবতীয় গুণের ও ফযীলতের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন "আপনারা অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "লোকেরা যদি এক উপত্যকাতে ভ্রমণ করে যায় আর আনসারগণ যদি আরেক উপত্যকাতে ভ্রমণ করে যায় তবে আমি আনসারদের উপত্যকাতে ভ্রমণ করে যাব। আর আমি আপনাদের সম্বন্ধে কোনো ভালো যা কিছু উল্লেখ করেছি আপনারা ওসব কিছুরই যোগ্য। কিন্তু, আরবজাতি এ (নেতৃত্বের) বিষয়ে কোরাইশদের কথা ছাড়া অন্যদের কথা জানেন না। তারা (কোরাইশরা) স্থানগত দিক থেকে এবং বংশগত আরবদের কেন্দ্র (অথবা আরবদের মধ্যে উত্তম)। আমি আপনাদের জন্য এ দু'জন লোকের একজনকে মনোনীত করতে চাই; এদের যাকে মনে চায় আপনারা তাকে নেতা মনোনীত করুন। এরপরে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাত ধরলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর ভাষণ শেষ করলেন তখন আনসারগণ পরামর্শ দিলেন যে, আনসারদের পক্ষ থেকে একজন এবং মুহাজিরদের পক্ষ থেকে একজন মোট দু'জন নেতা নির্বাচিত হোক। এখানে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। তিনি (উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "আপনারা কি জানেন না যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নামাজের (ইমামতের) জন্য সামনে পাঠিয়েছেন? "তারা উত্তর দিলেন "হ্যাঁ (আমরা জানি)।" তখন তিনি (উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "অতএব, যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ নামাযের ইমামতের জন্য সামনে পাঠিয়েছেন তাঁর সামনে পা বাড়তে কোন ব্যক্তি চাইবেন?" তাঁরা রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, কেউ (চাইবে) না।"

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আপনার হাত (আগে) বাড়ান, আমরা আপনার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করব।" কিন্তু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অস্বীকার করলেন এবং দাঁড়িয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে ধরে তার নিকটে বশ্যতার অঙ্গীকার করলেন। তারপরে, উসাইদ ইবনে হুদাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং বশীর ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বাইয়াত (অনুগত্যের অঙ্গীকার) করার জন্য প্রতিযোগিতা করতে করতে বা করার

www.pathagar.com

জন্য দাঁড়ালেন। তারপরে উপস্থিত সকল আনসার ও মুহাজির বাইয়াত (বশ্যতার অঙ্গীকার) করার জন্য ধাবিত হতে লাগলেন। পরদিন লোকদেরকে নামাজে আসার জন্য আজান দেয়া হলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু (তখন) মিম্বরে দাঁড়ালেন আর জনগণ তাঁর কাছে বাইয়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করলেন।

ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে শীঘ্রই মানুষেরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। সম্ভবত যে সব লোক মদীনার ঠিক উত্তরে বাস করত তাঁরা ছাড়া অধিকাংশ গোত্রের মাঝেই এ সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। তাঁরা উসামার সেনাবাহিনীকে যেতে দেখেছিল বিধায় তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে, মুসলিমগণ যদি এমন দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে সেনা পাঠিয়ে থাকে তবে তো তারা অবশ্যই স্বদেশে শক্তিশালী (অবস্থায়) আছে।

বিদ্রোহীরা দু'দলে বিভক্ত ছিল (অর্থাৎ দু প্রকারের দুটি বিদ্রোহী দল ছিল)

১. প্রথম দলটি ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বা মুসলিম সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে মিথ্যা নবুওয়াতের (নবী হওয়ার) দাবিদারদেরকে যেমন মুসাইলামাহ, তুলাইহাহ এবং এদের মতো অন্যদেরকে অনুসরণ করেছিল।

২. দ্বিতীয় বিদ্রোহী দলটি ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি (বা মুসলিম সম্প্রদায়কে ত্যাগ করেনি) তারা বিশ্বাস করছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই এবং এ কথাও তারা বিশ্বাস করছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ। তবুও তারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল। এমনকি তারা খলিফার সাথে আপসে চুক্তি করার জন্য দূতও পাঠিয়ে ছিল।

কিছু কিছু সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের (এই দ্বিতীয় বিদ্রোহী দলের) শর্তাবলি মেনে নেয়ার পক্ষে ছিলেন এবং তারা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দরবারে তাদের মতামতকে ব্যক্ত করেছিলেন। তাদের মাঝে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.pathagar.com

ছিলেন। আবারও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হলেন। আবারও তিনি অর্ন্তদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, দূরদর্শন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে স্থির সংকল্প রাখলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন (এ ব্যাপারে) আপোষহীন, এ বিষয়ে তিনি আপোষ বা বিবেচনা করতে (ছাড় দিতে) না ছিলেন ইচ্ছুক আর না তিনি তাঁর উন্নততর মনোভাবের (দৃষ্টিভঙ্গির) পরিণতিকে ভয় করেছেন। তিনি তাদের যুক্তির পাল্টা সমূচিত জবাব (এ কথা বলে) দিলেন, "আল্লাহ সাক্ষী! তারা যদি আমার কাছে (যাকাত হিসেবে পশুর গলার) ঐ রশিটিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা আল্লাহর রাসূলের কাছে দিত, তবে আমি এ ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করব।"

এ বিষয়ে কোনো আপোষ নেই। যাকাত হলো কারো ধন-সম্পদের ওপরে আল্লাহর হক (অধিকার) এবং এটা (যাকাত) ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের এমন একটি স্তম্ভ যার ওপরে ধর্ম (দ্বীন) গঠিত। যাকাত দিতে অস্বীকার করা আর ইসলামের যে কোনো বিধানকে (স্তম্ভ বা খুঁটিকে) অস্বীকার করা একই কথা। যদিও অন্যান্য সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা প্রথমত বুঝতে পারেন নি, কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা (ভালোভাবেই) বুঝতে পেরেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত এ কথা বলা সত্ত্বেও আপনি কীভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন< আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমি জনগণের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছি যতক্ষণ না তারা বলবে : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই কিন্তু এ কথা (আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য মেনে নেয়ার কথা) স্বীকার করার পরে আর তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না।) তাহলে যে ব্যক্তিই বলে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই। সে ব্যক্তিরই জান মাল আমার (আক্রমণ) থেকে নিরাপদ থাকবে। (অন্যায়ভাবে তার জান মাল হরণ করা যাবে না) তবে, যদি কোনো সঙ্গত কারণ থাকে তা ভিন্ন কথা। আর তার হিসাব আল্লাহর কাছে।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম (আল্লাহ সাক্ষী)! যে ব্যক্তিই নামাজ ও যাকাতের পার্থক্য করবে তার সাথেই আমি যুদ্ধ করব

www.pathagar.com

কেননা, যাকাত হলো সম্পদের অধিকার। আল্লাহ সাক্ষী! তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে যে ছোট বকরিটাকেও যাকাত হিসেবে দিত তা যদি তারা (এখন) আমার কাছে যাকাত হিসেবে দিতে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের সাথে এ বিষয় নিয়ে যুদ্ধ করব।" সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু ভেবেছিলেন যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহীদের সাথে কোমল আচরণ করবেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! সাধারণ জনগণের সাথে কোমল আচরণ করুন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আমি আপনার সমর্থন আশা করেছিলাম তবুও আপনি আমার কাছে আপনার অমত পোষণ করলেন! ইসলাম-পূর্ব জাহিলি যুগে তো আপনি শক্তিশালী ও দৃঢ়চেতা ছিলেন, আর এখন ভীত ও দুর্বল। ওহী নাযিল (অবতীর্ণ) হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ধর্ম (দ্বীন) পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি জীবিত থাকতে কি ধর্মকে অবনত (বা হীন) হতে দিব! আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি যে, 'তবে যদি কোনো সঙ্গত কারণ থাকে তা ভিন্ন কথা, এবং নামাজ ও যাকাত আদায় করা ইসলামের হক (অধিকার)। আল্লাহ সাক্ষী! যদি সকল লোকই আমাকে পরিত্যাগ করে, তবে আমি নিজেই তাদের সাথে যুদ্ধ করব।"

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সঠিক কথা বলেছেন। বিদ্রোহীদের দূতগণ যারা মধ্যস্থতা (আপোষ) করতে এসেছিল তারা দেখতে পেল যে, উসামার সৈন্যদল বেরিয়ে যাওয়ার পরে খুবই কম সংখ্যক সৈন্য মদীনাতে আছে। ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা তাদেরকে মদীনাতে আক্রমণ করতে উদ্যোগ নিতে প্রলুব্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

যা হোক, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সতর্ক প্রহরারত ছিলেন এবং তিনি মরুভূমি থেকে মদীনাতে প্রবেশের সকল পথে বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে প্রহরারত রেখে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি সে সমস্ত বেদুঈন (মরুবাসী) দলগুলোকে পরাজিত করেছিলেন যারা মদীনাকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল।

www.pathagar.com

উসামার সেনাবাহিনী শীঘ্রই ফিরে এলো। যেই নাকি এই সেনাবাহিনী (ফিরে এসে) বিশ্রাম নিলো অমনিই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোটা আরব উপদ্বীপব্যাপী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বারদল সেনাবাহিনীর জন্য বারটি পতাকা তৈরি করলেন। সেনাপতিদের মাঝে ছিলেন–

১. খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু,

২. ইকরামা বিন আবু জেহেল রাদিয়াল্লাহু আনহু,

৩. আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু,

৪. সুয়াইদ বিন মুকরিন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং

৫. আলা ইবনে হাদরামি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হাদীস বর্ণনা

জাতির সেবায় (শাসন কার্যে) নিয়োজিত থাকার কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো বহু হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি। তবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর দু'মেয়ে

১. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও

২. আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইত্যাদি বিশিষ্ট বহু সাহাবী থেকে তিনি নিজের বরাতে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়ে একদল লোক তাঁকে দেখতে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনাকে দেখাশুনা করার জন্য একজন ডাক্তারকে কি আমরা ডাকব না? "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, "তিনি ইতোমধ্যে আমাকে দেখেছেন।" তারা জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কী বলেছেন?" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "(তিনি বলছেন) আমার যা মনে চায় আমি যেন সত্যিই তাই করি এবং বাস্তবায়ন করি।"

www.pathagar.com

আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এলো তখন তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন–

হে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহকে ভয় করবেন এবং জেনে রাখবেন! যে আল্লাহর জন্য দিনের কাজ যা তিনি রাতে গ্রহণ করেন না এবং রাতের কাজ (তাও আল্লাহর জন্য) যা তিনি দিনে গ্রহণ করে না। আর ফরজ (বাধ্যতামূলক) আমল সম্পাদন না করা পর্যন্ত সত্যিই তিনি নফল (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত) আমল (কাজ) গ্রহণ করেন না। কিয়ামতের দিনে যাদের (আমলের) পাল্লা ভারি হবে তাদের পাল্লা ভারি হওয়ার কারণ হলো তারা দুনিয়ার আবাসে সত্যের (ইসলাম ধর্মের) অনুসরণ করেছিল এবং এ কারণে যে, তা তাদের ওপরে ভারি ছিল। পাল্লার জন্য এটাই মানানসই যে, তাতে আগামীতে সত্য (ইসলাম ধর্ম, নেক আমল, ঈমান ইত্যাদি) রাখা হলে তা ভারি হবে। যাদের পাল্লা কিয়ামতের দিনে হাল্কা হবে তাদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার কারণ হলো, তারা দুনিয়াতে মিথ্যাকে (কুফরিকে) অনুসরণ করেছে এবং এ কারণে যে, তা তাদের ওপরে হাল্কা ছিল। আর পাল্লার জন্য এটা মানানসই যে, তাতে আগামীতে মিথ্যা কুফুরি, শিরক ইত্যাদি রাখা হলে তা হাল্কা হবে। নিশ্চয় আল্লাহর তা'য়ালা জান্নাতি লোকদের কথা (পরিচয়) উল্লেখ করেছেন, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। আমার যখন তাদের কথা মনে হয় তখন আমি বলি যে, সত্যিই আমার আশংকা হয় যে, আমি তাদের নাগাল (সাক্ষ্য) পাব না। আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামিদের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের ভালো কাজগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমার যখন তাদের কথা মনে হয়, তখন আমি বলি যে, আমার সত্যিই এ আংশকা হয় যে, আমাকে তাদের সাথে রাখা হবে। তিনি রহমতের আয়াত ও শাস্তির আয়াত উল্লেখ করেছেন, যাতে করে আল্লাহর কোনো বান্দা (জান্নাতের) আশাবাদী ও (শাস্তির) ভয়কারী উভয়টাই হয়। একমাত্র সত্যের (ইসলামের) ওপরে ভিত্তি করেই আল্লাহর ওপরে আশা রাখবেন, তাঁর রহমতের (করুণার, দয়ার) আশা হারাবেন না এবং (এর ফলে)

www.pathagar.com

নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন না। আপনি যদি আমার উপদেশকে সংরক্ষণ করেন এবং সেমতে চলেন (তা অনুসরণ করেন) তবে গায়েবের কোনো বিষয়কে আপনার কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য হতে দিবেন না। আর এটাও জেনে রাখুন যে, মৃত্যু (তার নির্ধারিত সময়েই) আপনার কাছে আসবেই। আর যদি আপনি আমার উপদেশে কান না দেন তবে গায়েবের কোনো বিষয়কে আপনার কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য হতে দিবেন না। আর আপনি মৃত্যুকে প্রতিহতও করতে (ঠেকিয়েও রাখতে) পারবেন না।"

(ইবনে আবী শইবাহ-৩৪৪২২)

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শেষ কথা ছিল, "আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে দিন এবং আমাকে ধার্মিক (পুণ্যবান) দের সঙ্গী হতে দিন।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পরে যখন একজন ঘোষক ফেরেশতা-

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

অর্থ : "হে প্রশান্ত (পরিতৃপ্ত) আত্মা (ব্যক্তি)! তোমার প্রভুর নিকটে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায় ফিরে আস। আমার (সম্মানিত) বান্দাদের দলে দাখিল হও (প্রবেশ কর) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

(সূরা ফাজর : আয়াত-২৭-৩০)

যখন ঘোষণা দিল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অঙ্গিকার (ভবিষ্যৎবাণী) পূর্ণ হলো।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ফিলাফত (শাসন) কাল ছিল ২ বছর, ৩ মাস, ২২ দিন। তিনি ৬৩ বছর বয়সে জুমাদাল উলা মাসের কোনো এক সোমবারে মৃত্যুবরণ করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে দাফনস্থ (করবস্থ) হয়েছেন।

www.pathagar.com

৫.

আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে ফিরে বললেন–

مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِى لَهْجَةٍ اَصْدَقَ مِنْ اَبِىْ ذَرٍّ, مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى زُهْدِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ اِلَى اَبِىْ ذَرٍّ.

অর্থ : আবু জর (রা)-এর চেয়ে বেশি সত্য কাউকে জমিন কখনো ধারণ করেনি এবং তাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কারো উপরে আকাশ কখনো ছায়া দেয়নি (অর্থাৎ ভূমির উপরে ও আকাশের নিচে আবু জর গিফারী (রা) এর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কেউ নেই)। (সহীহ তিরমিযী-২৯৯০)

নাম ও বংশ ধারা

তিনি হলেন জুনদুব ইবনে জুনাদাহ ইবনে ছাকান ইবনে জুনাদাহ ইবনে কাইছ ইবনে আমর ইবনে মুলাইল ইবনে ছুয়াইর ইবনে হারাম ইবনে গিফার। তাঁর মাতার নাম হলো রামলাহ বিনতে ওয়াকিমাহ গিফারিয়্যাহ।

দৈহিক গঠন

তিনি ছিলেন লম্বা ও অস্থিচর্মসার (শীর্ণ) এবং বাদামি রংয়ের।

ইসলাম গ্রহণ

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে রাসূল ﷺ-এর সংবাদ পৌঁছা মাত্রই তিনি তার ভাই উনাইছ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন : ঐ (মক্কা) উপত্যকাতে গিয়ে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে তথ্য এনে দাও যে ব্যক্তি নাকি নবী হওয়ার দাবি করে এবং এ দাবিও করে যে, আকাশ (বা জান্নাত) থেকে তাঁর কাছে খবর (সংবাদ) আসে। সে যা বলে তা সরাসরি শুনে আমার কাছে ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

উনাইছ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শুনে বাড়িতে তাঁর ভাইয়ের কাছে ফিরে এসে বললেন, "আমি দেখেছি যে, তিনি মানুষকে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক ও মহান আচরণ করতে আদেশ করেন এবং তিনি এমন কথা বলেন যা কাব্য নয়। আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তুমি আমাকে যা বললে এতে (তাঁর সম্পর্কে) আমার (জ্ঞান আহরণের) আশা মিটেনি।" আর তাই আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, এক পাত্র পানি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যা হোক, মক্কায় পৌঁছে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কে (কারো কাছে) কোনো কিছু জানতে না চাওয়াটাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাই তিনি কা'বাতে তাঁর প্রথম দিন কাটালেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন এবং তিনি যে বিদেশি এ কথা বুঝতে পেরে তাঁর (জন্য) থাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু একজন আরেক জনের সাথে কোনো কথা বললেন না। দ্বিতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটল। তৃতীয় দিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "কি কারণে আপনি এখানে এসেছেন তা কি আপনি আমাকে বলবেন না?" আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আপনি যদি আমাকে কথা দেন এবং জোরালো প্রতিশ্রুতি দেন যে, আপনি আমাকে (আমার কাঙ্খিত) সঠিক পথের সন্ধান দিবেন তবে আমি আপনাকে বলব।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরে আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বললেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে নিশ্চিত করলেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই আল্লাহর রাসূল। এরপরে তিনি আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়াত সম্বন্ধে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জানানোর পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলাম গ্রহণ করে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন– يَا اَبَا ذَرٍّ امْكُثْ فِيْ قَبِيْلَتِكَ حَتّٰى اَمْرِ ظُهُوْرِ دِيْنِيْ

"হে আবু জর! আমর (আনীত) দ্বীন (ধর্ম) বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার গোত্রের মাঝেই থাক।"

www.pathagar.com

কিন্তু আবু জর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা না দিয়ে তার গিফারের গোত্রের কাছে ফিরে যেতে তাঁর মন মানলো না। আর তাই তিনি বললেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَرْفَعَنَّ صَوْتِىْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ.

অর্থ : "যার হাতে আমার জীবন তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি! আমি অবশ্যই তাদের মাঝে (কুরাইশ তাদের মাঝে) আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা ঘোষণা দিব।"

রাসূল ﷺ তাঁর নতুন অনুসারীর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে ধীরে সুস্থে ও সতর্কতার সাথে এগোতে পরামর্শ দিলেন। কেননা, তিনি জানতেন যে, যদি তিনি নেতাদেরকে বলে দেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তবে তারা এ বহিরাগত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে মারবে (আঘাত করবে)। যা হোক, এখনতো আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর প্রতি ঈমান সহকারে বলিয়ান, কোনো সৃষ্টিজীবকে তিনি এখন আর ভয় করেন না। আর তাই তিনি প্রকাশ্যে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দেয়ার জন্যে গোঁ (জেদ) ধরলেন। রাসূল ﷺ বিষয়টি তাঁর কাছেই ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে তাঁকে রক্ষা করার জন্য আকুল আবেদন করলেন।

এরপরে আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'বার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মক্কার নেতাদেরকে তেমনি বসা পেলেন যেমনি তারা সচরাচর সংঘবদ্ধভাবে বসে। কা'বাতে শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিল। কিন্তু, সে শান্ত পরিবেশ আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উচ্চ ঘোষণা "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই এবং এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল" দ্বারা শেষ হয়ে গেল। কোরাইশরা এমন সাহসের কথা জানত না। তাই তারা সবাই তাঁর দিকে ছুটে গেল। তারা তাঁকে একবার আঘাত করতে (মারতে) লাগল আরেকবার তাঁকে মাটিতে আছড়ে (ছুড়ে) ফেলতে লাগল। কিন্তু, ভিড়ের মাঝে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি (তাকে প্রহার থেকে বাঁচানোর জন্যে) তাঁর ওপর দিয়ে হেলান দিয়ে (বাঁকা হয়ে) চিৎকার

www.pathagar.com

করে ঘোষণা দিলেন, "তোমাদের সর্বনাশ! তোমরা কি জানান যে, এ লোকটি গিফার গোত্রের এবং (এ কথাও জানান যে,) তোমাদের ব্যবসায়ী দল শাম দেশে যাওয়ার সময় তাদের (গিফার গোত্রের) পাশ দিয়ে যায়।"

এতে কোরাইশ গোত্রের নামী-দামী ব্যক্তিদের চেতনা ফিরে এলো। কেননা, তারা জানত যে, গিফার গোত্রের লোকেরা রাহাজানির জন্য খ্যাত এবং তাদেরকে শত্রু না বানানোই সবচেয়ে ভালো। এ কথা মনে রেখে তারা আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে যেতে (ছেড়ে) দিল, আর তিনি প্রচণ্ড ব্যথা বোধ করতে করতে উঠে পড়লেন। এরপরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে ফিরে এলেন, তিনি আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মুখমণ্ডলে (মাথা) রক্ত দেখে বললেন, "হে আবু জর! আমি কি তোমাকে (আগেই) সতর্ক করিনি?" (বুখারী-৩৮৬১, মুসলিম-২৪৭৪)

যাহোক, আল্লাহর রাস্তায় ব্যথা (আঘাত) পাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আত্মা একটি গর্বস্ফীতভাব ও আনন্দ অনুভব করল। এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো তাঁকে তাঁর জনগণের (লোকজনের) কাছে ফিরে যেতে এবং ইসলাম বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতে অনুরোধ করলেন।

আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু গিফারে ফিরে যান এবং তাঁর পরিবারকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন

আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই গিফারে তার দাওয়াত কর্ম প্রচেষ্টার একটি বিবরণ দেন। "আমি আমার ভাইয়ের কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, "আর আমিও অবশ্যই আপনার ধর্মের ওপরেই আছি।" এরপরে আমরা (দু'জনে) আমাদের মায়ের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "আর আমিও অবশ্যই তোমাদের দু'জনের ধর্মের ওপরেই আছি।' এরপরে আমি আমার লোকজনের কাছে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলাম। তাদের কিছুলোক আমাকে অনুসরণ করলো।"

www.pathagar.com

মদীনাতে হিজরত

মদীনাতে যখন মুসলিমদের অবস্থান দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলো তখন আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু গিফারের নেতা খুফাফ ইবনে রুখছা এবং অন্যান্যদের সাথে মদীনার পথে (হিজরতের জন্য) যাত্রা করলেন। আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁকে দেখে মৃদু হেসে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

এরপরে তিনি গিফারের লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "আল্লাহ তা'য়ালা গিফারদেরকে ক্ষমা করে দিন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদ রাখুন।"

এরপরে তিনি ﷺ আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে ফিরে বললেন–

مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِى لُهْجَةٍ اَصْدَقَ مِنْ اَبِىْ ذَرٍّ, مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى زُهْدِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ اِلَى اَبِىْ ذَرٍّ.

অর্থ : আবু জর (রা)-এর চেয়ে বেশি সত্য কাউকে জমিন কখনো ধারণ করেনি এবং তাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কারো উপরে আকাশ কখনো ছায়া দেয়নি (অর্থাৎ ভূমির উপরে ও আকাশের নিচে আবু জর গিফারী (রা) এর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কেউ নেই)। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর দুনিয়ার প্রতি যে বিরাগভাব ছিল তা যদি কারো দেখতে মনে চায় তবে যেন সে আবু যরগিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখে। (সহীহ তিরমিযী-২৯৯০)

আহলে সুফ্‌ফা

রাসূল এর সাহাবীদের মাঝে কিছু অত্যন্ত দরিদ্র সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তাদের না ছিল ঘর-বাড়ি আর না ছিল পরিবার। তারা মসজিদে নববীতেই থাকতেন। সেখানেই তারা আহার নিদ্রা করতেন। ঐ মসজিদে তাদের জন্য একটি বিশেষ স্থান বরাদ্ধ করা ছিল এবং তারা আহলে সুফ্‌ফা বা সুফফাবাসী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারা মদীনাতে হিজরতকারী লোকজনই ছিলেন। গিফার থেকে হিজরত করার কারণে এবং অত্যন্ত অল্প

www.pathagar.com

(নামে মাত্র) সম্পদ থাকাতে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আহলে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত (সেবা) করতেন। সমবেত জনতার মাঝে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিয়ে শুরু করতেন এবং তিনি অনুপস্থিত থাকলে তিনি তাঁকে না পেয়ে দুঃখবোধ করতেন। (তবরানি-১৬২৩, আরো দেখুন মাজমা-২/২২)

জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমকক্ষ ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জ্ঞান ও অন্যান্য গুণের কথা জানতে পেয়ে তাঁকে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধের সময়ে মদীনার অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

তিনি একাকী হেঁটে ছিলেন

তাবুকের যুদ্ধে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিমগণ যখন অগ্রসর হলেন তখন অনেক দুর্বল ব্যক্তি পিছনে থেকে গিয়েছিল। এরা প্রধানত মুনাফিক ছিল। এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের (গ্রীষ্মের প্রচণ্ড) গরমের মধ্যে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার কারণে বিদ্রূপ করেছিল। অভিযানকালে মুসলিমগণ দেখলেন যে, তাদের মাঝে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু নেই। তাই তারা বললেন "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু পিছনে পড়ে আছেন। তাঁর বাহনের উট তাঁকে ধীরগতিসম্পন্ন করে দিয়েছে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

دَعُوْهُ فَإِنْ يَّكُ فِيْهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللهُ بِكُمْ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللهُ مِنْهُ.

অর্থ : "তাঁকে ছেড়ে দাও; যদি তাঁর মাঝে কোনো কল্যাণ থাকে তবে আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তাঁকে তোমাদের নাগাল ধরিয়ে দিবেন। অন্যথায় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তার (ব্যাপারে) দায়িত্ব মুক্ত করবেন।"

www.pathagar.com

মুসলিম সেনারা বিরামহীনভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন। এদিকে আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাহনের উটকে দ্রুত গতিতে চলার জন্য খোঁচা দিয়ে দিয়ে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই তিনি তাঁর তল্পিতল্পা নিয়ে সেগুলোকে তাঁর পিঠে বহন করে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের পথ ধরে (পাঁয়ে হেঁটে) চলতে লাগলেন। দূর থেকে যখন মুসলিমগণ একজন মানুষের আগে বাড়ার চিহ্নস্বরূপ ধূলি উড়তে দেখলেন তখন তারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় এটা এমন একজন লোক (এর অগ্রসর হওয়ার চিহ্ন) যিনি রাস্তা দিয়ে সম্পূর্ণ একাকী হাঁটছেন। রাসূল ﷺ আশাবাদী হয়ে বললেন, "আবু জর হবে!" লোকটি যখন আরো কাছে এলো এবং লোকজন যখন তাঁর আকৃতি (চেহারা)-কে চিনতে পারলেন তখন তারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ সাক্ষী! সেতো আবু জর রাযিয়াল্লাহু আনহু।" রাসূল ﷺ বললেন–

يَرْحَمُ اللهُ اَبَا ذَرٍّ يَمْشِىْ وَحْدَهٗ وَيَمُوْتُ وَحْدَهٗ وَيُبْعَثُ وَحْدَهٗ.

অর্থ : "আল্লাহ তা'য়ালা আবু জর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি করুণা করুন। সে তো একাকী হাঁটে। একাকী মৃত্যুবরণ করবে এবং তাঁকে হাশরের ময়দানে একাকী উঠানো হবে।"

(বায়হাকী, দালায়েলে নবুওয়াত-২২১; আসাকির-৭০/১৫৭ ও আহমদ-৫/১৬৬)

আমার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরো

একদিন রাসূল ﷺ আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, "গণিমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) একচেটিয়া অধিকারকারী নেতাদের সাথে যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে (অর্থাৎ তখন তুমি কী করবে)? আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তখন আমি তাদের (মুখের) সামনে তরবারি তুলে ধরব। রাসূল ﷺ তখন মৃদু হেসে বললেন, "কি করলে ভালো হবে আমি কি তোমাকে তা বলব না?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ (বলুন)" রাসূল ﷺ বললেন, "আমার সাথে তোমার (পরবর্তী) সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরো।

www.pathagar.com

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশ

একদিন সকালে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে (কিছু) উপদেশ দিন।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন–

اِتَّقِ اللهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

অর্থ : "তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর; কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে সাথে সাথে তওবা এবং কোনো ভালো কাজ করবে তা হলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূরীভূত (দূর) করে দিবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর।" (সহীহ তিরমিযী-১৬১৮ এবং আহমদ-৫/১৫৩)

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন– اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَاِنَّهَا رَاْسُ الْاَمْرِ كُلِّهِ

অর্থ : "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করতে। কেননা, এটাই (আল্লাহ ভীতি বা তাকওয়াই) হলো সকল কাজের (সঠিক হওয়ার) মূল (ভিত্তি)।" (ইবনে হিব্বান : ৩৬১)

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আরো বললেন–

عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِي الْاَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ.

অর্থ :. "কুরআন তিলাওয়াত করা ও মহান আল্লাহর জিকির করা তোমার জন্য বাধ্যতামূলক। কেননা, এ কাজ পৃথিবীতে তোমার জন্য নূর (আলো) স্বরূপ এবং আকাশে (পরকালে জান্নাতে) তোমার জন্য সঞ্চয়স্বরূপ।"

www.pathagar.com

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।" (ইবনে হিব্বান : ৩৬১)

রাসূল ﷺ আবারো তাঁকে বললেন–

اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَاِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ.

অর্থ : "অতিরিক্ত হাসবে না। কেননা, এতে আত্মা মৃত্যুবরণ করে এবং চেহারার নূর (জ্যোতি) চলে যায়।" (ইবনে হিব্বান : ৩৬১)

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।"

عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رَهْبَانِيَّةَ اُمَّتِىْ

"জিহাদ করা তোমার জন্য বাধ্যতামূলক। কেননা, এ কাজই আমার উম্মতের বৈরাগ্য।"

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।"

রাসূল ﷺ বললেন– اَحِبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَجَالِسْهُمْ

অর্থ : "দরিদ্র (গরিব)দেরকে ভালোবাস এবং তাদের সাথে বসবে (তাদের সাথে সুস্পর্ক রাখবে)।" (ইবনে হিব্বান : ৩৬১)

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন, "আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।"

রাসূল ﷺ বললেন–

اُنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ لَا تَزْدَرِىْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكَ

অর্থ : "তোমার চেয়ে নিম্ন (দরিদ্র) পর্যায়ের ব্যক্তির দিকে তাকাবে, তোমার চেয়ে উচ্চ (ধনী) পর্যায়ের লোকের দিকে তাকাবে না। কেননা, এ

www.pathagar.com

কাজ (এ উপদেশ মান্য করা) তোমার ওপরে আল্লাহর নিয়ামতকে (অনুগ্রহকে) হেয় (হীন বা নগণ্য বা সামান্য) মনে না করার অধিকতর উপযুক্ত উপায়।"

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا

অর্থ : "অপ্রিয় হলেও সত্য বলবে।"

আমাকে আমীর (নেতা) বানান।

একদিন আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন তাঁকে (কোনো দলের বা কোনো অঞ্চলের) নেতা বানিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَاِنِّيْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِيْ لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ الْيَتِيْمِ.

অর্থ : "হে আবু জর! আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি দুর্বল। আর নিশ্চয় আমি আমার জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি। এমনকি দু'লোকের নেতাও হবে না এবং এতিমের সম্পদের অভিভাবক হবে না।"

(মুসলিম-১৮২৬)

অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يَا اَبَا ذَرٍّ اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

অর্থ : "হে আবু জর! আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি ধনভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আর তা হলো– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

(আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই) এ কথা বলা।"

www.pathagar.com

তাঁর প্রজ্ঞা ও ধার্মিকতা

একটি বর্ণনায় আছে, আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "এক দিরহামের মালিকের চেয়ে দুদিরহামের মালিকের হিসাব (বিচার) বেশি কঠিন হবে।" আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আল্লাহ তা'য়ালা যা দিয়েছিলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকার কারণে এবং প্রধানত আখিরাতের (পরকালের) কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন থাকার কারণে এ পৃথিবীর সামান্য সম্পদই তিনি পেতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পরে একই রকম থেকে ছিলেন– না তিনি তাঁর পানাহা বাড়িয়ে ছিলেন আর না তিনি তাঁর পোশাকাদির গুণগত মান বা (পোশাকের) পরিমাণ (সংখ্যা) বাড়িয়ে ছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পরের কয়েক বছরে ইসলাম ধর্ম নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তার সাথে সাথে মুসলিম জাতির সম্পদও বাড়তে লাগল।

আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু লক্ষ্য করলেন যে, লোকেরা বেশি বেশি পার্থিব সম্পদ অধিকার করতে আরম্ভ করলো এবং বেশি আরামদায়ক জীবন যাপন শুরু করল, তাঁর যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি পার্থিব সম্পদ না চাওয়ার কারণে এবং ইবাদত বন্দেগিতে নিয়োজিত এক সাদাসিদে জীবন যাপনের আশায় তিনি শহর ছেড়ে আর রাবাধাহ নামক এক নিঃসঙ্গস্থানে বাস করতে লাগলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে খিরাশ বলেছেন, "আমি আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রাবাধাতে একটি কালো তাঁবুর নিচে দেখেছি। সে তাঁবুর নিচে একজন কালো মহিলাকেও দেখেছি। আর আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু (সেখানে) একটি বস্তার ওপরে বসা ছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, 'আপনারতো কোনো সন্তানই (বেঁচে) নেই। আবু জর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেছিলেন "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহরই জন্য যিনি তাদেরকে (আমার সন্তানদেরকে) নশ্বর (ক্ষণস্থায়ী) আবাস থেকে নিয়ে অবিনশ্বর (চিরস্থায়ী) আবাসে সুরক্ষিত করেছেন। তাঁকে পরিদর্শনকারী লোকজন বললেন, "হে আবু জর! আপনি

www.pathagar.com

যদি এ স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতেন তবে কতইনা ভালো হতো! তিনি বললেন, 'যে আমাকে অপমান করবে এমন মহিলাকে বিয়ে না করে, যে আমাকে সম্মান করবে এমন মহিলাকে বিয়ে করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।" তখন তারা (সেসব লোক) বললেন, "আপনি যদি এ (ছালা বা বস্তা) টির চেয়ে বেশি কোমল একটি গালিচা নিতেন তবে কতইনা ভালো হতো! আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, "আল্লাহ! আমি (আপনার কাছে) ক্ষমা চাই। আপনি যা দান করেছেন তার মধ্য থেকে যা যোগ্য মনে হয় তা গ্রহণ করুন।"

(তাবারানি আব্দুল্লাহ ইবনে খিরাশ হতে মাজমাউয় যাওয়ায়েদে হাইছামি বর্ণনা করেছেন- ৯/৩৩১)

মৃত্যু

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি মনগড়া কথা বলতেন না; বরং ওহী থেকে (দ্বারা) কথা বলতেন- তিনি আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি সত্য অঙ্গিকার (ভবিষ্যৎ বাণী) করেছেন যে, তিনি একাকী মারা যাবেন এবং একাকী (হাশরের মাঠে) উঠবেন। একাকী জীবন যাপনের পরে এবং এ পার্থিব জগতের প্রতি তাঁর ঘৃণাতে ও আখিরাতের (পরকালের) প্রতি তাঁর ভালোবাসাতে অন্যদেরকে খুব বেশি ছাপিয়ে যেয়ে আর রাবাধাতে আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু একাকী মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবীদের প্রতিও সন্তুষ্ট হউন।

www.pathagar.com

৬.

আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল ﷺ ও বলেছেন–

يَا عَلِيُّ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى؟ غَيْرَ اَنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ.

অর্থ : "হে আলী! মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে হারূন আলাইহিস সালাম-এর যে মর্যাদা ছিল। আমার কাছে সে মর্যাদা পেলে কি তুমি খুশি হবে না? তবে (এ কথা জেনে রেখো যে,) আমার পরে কোনো নবী হবে না। তাই তুমিও হারূন (আ)-এর মতো নবী হতে পারবে না।" (মুসলিম সাহাবীদের মর্যাদা-২৪০৪)

জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত

তিনি হলেন (আবু তালিবের পুত্র) আলী ইবনে আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ।

তাঁর পিতা আবু তালিব সেকালে মক্কার একজন সর্দার ছিলেন এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আল্লাহর রাসূলের একজন শক্তিশালী রক্ষক ছিলেন। রাসূল ﷺ-কে বহুবার সমর্থন (সাহায্য) করার কারণে এখনও আবু তালিবকে স্মরণ করা হয় এবং শ্রদ্ধা করা হয়। কুরাইশদের মাঝে তিনি (আবু তালিব) একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও নেতা বিবেচিত হওয়ার কারণেই এ কাজ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁকে ভালোবাসতো, (তাঁকে) সম্মান করতো এবং (তাঁকে) ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো। এসবের কারণ ছিল তাঁর মহান গুণ, ন্যায় স্বভাব-চরিত্র এবং অতিশয় জাঁকালো মর্যাদান্বিত ও মহিমান্বিত আচরণ। রাসূল ﷺ-কে সাহায্য ও রক্ষা করার জন্য তিনি এসব গুণকে কাজে লাগিয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, রাসূল ﷺ-এর চাচাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কোরাইশদের পাশবিক নিষ্ঠুর আচরণ থেকে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, এমনকি তার মৃত্যু শয্যাতে থাকাকালে যখন রাসূল ﷺ তাকে ঈমানের দুটি কালিমা শাহাদাত (সাক্ষ্যবাণী) বলার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবুও তিনি (রাসূল ﷺ-এর জন্য) এতকিছু করেছিলেন।

বাল্যকাল

হিজরতের তেইশ বছর আগে এবং রাসূল ﷺ প্রথমবার ওহী পাওয়ার দশ বছর আগে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরে তাঁর মা তাঁর নাম রাখেন হায়দারাহ (সিংহ)। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা আবু তালিবকে একটি বড় পরিবারের ভরণ-পোষণ ও যত্ন নিতে হতো বিধায় রাসূল ﷺ অনুভব করলেন যে, তাঁর উচিত তাঁর চাচাকে সাহায্য করা। রাসূল ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ইন্তেকাল করার পরে রাসূল ﷺ যখন তরুণ ছিলেন তখন তাঁর চাচা (আবু তালিব) তাঁকে তার দু'পুত্রের একজনের মতো করেই যত্ন করতেন। তাই রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁর চাচার একজন সন্তানকে তাঁর নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিবেন এবং তিনি লালন-পালন করার জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বাছাই করে নিলেন।

এভাবে রাসূল ﷺ-এর যত্নে, ভালোবাসায় এবং পিতার মতো অভিভাবকত্বে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বড় হয়েছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দিন রাত রাসূল ﷺ-এর সোহবতে (সাহচর্যে) থাকার কারণে রাসূল ﷺ-এর বিস্ময়কর চরিত্রকে সম্মান করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। যার ফলে যখন রাসূল ﷺ প্রথম ওহী প্রাপ্ত হন তখন রাসূল ﷺ-কে বিশ্বাস করা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে সর্বোত্তোভাবে সহজ ও অলংঘনীয় (অবশ্যম্ভাবী) হয়ে গিয়েছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-কে শুধুমাত্র তাঁর প্রতি আবেগ জড়িত হয়েই বিশ্বাস করেন নি; বরং এ কারণেও তাঁকে বিশ্বাস করেছেন যে, তিনি তাঁকে খুব কাছাকাছি ও সুবিধাজনক অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষণ (পরীক্ষা-নিরীক্ষা)

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি কেবলমাত্র তখনই রাসূল ﷺ কে ভালোবেসেছেন যখন তিনি তাঁর মাঝে এমন সব (উত্তম) গুণ দেখতে পান যা তিনি অন্যদের মাঝে খুঁজে পাননি। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মূলত এ কারণে রাসূল ﷺ-কে বিশ্বাস করেছেন যে, তিনি তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহান চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে তাঁর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কুনিয়াহ বা উপনাম

তাঁর কুনিয়াহ বা উপনাম হলো আবুল হাছান।

দৈহিক বর্ণনা

তিনি ছিলেন বাদামি বর্ণের, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা অধিকাংশই টাক ছিল, তবে শুধুমাত্র তাঁর মাথার পিছনের দিকে চুল ছিল। (বৃদ্ধ বয়সে) তাঁর চুল দাড়ি সাদা ছিল। তাঁর চক্ষু মোবারক প্রশস্ত (বড়) ও গাড় (মিশমিশে) কালো ছিল। তাঁর কাঁধ মোবারক প্রশস্ত (চওড়া) ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতের অগ্রবাহু শক্তিশালী ছিল ও তাঁর হাতের পাঞ্জা শক্ত ছিল। তাঁর পেট মোবারক বড় ও বলিষ্ঠ ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির, না লম্বা না খাটো। তাঁর চেহারা মোবারক সুন্দর ছিল। সদা তাঁর সুন্দর ও হাস্যোজ্জ্বল মুখেরভাব থাকতো। হাঁটার সময়ে তিনি সামনে পিছনে দোল খেতেন।

ইসলাম গ্রহণ

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো মিথ্যা দেব-দেবীদের পূজা করেন নি। যেহেতু তিনি তাঁর দশ বছর বয়সের সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং যেহেতু তিনি এমন নবীর ঘরে বড় হয়েছিলেন যিনি কখনোও কোনো মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা করেননি; তাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবনে কখনো কোনো মূর্তিকে সিজদা করেননি। একদিন তাঁর পিতা আবু তালিব তাঁকে রাসূল ﷺ-এর পাশে মক্কার কোনো এক উপত্যকাতে নামাজ পড়তে দেখেছিলেন।

www.pathagar.com

আবু তালিব তার ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "বেটা, তুমি যে ধর্ম মানছ তা কী?" আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন,

"আব্বাজান, আমি আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) রাখি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তাতে বিশ্বাস (ঈমান) রাখি, আমি তাঁর সাথে আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁকে অনুসরণ (মান্য) করি।" আবু তালিব বললেন, "ঠিক আছে। (দেখ) সে শুধুমাত্র কল্যাণের দিকেই ডাকছে, তাই তাঁর সঙ্গে (সঙ্গী হয়ে) থাকবে (থেকো)।"

মদীনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে হিজরত করার সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ভূমিকা রেখে ছিলেন তার একটি বিবরণ তিনি নিজেই (নিম্নোক্তভাবে) দিয়েছেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মানুষেরা যেসব জিনিস (সম্পত্তি ধন-সম্পদ মালামাল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) গচ্ছিত রেখেছিল সে সব জিনিসকে তাদের যথাযথ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি মদীনাতে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাওয়ার সময়ে আমাকে মক্কাতে থেকে যাওয়ার আদেশ দিলেন। আর এ কারণেই তিনি আমাকে বিশ্বস্ত বলতেন। আমি (সেখানে) তিনদিন ছিলাম এবং প্রতিদিনই আমি বেরিয়ে এসে 'আবু কুবাইছ পাহাড়ে চড়ে (উঠে) উচ্চস্বরে (চিৎকার করে) ঘোষণা দিতাম, "যারা আল্লাহর রাসূলের জিম্মায় (নিরাপত্তায়) জিনিসপত্র আমানত (গচ্ছিত) রেখেছিলেন তারা এসে সেসব জিনিসপত্র নিয়ে যান।" আমি এমনকি একদিনও সে দায়িত্ব থেকে অনুপস্থিত ছিলাম না। এরপরে আমি (মক্কা থেকে) বের হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ধরলাম। অবশেষে আমি বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রের স্থানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন। আমি কুলসুম ইবনে হাদমের কাছে মেহমান হিসেবে ছিলাম এবং সেখানেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন।

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

রাসূল ﷺ তাঁর মসজিদ (মসজিদে নববী) ও হুজরা (কক্ষ) নির্মাণ কালে (মক্কা থেকে হিজরতকারী) মুহাজির ও (মুহাজিরদেরকে সাহায্যকারী মদীনার) আনসার সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর নিজের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিয়ে

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়েই ফাতিমাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ (তাদেরকে) বলেছিল– إِنَّهَا صَغِيرَةٌ - "সে তো অবশ্যই খুব ছোট।"

এরপরে রাসূল ﷺ তাঁর কন্যা (ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর ঐ বিয়ে থেকেই নবী করীম ﷺ-এর দু'নাতি হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মে ছিলেন।

(বাইহাকি, দালায়েলে নবুওওয়াত-৩/১৬২ ও মাওযারিদুজজামায়ান-২২২৪)

সাহসী ও দক্ষ যোদ্ধা

বদরের যুদ্ধের আগে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বীর ও দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। বদরের যুদ্ধের সময়েই আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশদের সেরা যোদ্ধাদের সাথে সাহিসকতার সাথে ও দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। যার ফলে যুদ্ধের ময়দানে তার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে যখন উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পতাকা বাহক মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার পতাকাকে আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে দেন।

কিন্তু সম্ভবত খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই অল্প বয়স্ক তরুণ ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত অদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন তখনই যুদ্ধের ময়দানে তার সর্বোত্তম সময় দেখা দিয়েছিল। আমর ইবনে আবদে ওয়াদ্দ কাফেরদের সারি থেকে বেরিয়ে এল। তার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য কোনো একজন্য দক্ষ যোদ্ধাকে পাঠানোর জন্য মুসলিমদেরকে চ্যালেঞ্জ

www.pathagar.com

করার জন্য সে এমনন টি করল। সম্ভবত বদরের যুদ্ধের দিনে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোর লজ্জা ঘুচানোর জন্যই সে চেষ্টা করছিল এবং সম্ভবত এ কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে, সে যে এক সময়ে সমগ্র আরব জাতির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল, সে এখনও সেই শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করছে (অর্থাৎ এখনও সে শ্রেষ্ঠ আছে) এবং সত্যিই সমগ্র আরব জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দক্ষ যোদ্ধা হওয়ার খ্যাতি তখনও তার ছিল। সে চিৎকার করে বলল, কে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ করব।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি বসে পড়। কেননা, সে হচ্ছে আমর ইবনে আবদে ওয়াদ্দ অর্থাৎ যোদ্ধা হিসেবে সে তোমার মৈত্রী (যুগল) নয়। "আমর শুধুমাত্র তার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, অধিকন্তু সে মুসলিমদেরকে এ কথা বলে তিরস্কার করতে লাগল যে, "তোমাদের ঐ জান্নাত কোথায় যেখানে তোমাদের কেউ মারা গেলে (শহীদ হলে) প্রবেশ করবে বলে তোমরা দাবি কর। আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করার মতো তোমাদের মাঝে কি কেউ নেই।"

এবারও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তার সাথে যুদ্ধ করব।"

আবারো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি বসে পড়। কেননা, সত্যিই সে 'আমর।"

যেহেতু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ম পরিহিত ছিলেন (ফলে তাকে চেনা যাচ্ছিল না) তাই যখন তিনি এগিয়ে এলেন তখন তাকে আমর ইবনে ওয়াদ্দ জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলো, "কে তুমি?"

তিনি বললেন "আমি আলী।"

আমর জিজ্ঞেস করল, "আবদে মানাফের পুত্র (বংশধর)?

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "আমি আবু তালিবের পুত্র আলী।"

"আমর বলল, "ভাতিজা, তোমার চেয়ে বয়সে বড় তোমার চাচারা আছেন (তারাই আমার সাথে যুদ্ধ করার পক্ষে তোমার চেয়ে বেশি যোগ্য)।"

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আমর! একবার আপনি আল্লাহর সাথে অঙ্গিকার করেছিলেন যে, কুরাইশ গোত্রের কোনো লোক আপনাকে দুটি বিষয়ের একটিকে পছন্দ করার আহ্বান করলে আপনি তার একটিকে কবূল (গ্রহণ) করবেন।

"আমর উত্তর দিল। তা ঠিক আছে।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি।"

আমার (প্রতিশোধ গ্রহণমূলক) জবাব দিলো এ সবের আমার কোনো দরকার নেই।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে আমি আপনাকে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে আহ্বান করছি।"

যেহেতু আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাই আমার বিন আবদে ওয়াদ্দ বলতে লাগল, "সত্যিই আমি কখনো ভাবিনি যে, আরব জাতির কেউ এই চ্যালেঞ্জ করে আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করবে। ভাজিতা, কেন তুমি কেন আমার সাথে যুদ্ধ করবে? কেননা, আল্লাহ সাক্ষী! আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তোমার পিতা আমার একজন বন্ধু ছিলেন আর আমি তার মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছি। (তারা একত্রে মদ্যপান করত)।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহ সাক্ষী! আর আমিও আপনার রক্ত ঝরাতে চাই না।" এসব কথাতে আমর ক্রোধে ও গর্বে ফুলে উঠল। এরপরে সে তার ঘোড়ায় চড়ে আগাতে লাগল। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা বলে তার অগ্রসর হওয়া থামিয়ে দিলেন। "আপনি ঘোড়ায় চড়ে থাকাকালে আমি কিভাবে আপনার সাথে যুদ্ধ করব; বরং আমার কাছে নেমে আসুন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুঃসাহসিক মন্তব্য আমর ইবনে আবদে ওয়াদ্দ এতক্ষণে এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সে তার ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে ওটাকে (ঘোড়াটাকে) সে জবাই করে ফেলল। এরপরে সে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে এগিয়ে তাঁকে রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বর্মে আঘাত করল। এরপরে সাথে সাথেই

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এমন এক আঘাত করে বিস্মিত করে দিলেন যা তার ঘাড় ও কাঁধের মাঝে গিয়ে বসল (আঘাত হানলো)। শ্রেষ্ঠ আরব যোদ্ধা ভূপাতিত হলো (মাটিতে পড়ে গেল।) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু "আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)!" বলে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করতে লাগলেন।

বিজ্ঞ, পণ্ডিত, আলেম, ফকীহ ও বিচারক (কাযি ও জজ)

সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সকল তাবেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বসম্মতভাবে একমত যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিকহ ফাতাওয়া ও বিচারে সেরা ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বলেছেন–

يَا عَلِيُّ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى؟ غَيْرَ اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

অর্থ : "হে আলী! মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে হারূন আলাইহিস সালাম-এর যে মর্যাদা ছিল। আমার কাছে সে মর্যাদা পেলে কি তুমি খুশি হবে না? তবে (এ কথা জেনে রেখো যে,) আমার পরে কোনো নবী হবে না। তাই তুমিও হারূন (আ)-এর মতো নবী হতে পারবে না।"

{মুসলিম সাহাবীদের মর্যাদা-২৪০৪; তিরমিযী-৩৭৩০)

প্রথম তিন খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সবাই জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপরে আস্থাসহকারে নির্ভর করতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিচারক।" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ জটিল বিষয় থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চেতেন (চাইতেন) যে বিষয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাওয়া যেতনা। তিনি (রা) আরো বলেছেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু না থাকলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ধ্বংস হয়ে যেতেন।" এখানে (এ কথা বলে) তিনি বুঝাচ্ছেন যে, যে জটিল বিষয়ের সমাধান স্পষ্ট নয়, সে জটিল বিষয়ের সমাধান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনভাবে স্পষ্ট করতেন যা ছিল সঠিক। তাছাড়া আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গভীর জ্ঞানের স্বীকার করে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-

www.pathagar.com

কে নয়-দশমাংশ জ্ঞান (এলেম) দান করা হয়েছে এবং আল্লাহ সাক্ষী! সত্যিই তিনি জনগণের সাথে বাকি একদশমাংশের সাথে ও অংশ গ্রহণ করেছেন।"

আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নিহত (শহীদ) হলেন তখন জনগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে আনুগতের স্বীকৃতি দিল। তার খিলাফতের সময়ে একদিন যখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "হে জনতা,! আমাকে সর্বাপেক্ষা সাহসী লোকের নাম বলুন।" তারা বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) সে ব্যক্তি হলেন আপনি।" আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ঠিকই বলেছেন, আমি কারো সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তাকে না হারিয়ে (পরাজিত না করে) ছাড়িনি। কিন্তু আমাকে সর্বাপেক্ষা সাহসী লোকের নাম বলুন।" তারা বললেন, "আমরা জানি না, তিনি কে?"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তিনি হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। বদরের যুদ্ধের দিনে আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে কে থাকবেন, যাতে কোনো কাফির রাসূলের ওপরে আক্রমণ করতে না পারে? আল্লাহ সাক্ষী! আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আমাদের মাঝে কেউ কাছে আসেনি। তিনি এসে তাঁর নাঙ্গা তরবারি নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করার জন্য তাঁর মাথার (ওপরের ছাউনির) ওপরে দাঁড়িয়ে গেলেন; এবং এ কারণেই তিনি হলেন সর্বাপেক্ষা সাহসী মানুষ। আমি সত্যিই দেখেছি যে, কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে একজন তাঁকে আঘাত করছে আরেকজন তাঁকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে বা ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে আর সে সাথে (প্রত্যেকেই) বলছে, "তুমিই তো সকল দেব-দেবীকে একে (এক আল্লাহতে) রূপান্তরিত করে দিয়েছ? আল্লাহ সাক্ষী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া কেউ তার কাছে আসেনি। (একমাত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলেন) এবং তিনি একে ওকে আঘাত করছেন এবং কাউকে বা ভূপাতিত করছেন (মাটিতে ফেলে দিচ্ছেল) আর সর্বদা বলছেন, তুই ধ্বংস হ! আমার প্রভু আল্লাহ! এ কথা বলার কারণে তুই একজন মানুষকে হত্যা করতে চেষ্টা করছিস।"

www.pathagar.com

এরপরে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জুব্বা উঠিয়ে (তা দিয়ে তাঁর চোখ মোবারক মুখ ঢেকে) এমন কান্না করলেন যে, তাতে তাঁর দাঁড়ি মোবারক ভিজে গেল। এরপরে তিনি বললেন, "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি যে, ফেরাউনের পরিবারের ঈমানদার লোকটি উত্তম-নাকি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর? (সমবেত) জনতা চুপ রইলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, "আপনারা কি আমাকে উত্তর দিবেন না? আল্লাহ সাক্ষী! ফেরাউনের পরিবারের এমন একজন ঈমানদারের চেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনের এক ঘণ্টা উত্তম। ফেরাউনের পরিবারের ঈমানদার ব্যক্তিটি তাঁর ঈমানকে গোপনে রেখেছিলেন আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্যে তাঁর ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ইন্তেকাল

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রশান্ত চিত্তের জন্য সময় ঘনিয়ে এলো তার প্রভুর সান্নিধ্যে ফিরে যাবার। ঘোষক ফেরেশতা ঘোষণা দিতে লাগলেন :

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

অর্থ : "হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রভুর দরবারে সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষ ভাজন হয়ে ফিরে আস। (সূরা ফাজর : আয়াত-২৭-২৮)

যে আত্মা আল্লাহর ভালোবাসার ও তাঁর রাসূলের সান্নিধ্য কামনায় এতকাল ধক ধক করে চলছিল তা থেমে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য সত্য অঙ্গিকার এসে গেল। এ পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে পরকালের বিশালতায় ও প্রশস্ততায় এবং (অত্যাচারী) জনগণের অত্যাচার থেকে পরম করুণাময়ের বিচারে ও দয়ায় ভ্রমণ করে (চিরদিনের তরে) চলে যাওয়ার জন্য আমার সময় হয়ে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য এটি এমন একদিন ছিল যেদিন তিনি এমন জান্নাতে সফর করেছেন যা সমগ্র আসমান জমিনের মতো প্রশস্ত। সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে ভাবতে পারি। তিনি একজন বদরি সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। (অর্থাৎ তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "হে উমর! তুমি

www.pathagar.com

কি করে, (কিভাবে) জানবে যে, আল্লাহ হয়তো সত্যিই বদরি সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "তোমাদের যা মনে চায় তোমরা তাই কর। কেননা, সত্যিই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" তাছাড়া আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃক্ষের নিচে বাইয়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) কারী, একজন সাহাবি ছিলেন এবং যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন তিনি তাদেরও একজন। আল্লাহ যদি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হন তবে কি তাঁর জন্য 'জান্নাত' পুরস্কার নয়?

পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় খারেজিদের এক লোক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা (শহীদ) করে। খারেজিরা সিফফিনের যুদ্ধের দিনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মতে সম্মত হলেন যে, তাঁর মাঝে এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে কতিপয় সাহাবিদের কর্তৃত্ব করা উচিত তখন খারেজিরা ভিন্নমত পোষণ করে বিরোধিতা করে। তারা বিশ্বাস করে যে, ঐসব সাহাবিদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করাতে সম্মত হয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি বড় পাপ করেছেন। আর তাদের মতে, কবীরা গুনাহ (বড় পাপ) কারী কাফের যাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এভাবে তাদের ভ্রান্ত ও মিথ্যা যুক্তির মাধ্যমে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করা আইনসঙ্গত।

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ভোর রাত্রে মানুষকে নামাজের জন্য জাগাতে বের হয়ে যেতেন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের (শহীদ হওয়ার) দিনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুলযিম তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য গোপনে অবস্থান করছিল এবং (সুযোগ পেয়ে) তাঁকে (অস্ত্র দিয়ে) এক মারাত্মক আঘাত হানল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শুক্রবারে এবং শনিবারে জীবিত ছিলেন, তারপরে রবিবারে রমজান মাসের তের রাত বাকি থাকতে শাহাদাতবরণ করেন।

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার জানাযার নামাজ পড়ান। এরপরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কুফাতে দাফন (কবরস্থ) করা হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরকে গোপন রাখা হয়, যাতে খারেজিরা তাঁর কবর খুঁড়তে না পারে। মৃত্যুকালে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স ছিল তেষট্টি কি চৌষট্টি বছর।

www.pathagar.com

এভাবেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষাক্ত বিদ্বেষপূর্ণ ইবনে মুলযিম নামক এক নরপিশাচের তরবারির আঘাতে মৃত্যু (শাহাদাত) বরণ করেন। বদরের যুদ্ধ থেকে সিফফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত বহু যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহসিকতার কেন্দ্রিয় (মূল বা প্রধান) ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার মাথার চুল সাদা হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত) বেঁচে ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে যেমনটি মনে (স্মরণ) করিয়ে দিয়েছেন তা হলো– প্রতিটি মানুষের জন্য রক্ষাকারী (ফেরেশতা) আছে। তারা আল্লাহর হুকুমে (আদেশে) তাকে রক্ষা করে। কিন্তু যখন তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসে তখন আল্লাহর হুকুমে (নির্দেশানুসারে) ঐ হেফাজতকারী (রক্ষাকারী) ফেরেশতারা তাকে তার মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করতে (মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে) সুযোগ করে দিয়ে তাকে ত্যাগ করে। এতোগুলো যুদ্ধের পরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রক্ষাকারী ফেরেশতারা তাঁকে ঐ রাতে ত্যাগ করে চলে যায়, যে রাতে নাকি বিশ্বাসঘাতক আব্দুর রহমান ইবনে মুলযিম আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খুন (শহীদ) করে।

www.pathagar.com

৭.

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল ﷺ বললেন–

يَا حُذَيْفَةَ اِذْهَبْ فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَصْنَعُوْنَ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا.

অর্থ : "হে হুজাইফা! যাও, গিয়ে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করে দেখ তারা কী করছে। আর আমাদের কাছে ফিরে আসার আগে কোনো কিছুই করবে না।"

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু দাড়ালেন এবং (শত্রু শিবিরে) যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সে রাতে ভয়ংকর অন্ধকার ছিল। কেননা, সে বিশেষ রাতটিতে বায়ু এতোই প্রচণ্ড ছিল যে মনে হচ্ছিল যে, বাতাসে দৃঢ় পাহাড়ও উড়ে যাবে।

নাম ও বংশধারা

তিনি হলেন হুযাইফা ইবনে ইয়ামান। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, হুযাইফা ইবনে হিছল (হুছাইল) ইবনে জাবির ইবনে আমর ইবনে রবীয়া ইবনে জারওয়া ইবনে হারিছ ইবনে মাযিন ইবনে কাতিয়াহ ইবনে আবুছ ইবনে বাগিদ ইবনে রাইছ ইবনে গাতফান।

কুনিয়াহ বা উপনাম

তাঁর উপনাম বা কুনিয়াহ হলো আবু আব্দুল্লাহ 'আবছি'।

ইসলাম গ্রহণ

হুছাইল ইবনে জাবির ও তার ছেলে হুযাইফা ইবনে ইয়ামান যখন নাজরানের বাজারে গিয়েছিলেন তখন তারা রাসূল ﷺ-এর একজন চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি মুহাম্মদের চাচাতো ভাই?"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই।"

www.pathagar.com

হুছাইল জিজ্ঞেস করল, "কিসের দিকে মুহাম্মদ লোকদেরকে আহ্বান করে?"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "এ কথার প্রতি যে, আল্লাহর ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই।"

হুছাইল জিজ্ঞেস করল, "মুহাম্মদ; কি কোনো নিদর্শন নিয়ে এসেছে।"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ ..... আল কুরআন। হুজাইল জিজ্ঞেস করল, "আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যা অবতীর্ণ (নাযিল) হয়েছে তার কিছু অংশ কি তোমার (মুখস্ত) আছে?"

জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হ্যাঁ (আছে)।"

হুজাইল বলল, তাহলে তা তুমি আমাদেরকে তেলাওয়াত (আবৃত্তি বা পাঠ) করে শুনাও।

তারপরে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾

www.pathagar.com

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।"

১. অর্থ : "আলীফ লাম মীম (এ অক্ষরগুলো কুরআনের একটি বিস্ময় (মুজিযা) এবং (একমাত্র) আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এগুলোর অর্থ জানে না।

২. এ কিতাবের অবতরণ যাতে কোনো সন্দেহ নেই তা সমগ্র বিশ্বজগতের (মানুষের, জ্বীনের ও সকল সৃষ্টির) প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

৩. নাকি তারা এ কথা বলে যে, "সে (মুহাম্মদ) এ (কিতাব)-কে বানিয়ে নিয়েছে?" তা নয় বরং এটা তোমার প্রভুর (প্রতিপালকের) পক্ষ থেকে সত্য (কিতাব), যাতে তুমি এমন জাতিকে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। যাতে করে তারা সঠিকপথ প্রাপ্ত হতে পারে।

৪. যিনি ছয় দিনে সকল আসমান ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা সবকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন (উপবিষ্ট) হয়েছেন। তিনি আল্লাহ। (হে মানবজাতি) তোমাদের জন্য তিনিই ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৫. তিনি আকাশ থেকে জমিনে সকল কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর এ বিষয়টি তার নিকটে এমন একদিনে উঠে যাবে তোমাদের গণনায় যে দিনের পরিমাণ এক হাজার বছর।

৬. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য (উভয়) জগতের সবকিছু সম্বন্ধে সম্যক অবগত। তিনি পরাক্রমশালী, পরম করুণাময়।" (সূরা সাজাদাহ : আয়াত-১-৬)

হুযাইফাহ ইবনে হুজাইল চিৎকার করে বললেন, "আল্লাহ সাক্ষী! এতো কোনো মানুষের কথা নয়।"

হুযাইফার পিতা হুজাইল অনুরোধ করল "হে মুহাম্মদের চাচাতো ভাই!। আমাদেরকে এ শুভবাণী তথা ভালো কথা থেকে আরো কিছু দান করুন।"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন তখন পিতা-পুত্র উভয়েই খুব মনোযোগ সহকারে তা শুনলেন। তারা সারাজীবনে যা

www.pathagar.com

সুখবোধ করেছেন তার চেয়ে বেশি সুখ অনুভব করলেন। জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জবান (জিহ্বা) মোবারক থেকে যে আলো নিঃসৃত হচ্ছিল তাই ছিল তাদের সুখের উৎস। মিথ্যার শিকল থেকে তাদের আত্মা মুক্ত হওয়াতে এখন তারা স্বস্তিবোধ করছেন (শান্তি পাচ্ছেন)। তাদের মনের এমনই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, তখন তাদের জবান (জিহ্বা) উচ্চারণ করছিলো যেন "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই, তাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই এবং এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।" সত্যের এই প্রমাণিত সাক্ষ্য বাণী উচ্চারণ করে তাদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছে।

তখন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তোমাদের উভয়কেই ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন।" ঐ সময় কুরাইশ নেতাদের অত্যাচার অসহ্যকর হয়ে গিয়েছিল। তাই জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাসূলের অন্যান্য সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন হাবশাতে (ইথিওপিয়াতে) হিজরত করছিলেন। সুতরাং হুজাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ শেষে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশাহতে ফিরে গেলেন। ইতোমধ্যে হুজাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ছেলে মক্কার দিকে বেগে ধাবিত হলেন। যেহেতু তারা তাদের নিজেদের গোত্রের লোকজন থেকে পলায়ন করছিলেন, যাদের মাঝে হুজাইল রক্তপাত ঘটিয়েছিলেন সেহেতু তাদের অবস্থা বিবেচনা করলে এটা (মক্কা) একটি যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল।

তারা যতক্ষণে মক্কাতে পৌঁছলেন ততক্ষণে মুসলিমগণ মদীনাতে হিজরত করে চলে গেছেন। মক্কার নেতারা তখন রাগে ফেটে যাচ্ছিল। যখন তারা জানতে পারল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু শামদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী এক ব্যবসায়ী কাফেলাকে অতর্কিতে পাকড়াও করতে চেষ্টা করছেন। অতএব, কুরাইশ নেতারা যখন হুজাইল ইবনে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখল তখন তারা বলল, "তোমরা উভয়েই তো মুহাম্মদকে খুঁজে বের করতে চাচ্ছ?" তারা বললেন, "আমরা যা চাচ্ছি তা হলো মদীনা (এ কথা সত্য ছিল, কেননা, সেখানেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গিয়েছিলেন)।

www.pathagar.com

হুজাইল ও হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যা বললেন, তাতে কুরাইশ নেতারা পুরোপুরি আশ্বস্ত না হওয়াতে তারা বলল, "তোমরা আমাদেরকে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা তাদের পক্ষে (আমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে না।" তাদেরকে যে অঙ্গিকার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তারা সে অঙ্গিকার করে মদীনার দিকে বেগে ধাবিত হলেন। তারা সেখানে পৌঁছে রাসূল ﷺ-এর সাথে দেখা করলেন এবং তাদেরকে যে অঙ্গিকার করতে বাধ্য করা হয়েছিল তা তারা তাঁকে জানালেন। তারপর তারা উভয়ে বললেন," "কিন্তু আপনি চাইলে আমরা আপনার পক্ষে যুদ্ধ করব।" আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "আমরা বরং ঐ অঙ্গিকার পূর্ণ করবো (যা তোমরা করেছ)। আর আমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য চাই (আমাদের জনসংখ্যা বড় কথা নয়। আল্লাহর সাহায্যই বড় কথা)" এভাবে হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যুদ্ধ করার সুযোগ হারালেন। যাহোক, তিনি কিন্তু উহুদের যুদ্ধে এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে (মুসলিমদের পক্ষে) যুদ্ধ করেছেন।

মুহাজির অথবা আনসার হতে পছন্দ করার অধিকার

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু না ছিলেন মক্কাবাসী আর না ছিলেন মদীনাবাসী। সুতরাং তিনি না ছিলেন মক্কা থেকে হিজরতকারী (মুহাজির) আর না ছিলেন মদীনার আনসার। রাসূল ﷺ তাঁকে মুহাজির অথবা আনসার এর যে কোনো একটি হতে পছন্দ করার অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি একজন আনসার হতে পছন্দ করেছিলেন। কেননা, বনী আব্দুল আশহালের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া তিনি তাঁর নামানুসারে তাঁর জন্মস্থান 'ইয়ামান' এর সাথে বিশেষয়িত (পদবীযুক্ত, উপাধিযুক্ত বা খেতাবযুক্ত লকবযুক্ত) হতেন; এ কারণেই তাঁর নাম 'হুযাইফাহ ইবনে হুজাইল ইবনে জাবির ইয়ামানি।' যখন আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সম্পর্ককে দৃঢ় করার সময় হলো তখন রাসূল ﷺ এক দলের সদস্যের সাথে অপর দলের সদস্যের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। রাসূল ﷺ হযাইফার জন্য রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর ভাই হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিলেন।

www.pathagar.com

উহুদের যুদ্ধের দিন

উহুদের যুদ্ধের দিনে হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের পাশে থেকে যুদ্ধ করার আরেকটি সুযোগ না হারানোর স্থির সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাঁর পিতা হুজাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিলেন। তাই তিনি বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের উছাইরিম ইবনে আবদে ওয়াকশের সাথে নারী ও শিশুদের সাথে একটি সংরক্ষিত স্থানে ছিলেন। ভিতরে থাকাকালে হুজাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু উছাইরিম রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আমরা কি জন্য (এখানে) অপেক্ষা করছি? কেননা, আল্লাহ সাক্ষী! (আমরা এতো বৃদ্ধ যে,) আসলে আমাদের আর বেঁচে থাকার সময় (অবশিষ্ট) নেই।" তারা যে সেদিন বা পরের দিন (অচিরেই) নিশ্চয় মারা যাবেন সে কথা উল্লেখ করে উছাইরিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমরা কি তরবারি নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোগ দিব না। আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থাকব তখন আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সম্ভবত শাহাদত (শহীদি মৃত্যু) দান করবেন।" তারা মুসলিম সৈন্যদের নাগাল ধরার জন্য তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। যা হোক, তারা যতক্ষণে (সেখানে) পৌঁছলেন ততক্ষণে যুদ্ধ ভালোভাবেই চলছিল। তীরন্দাজ বাহিনী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করার পরে মুসলিমগণ রক্ষণশীল ছিলেন। উছাইরিম ইবনে আবদে ওয়াকশ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে পেয়ে কতিপয় মুশরিক তাঁর দিকে দৌঁড়ে এসে তাঁকে (শহীদ) করে দেয়।

হুযাইল ইবনে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন ঐ সময়টিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবস্থানের ব্যাপারে সংশয় বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবস্থাটি এতোটা গভীর ছিল যে, কিছু মুসলিম না জেনে (অজ্ঞাতে) ও দুর্ঘটনাক্রমে অন্য মুসলিমদেরকে আক্রমণ করে বসে। একজন মুসলিম দুর্ঘটনাক্রমে (ভুলবশতঃ) হুজাইল ইবনে .... জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেললেন। যা ঘটল তা দেখে হুজাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার করে উঠলেন, "আব্বা! আব্বা! (তাঁকে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যা করার কারণে) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর পিতার হত্যার বদলে) রক্তপণ দিলেন। কিন্তু তিনি এ

www.pathagar.com

সম্পদ না রেখে; বরং তা মুসলিমদেরকে দান করে দিলেন। ফলে আল্লাহর রাসূলের দরবারে তাঁর অবস্থান ও পদ মর্যাদা উন্নত হলো।

খন্দকের যুদ্ধের দিন :

বনী কোরাইজা গোত্র যখন রাসূল ﷺ-এর সাথে (কৃত) চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদেরকে (আক্রমণ করার জন্য) ঘিরে ফেলে তখন মুসলিমদের অবস্থা- অতিরঞ্জিত না করেই বলা যায়– সাংঘাতিক ছিল, ভয়, ক্ষুধা ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া এসব কিছুই মুসলিমদেরকে আক্রমণ করেছিল। মুসলিমদের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই বলেন–

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ.

"যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে ও তোমাদের নিচ থেকে তোমাদের নিকটে এসেছিল এবং যখন চক্ষুসমূহ (দৃষ্টি) উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল আর আত্মা হলকুমের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল (তখনকার অবস্থা স্মরণ কর)।

(সূরা আহযাব : আয়াত-১০)

তখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁর প্রভুর কাছে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করলেন–

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

অর্থ : "হে কিতাব অবতীর্ণকারী (আল্লাহ) দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের ওপরে আমাদেরকে বিজয়ী করুন। (বুখারী-২৯৬৬)

পরে যা ঘটেছিল তা হুজাইফা (র) বর্ণনা করেছেন-

"আমরা আসলে আল্লাহর রাসূলের সাথে পরিখার কাছে ছিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতের কিছু সময় যাবৎ নামাজ পড়লেন (প্রার্থনা করলেন)

www.pathagar.com

এরপরে তিনি আমাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, "শত্রুরা কী করছে তা দেখে আসতে কে যত্নবান হবে (পরিখা পার হয়ে কে শত্রু শিবিরে চুপিসারে প্রবেশ করবে)?" পরিখা পার হয়ে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করা আসলেই একটি বিপদজনক কাজ। হুজাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "চরম ভয়, ক্ষুধা ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে কেউ দাঁড়াল না (এ কাজ করতে দায়িত্ব নিল না)। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো সাহাবী এ কাজ করুক এ জন্য আবারো ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। এরপরে তাঁর চোখ মোবারক আমার চোখে পড়ল। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমাকে (যেতে) অনুরোধ করছেন। আমি না দাঁড়িয়ে পারলাম না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

يَا حُذَيْفَةُ اِذْهَبْ فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَصْنَعُوْنَ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا.

অর্থ : "হে হুজাইফা! যাও, গিয়ে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করে দেখ তারা কী করছে। আর আমাদের কাছে ফিরে আসার আগে কোনো কিছুই করবে না।"

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু দাড়ালেন এবং (শত্রু শিবিরে) যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সে রাতে ভয়ংকর অন্ধকার ছিল। কেননা, সে বিশেষ রাতটিতে বায়ু এতোই প্রচণ্ড ছিল যে মনে হচ্ছিল যে, বাতাসে দৃঢ় পাহাড়ও উড়ে যাবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اِنَّهُ كَائِنٌ فِي الْقَوْمِ خَبَرٌ فَأْتِنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ.

অর্থ : "শত্রুবাহিনীর কিছু একটা ঘটছে। সুতরাং আমাকে তাদের খবর (সংবাদ) এনে দাও (অর্থাৎ শত্রু শিবিরে যা ঘটছে তা গোপনে দেখো)।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ক্ষুধা, চরম ঠাণ্ডা বায়ু এবং শত্রুবাহিনীর দীর্ঘ অবরোধের ফলে উদ্ভুত তাঁর শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহর ওপরে

www.pathagar.com

ভরসা করে শত্রুব্যূহ (শত্রুদের সারিসমূহ) অতিক্রম করতে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করলেন।

এরপরে তিনি পরিখা অতিক্রম করে শত্রু শিবিরে চুপিসারে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, যেখানে তিনি আছেন সেখানে খুবই প্রচণ্ডভাবে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এতোটা প্রচণ্ডভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যে, শত্রুদের বাতি নিভে গেছে, তাদের তাবু উপড়ে গেছে এবং তাদের পাত্রসমূহ উল্টিয়ে গেছে। আর চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

ঘুটঘুটে অন্ধকার সত্ত্বেও হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের সারিসমূহের মাঝে একটু মুক্ত স্থান (ফাঁকা জায়গা) পেলেন। কোরাইশ সেনাপ্রধান আবু সুফিয়ান ইবনে হারব আশংকা করছিলেন যে, (বিদঘুটে) অন্ধকারের কারণে রাসূল ﷺ-এর কোনোও সাহাবি হয়তো বা তাদের (কাফেরদের) শিবিরে চুপিসারে প্রবেশ করতে পারে। আর তাই সে (আবু সুফিয়ান) বলল, "কোরাইশদের লোকেরা! তোমাদের প্রত্যেককেই যেন দেখে তার পাশে কে আছে এবং (এতো বেশি অন্ধকার যে, দেখা যায় না, তাই) তাকে চিনার জন্য তাকে যেন হাতে ধরে (দেখে)।"

এতে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলো না। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন- لَا تُحْدِثَنَّ فِي الْقَوْمِ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا

অর্থ : "আমাদের কাছে ফিরে আসার আগে কোনো কিছুই করব না।" - এ কথা বলে তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পরে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কিভাবে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বন্দী হওয়াকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছিল। "আমি তাড়াতাড়ি আমার পাশের ব্যক্তির হাত ধরে তাকে বললাম, "তুমি কে? সে বলল, আমি অমুকের পুত্র অমুক।" তাঁর আত্মবিশ্বাস ও উদ্ধত কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর (গলার আওয়াজ) সম্ভবত তাঁকে পাশে বসা লোকটির সন্দেহের বাইরে রাখতে সাহায্য করেছিল। তা ছাড়া এতো বেশি অন্ধকার ছিল যে, কেউ তাকে দেখতে পারেনি। এরপরে আবু সুফিয়ান বলতে লাগল : হে কুরাইশ গোত্রের লোকজন! আল্লাহ সাক্ষী তোমরা (এখন) কোনো প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

আবাসে নেই (অর্থাৎ তোমরা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসে বা তাঁবুতে আছ; সুতরাং তোমরা এখানে থাকতে পারবে না জানোয়ারগুলো মারা গিয়েছে; বনী কুরাইযা গোত্র তাদের অঙ্গীকার (চুক্তি) ভঙ্গ করেছে, আমরা যা অপছন্দ করি আমরা তাদের পক্ষ থেকে তা পেয়েছি এবং প্রচণ্ড ঝড় নামে যা দেখেছি আমরা এর কবলে পড়েছি। কোনো পাত্রই স্থির নেই অর্থাৎ ঝঞ্ঝা বায়ু এগুলোকে এখানে সেখানে (এদিক সেদিক) উড়িয়ে নিয়ে গেছে; কোনো আলোই আমাদের জন্য জ্বলন্ত নেই (অর্থাৎ ঝড়ো হাওয়া অনবরত বাতিগুলোকে নিভিয়ে ফেলছে) এবং আমাদের কোনো তাঁবুই সংহত (ঠিক) নেই।"

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি কোরাইশদের একটি আলো (বাতি) জ্বলে উঠতে দেখলাম এবং তাতে (অন্ধকারের মাঝে) দেখা পেলো একটি কালো বিশাল দেহী মানুষ (সম্ভবত কালো চামড়ার মানুষ নয় কিন্তু আলোতে ছায়া হিসেবে কালো দেখা গিয়েছে) তার হাতকে বাতির (আলোর) ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলোকে নিভিয়ে দিল। আবু সুফিয়ান বলল, "অতএব (এখান থেকে) চলে যাও। কেননা, সত্যিই আমি (এখানে থেকে মক্কায় ফিরে যাবার জন্য) চলে যাচ্ছি। এরপরে আবু সুফিয়ান তার বাঁধা উটটির কাছে গেল। সে উটের পিঠে বসে এটিকে আঘাত করতেই এটি তিন পায়ে লাফিয়ে উঠল। আল্লাহ সাক্ষী! সে এটির মাথা বাঁধার (তড়িঘড়িবশত) রশি খোলেনি, তবে সে দাড়িয়ে ছিল। আর আমি জানতে পারলাম যে, সে ছিল কুরাইশদের নেতা। যদিও এর আগে আমি আবু সুফিয়ানকে চিনতাম না। আমি আমার তূনীর থেকে একটি সাদা পলকযুক্ত (খচিত) তীর নিয়ে তাকে (আবু সুফিয়ানকে) এটি দিয়ে আঘাত করার জন্য (আমার তীর নিক্ষেপণ কাজ পরিচালনার জন্য) আগুনের আলো ব্যবহার করে আমি এটিকে (তীরটিকে) আমার ধনুকের মাঝে স্থাপন (তাক) করলাম। আর আমাদের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কোনো কিছুই করবে না। এ কথা দ্বারা যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ না করতেন, তবে আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) আমার তীর দ্বারা হত্যা করে ফেলতাম।"

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান যখন মক্কাতে ফেরৎ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বললেন, "সত্যিই তুমি লোকদের নেতা, তাই তাদেরকে ফেলে তুমি (একাই) চলে যেও না।" কিন্তু আবু সুফিয়ান (কোনো কথা) শুনল না; সে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় এবং লোকদেরকেও চলে যাবার অনুমতি দিল। কাফেরদের সৈন্য বাহিনীর পিছন দিককে মুসলিমদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আবু সুফিয়ান খালেদ বিন ওয়ালিদকে ও অন্যান্যদেরকে তাদের ফেরৎ সেনাদলের পিছনের দিকে রাখলেন। এতো দীর্ঘকালীন ও সাংঘাতিক অবরোধের পরে এমন হঠাৎ প্রস্থান দেখে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আল্লাহ কতইনা নিখুঁত (পবিত্র)! আর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।" মুসলিম শিবিরে ফিরে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-কে প্রার্থনারত অবস্থায় পেলেন। (এমতাবস্থায়) হোযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর নামাজ (প্রার্থনা) শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইলেন। এরপরে হোযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর দরবারে শুভ সংবাদ (ভালো খবর) দিলেন। এতে রাসূল ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, রাতের আঁধারে তাঁর মাড়ীর দাঁত মোবারক দেখা গিয়েছিল।

রাসূল ﷺ হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর কাছে আসার জন্য ইশারা করলেন। তিনি যখন তাঁর কাছে এলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁর ক্লান্ত সাহাবীকে তাঁর জুব্বা মোবারকের এক অংশ দিয়ে ঢেকে নিলেন। এরপরে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন যে, ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আর জাগতে পারেননি।

ভোরের আলোতে রাসূল ﷺ শত্রুবাহিনীর শূন্য শিবির স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে বললেন– اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَا, نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ

অর্থ : "এখন থেকে আমরাই তাদেরকে আক্রমণ করব, আর তারা আমাদেরকে আক্রমণ করবে না, আমরা তাদের দিকে অভিযান করে যাব।" (বুখারি-৪১০৯, মুসনাদ-৪/২৬২)

www.pathagar.com

এই ভবিদ্বাণী অবশ্যই সত্যে পরিণত হয়েছিল। কেননা, এরপরে মুসলিমরাই (মক্কাতে) হজ্জ করার জন্য হোদাইবিয়ার দিনে এবং এরপরে এমনকি এক ফোঁটা (কোনোরূপ) রক্তপাত না করে সফলভাবে মক্কা বিজয় করতে মক্কাতে সফল অভিযান করেছিলেন।

মুসলিম জামায়াতের প্রধান ব্যক্তির প্রতি অনুগত থাকা

হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "লোকেরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কল্যাণ সম্বন্ধে বা ভালো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আর আমি তাঁকে অকল্যাণ বা মন্দ বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতাম এ আশংকায় যে, পাছে আবার কোনো মন্দ বিষয় আমাকে পেয়ে বসে।"

একদিন সকালে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা জাহেলি ও মন্দ যুগে বাস করেছি। এরপরে আল্লাহ তায়ালা (অনুগ্রহ করে) আমাদেরকে এ কল্যাণের (ইসলামের) দিকে নিয়ে এসেছেন। এ কল্যাণের পরে কি কোনো অকল্যাণের যুগ আসবে?"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ (আসবে)" হোযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "সে মন্দের পরে কি কোনো ভালো যুগে আসবে?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ (আসবে) তবে তা নির্ভেজাল হবে না। (অর্থাৎ তা কোনো মন্দের সাথে মিশ্রিত হবে।)

হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "কিভাবে তা নির্ভেজাল হবে না?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "লোকজন আমার পথ (পদ্ধতি) ছাড়া অন্য পথ (পদ্ধতি) এবং আমার হেদায়াত ছাড়া অন্য হেদায়াত (নির্দেশিকা) মানবে। তুমি তাদের কিছু কাজকে অনুমোদন, সমর্থন বা ভালো মনে করবে এবং তাদের কিছু কাজকে অনুমোদন, সমর্থন বা ভালো মনে করবে না।

এরপরে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো জিজ্ঞেস করলেন, "সে (ভালো মন্দ মিশ্রিত) কল্যাণের পরে কি কোনো মন্দ (যুগ) আসবে?"

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ... দোজখের দরজার ওপরে ঘোষণা (আহ্বান)কারীগণ। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে দোজখের ভিতরে নিক্ষেপ করবে।"

হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি যদি সে যুগে পৌঁছে যাই তবে আপনি আমাকে (সে সময়ে) কী করতে আদেশ দেন।"

রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "সে সময়ে তুমি মুসলিমদের প্রধান ব্যক্তির (বা নেতার) অনুগত থাকবে।"

হোযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "যদি তাদের (সে সময়ের লোকদের) কোনো প্রধান ব্যক্তি বা নেতা না থাকে (তবে আমি তখন কী করব?)"

রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "ঐ অবস্থায় থাকলে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি সকল প্রকার দলাদলি থেকে দূরে থাকবে, এমনকি তোমাকে যদি গাছের মূল কামড়ে থাকতে হয় তবুও।" (বুখারী-৩৬০৬ এবং ইবনে মাজাহ-৩৯৭৯)

রাসূল ﷺ-এর ভেদ (গোপন রহস্য) রক্ষক

রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রাসূল ﷺ তাবূকের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পরে রোমান সৈন্যদের কাছে রাসূল ﷺ-এর সৈন্যসহ আগমন সংক্রান্ত সংবাদ পৌঁছে গেল। আল্লাহ তায়ালা তাদের (রোমানদের) অন্তরে ভয় (আতংক) ঢুকিয়ে দিলেন। তাই তারা বিপদজনক মোকাবিলার বদলে নিরাপত্তাকে পছন্দ করে (অগ্রাধিকার দিয়ে) শামদেশে (বর্তমান সিরিয়া ও আশেপাশে অঞ্চলে) পালিয়ে গেল। আর এ কারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন- نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ

অর্থ : "আমাকে ভয় দ্বারা এক মাসের পথের যাত্রা (অভিযান) থেকে সাহায্য করা হয়েছে (অব্যাহতি দেয়া হয়েছে)।" (সহীহ বুখারি-৩৩৫)

(অর্থাৎ যারা এতোটা দূরে ছিল যে, তাদের কাছে পৌঁছতে রাসূল ﷺ-কে কমবেশি একমাস সফর করতে হতো তারা অনুপস্থিতির মাধ্যমে (হাজির না হয়ে) পরাজিত হলো। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তরে আতংক (ভয়) ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এভাবেই যুদ্ধ প্রতিহত করা হয়েছিল। মদীনাতে ফিরতি যাত্রাতে মুনাফিকরা নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল রাসূল ﷺ-কে কোনো পাহাড়ি রাস্তার চূড়া থেকে নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া। এই পরিকল্পনার কথা রাসূল ﷺ-কে (আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আগে ভাগেই) জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। রাসূল ﷺ লোকজনকে কোনো উপত্যকা দিয়ে ভ্রমণ করতে বললেন, পক্ষান্তরে তিনি ﷺ নিজে পাহাড়ি পথ ধরে ভ্রমণ করবেন মনস্থ করলেন। যেসব মুনাফিকরা রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য তারা তাদেরকে ঢেকে নিয়ে (বস্ত্রাবৃত করে) পাহাড়ি পথে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু রাসূল ﷺ একাকী ভ্রমণ করেননি। তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ও হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর সাথে সাথে হাঁটতে আদেশ করলেন। আম্মার ইবনে ইয়াসির তাদের বাহনের উটের লাগাম ধরলেন আর হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু উটকে (দ্রুত চলার জন্য) তাড়া দিতে লাগলেন। মুনাফিকরা যখন বাহনের উটের উপর থেকে নামলো এবং যখন তারা অপ্রত্যাশিতভাবে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখল তখন তারা পালিয়ে গিয়ে অবশিষ্ট (অন্যান্য) লোকদের মাঝে মিশে গেল– যাতে তারা অজ্ঞাতই থেকে যায় (ধরা না পড়ে)।

রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি তাদেরকে চিনতে পেরেছ?"

হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "রাতের আঁধারে আমি শুধুমাত্র তাদের বাহনের উটগুলোকেই চিনতে পেরেছি।" আল্লাহর রাসূল ﷺ যেসব মুনাফিকদেরকে চিনতেন এবং তিনি হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন তারা কারা ছিলেন, তবে তাঁকে আদেশ করেছিলেন তাদের পরিচয় গোপন রাখতে। হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দিবেন না?" রাসূল ﷺ বলেছিলেন–

اَكْرَهُ اَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ.

www.pathagar.com

অর্থ : "মানুষেরা বলবে যে, মুহাম্মদ তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করে এটা আমি অপছন্দ করি।"

(আহমদ-৫/৪৫৪ এবং বায়হাকি দালায়েলে-৫/২৬০ ইবনে ইসহাক থেকে)

রাসূল ﷺ কেবলমাত্র হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছেই মুনাফিকদের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন। আর এ কারণেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের সময় (শাসনকালে) কেউ মারা গেলে কেবলমাত্র হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেই তবে তিনি (উমর) তাঁর জানাযার নামায আদায় করতেন। যদি হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তির জানাযাতে উপস্থিত না থাকতেন তবে যে ব্যক্তি মারা গেছে সে মুনাফিক এ কথা বুঝতে পেরে তার জানাযার নামাজ আদায় করা থেকে তিনি (উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিরত থাকতেন।

হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য রাসূল ﷺ-এর কিছু দিক-নির্দেশনা

একদিন হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে প্রবেশ করে রাসূল ﷺ-কে বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন। হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই কল্যাণের (ইসলামের) যুগের পূর্বে যেমন মন্দ (জাহেলি) যুগ ছিল তেমনি কি এই (কল্যাণের তথা ইসলামের) যুগের পরে (আবার) মন্দ (যুগ) আসবে?" (এতে) রাসূল ﷺ অন্য দিকে তাঁর চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন; কিন্তু হোযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনবার এ প্রশ্ন করলেন। এরপরে তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, "এ ভালো যুগের পরে আবার মন্দ যুগ আসবে কি?"

এবার রাসূল ﷺ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ফিতনা তথা অন্ধত্ব আসবে {অর্থাৎ লোকজন সত্য বিষয়ের ব্যাপারে অন্ধ (অজ্ঞ) থাকবে অথবা ব্যাপারাদি এতটাই গোলমেলে হবে যে, লোকেরা অন্ধ (অজ্ঞ) থাকবে। এ অর্থে যে, খুনির হত্যাকারী কে তা জানা যাবে না।} লোকজন অন্ধকারে (অজ্ঞতায়) নিমজ্জিত থাকবে এবং তারা সত্য কথা শুনবে না (বুঝবে না)। জাহান্নামের দরজায় (দাঁড়িয়ে) আহ্বানকারীরা ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামের ভিতরে নিক্ষেপ করবে।"

(মুসনাদে আহমদে হোযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত)

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর অন্তিম অসুখের সময় হোযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (র) রাসূল ﷺ-কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপরে হেলানরত অবস্থায় দেখলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যেন সরে বসেন এবং যাতে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর {আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর} স্থানে বসতে পারেন এ আশায় হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে হাসানের পিতা! আমি দেখছি যে, তুমি (বহুরাত জেগে জেগে) আজ রাতে ক্লান্ত হয়ে গেছ, তুমি সরে বসলে আমি সাহায্য করতে পারতাম।" রাসূল ﷺ হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "তাঁকে থাকতে দাও। কেননা, তাঁর স্থানে সে তোমার চেয়ে বেশি হকদার (অধিকারী)।" রাসূল ﷺ-এর পরে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইশারা দিয়ে বললেন, "আমার কাছে আস, হে হোযাইফা! যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই, তাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই এবং (এটাও সাক্ষ্য দিবে যে,) মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন "হে আল্লাহর রাসূল এ কথা কি আমার গোপন রাখা উচিত, না কি এ কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করা উচিত?" রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন। "এ কথা বরং অন্যের কাছে বর্ণনা করিও।"

এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক : আপনার সকাল কেমন কাটল?" তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে রাসূল ﷺ বললেন–

يَا حُذَيْفَةَ اِنَّهُ مَنْ خَتَمَ اللهُ لَهُ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَرَادَ بِهِ اللهَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اَطْعَمَ جَائِعًا اَرَادَ بِهِ اللهَ تَعَالَى اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ كَسَا عَرِيًا اَرَادَ بِهِ اللهَ تَعَالَى اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "হে হোযাইফা! কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিনের রোযা রেখে মৃত্যু বরণ করলে (ইংরেজি অনুবাদ অনুযায়ী বাংলা অনুবাদ করা হলো- বাংলা অনুবাদক) আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, কেউ

www.pathagar.com

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ালে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে পোশাক পরিয়ে দিলে (দান করলে বা যোগাড় করে দিলে) আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর নবী! আমার কি এ হাদীসকে গোপন রাখা উচিত' না কি অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিৎ?

রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, তুমি বরং এ হাদীস-কে অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।"

এ হাদীস বর্ণনা করার পরে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : "সর্বশেষ এ কথাই আমি আল্লাহর রাসূলের কাছ (দরবারে) থেকে শুনেছি।"

(তারীখে ইবনে আসাকীর-১৩/১৮৮ (আবু ইয়ালা হতে)

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ

কাদিসিয়াহ, জাজিরাহ ও নাসিবিন ইত্যাদি সকল যুদ্ধেই হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বীরত্বের সাথে ও দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। 'নাহাওয়ান্দ' যুদ্ধে যখন মুসলিমদের নেতা 'নু'মান ইবনে মুকরিন' রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলেন। তখন হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা'য়ালা পারস্যের লোকজনের ওপরে মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন।

জজ (বিচারক) হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু

যুগে যুগে কখনো-কখনো মসজিদে নববীকে বর্ধিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং যখনই কোনো সময়ের কর্তৃপক্ষ মসজিদটিকে বর্ধিত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন তাকে ঐসব লোকদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে যাদেরকে বর্ধনের জন্য জায়গা করে দেয়ার জন্য তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতের সময় (শাসনামলে) এ ধরনের বর্ধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই তিনি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে গিয়ে বললেন, "হে আবুল ফজল, আমি সত্যিই আল্লাহর রাসূল ﷺ-

www.pathagar.com

কে বলতে শুনেছি তিনি ﷺ বলেছেন "আমরা মসজিদটিকে বর্ধিত করবো।" আপনার বাড়ি মসজিদটির কাছে। তাই আপনি এটিকে (জায়গাসহ আপনার বাড়িটিকে) আমাদেরকে দিয়ে দিন, যাতে করে আমরা এটিকে (জায়গাসহ আপনার বাড়িকে) মসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি। আর আমি আপনার জন্য এমন কিছু জায়গা চেষ্টা করে আয়ত্ত করব যা আপনার জায়গার চেয়ে বড়।"

রাসূল ﷺ-এর চাচা উত্তর দিলেন, "আমি এমন কাজ করবনা।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে আমি আপনাকে এমন কাজ করতে বাধ্য করব।"

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ওকাজ করার অধিকার আপনার নেই।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, (আমাদের কাছে) এ (জায়গা) টাকে বিক্রি করে দিন।" আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "আমি এ টাকে বিক্রি করবো না।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে আমি এটিকে আপনার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে নিব।"

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ও কাজ করার অধিকার আপনার নেই।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে আপনার মাঝে ও আমার মাঝে কাউকে সত্যানুযায়ী বিচার করতে নিয়োগ দিন।"

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে (বিচারক হিসেবে) মনোনীত করলেন। তারা উভয়ে হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে যা ঘটেছে তা বলার পরে তিনি (হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, "এ বিষয়ে আমার কাছে তথ্য আছে।" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "কী এই তথ্য?"

এরপরে হোযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

তাঁর বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা

একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে হোযাইফা! আজ সকাল কেমন কাটল?"

হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "আমি ফিতনার ভালোবাসা নিয়ে এবং সত্যের প্রতি ঘৃণা নিয়ে জেগে উঠেছি। অযু ছাড়া সালাত পড়েছি এবং এ

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আমার যা আছে তা আল্লাহর না আছে পৃথিবীতে আর না আছে আসমানে।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, "হে হোযাইফা! আপনি কী বললেন? ফিতনার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে ও সত্যের প্রতি ঘৃণা নিয়ে আপনি জেগে উঠেছেন? অযু না করে আপনি সালাত পড়েছেন। আর এ পৃথিবীতে আপনার যা আছে তা আল্লাহর না আছে পৃথিবীতে আর না আছে আকাশসমূহে?"

নিখুঁত ধীরতার সাথে হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ কানে যা শুনেছেন তা বিশ্বাস না করাতে প্রথমে তিনি (এ কথাগুলোকে) বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু এবার তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তিনি সঠিকভাবেই শুনেছেন। ঐ মুহূর্তে যদি তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আসতে না দেখতেন তবে তিনি হয়তো হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতেন। তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চিৎকার করে বললেন, "হে হাসানের পিতা! এখানে আসুন।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন, "হে হাফছার পিতা (অর্থাৎ উমর), আপনার কী হয়েছে? আমি আপনার চেহারাতে রাগ দেখছি।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "এতো হোযাইফা ইবনুল ইয়ামানের কারণে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর সকাল কীভাবে কেটেছে, আর সে বলল, 'আমি ফিতনার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে ও সত্যের প্রতি ঘৃণা নিয়ে জেগে উঠেছি। আমি অযু ছাড়া সালাত পড়েছি এবং এ পৃথিবীতে আমার যা আছে তা আল্লাহর না আছে পৃথিবীতে আর না আছে আকাশসমূহে।"

মহান পণ্ডিত ও বিচারক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হেসে বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, আবু আব্দুল্লাহ (হোযাইফা) সত্য কথাই বলেছে।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা শুনলেন তাতে আবারো বিস্মিত হয়ে বললেন, "হে হাসানের পিতা! তা কীভাবে?"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তিনি ফিতনাকে ভালোবাসেন এর অর্থ হলো তিনি সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসেন। কেননা, মহান আল্লাহ বলেছেন–

www.pathagar.com

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

অর্থ : "তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি ফিতনা মাত্র।"

(সূরা তাগাবুন : ১৫ আয়াত)

এরপরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, "তিনি যে সত্যকে ঘৃণা করেন এর অর্থ তিনি মৃত্যুকে অপছন্দ করেন কেননা, হকের (সত্যের) একটি গুঢ়ার্থ হলো মৃত্যু; প্রতিটি জীবকেই মৃত্যু পাকড়াও করবে এজন্য মৃত্যুকে হক বা সত্য বলা হয়)।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কীভাবে তিনি অযু ছাড়া সালাত পড়লেন এবং কীভবে তিনি দাবি করতে পারেন যে, এ পৃথিবীতে তাঁর যা আছে তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর না আছে পৃথিবীতে আর না আছে আকাশসমূহে?"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "তিনি যে কোনো সময়েই (অযু ছাড়া) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করেন (অযু ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা যায়)। আর পৃথিবীতে তাঁর যা আছে তা আল্লাহর না আছে পৃথিবীতে আর না আছে আকাশসমূহে-এর অর্থ হলো, হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী ও সন্তান আছে। কেননা, আল্লাহর না আছে স্ত্রী আর না আছে সন্তান।

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ.

অর্থ : "যখন না কি তাঁর স্ত্রী-ই নেই তখন কীভাবে তাঁর সন্তান থাকতে পারে? (সূরা আন'য়াম : ১০১ আয়াত)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হে হাসানের পিতা! আল্লাহ সাক্ষী! হোযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে আমার মনে সন্দেহ নামে যা ছিল তা আপনি দূর করে দিয়েছেন।"

তাঁর মৃত্যু

ছত্রিশ হিজরি সনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার চল্লিশ দিন পরে হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

৮.

আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূল ﷺ তাদেরকে এক মহাপুরস্কারের শুভ সংবাদ দিয়ে অভিবাদন করলেন–

صَبْرًا اٰلَ يَاسِرٍ. فَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ.

অর্থ : "হে ইয়াছিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধরো। কেননা, তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো জান্নাত।"

(হাকিম-৩/৩৮২ ও মাজমা-৯/২৯৩)

বংশ পরম্পরা

তিনি হলেন আম্মার ইবনে ইয়াছির ইবনে আমের ইবনে মালেক ইবনে কিনানাহ ইবনে কাইস ইবনে হুছাইন ইবনে রাযীম ইবনে ছা'লাবাহ ইবনে আউফ ইবনে হারিছাহ ইবনে আমের ইবনে ইয়াম ইবনে আবছ ইবনে মালেক আনছি। তাঁর মাতার নাম সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত রাদিয়াল্লাহু আনহা।

উপনাম (কুনিয়াহ বা ডাকনাম)

তিনি আবুল ইয়াকজান উপনামে (কুনিয়াতে বা ডাকনামে) পরিচিত ছিলেন।

বনী মাখযুম গোত্রের সাথে সম্বন্ধ

আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইয়ামেন আসেন তখন তিনি মাখযুম গোত্রের আবু হোযাইফাহ ইবনে মুগীরাহ এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। আবু হোযাইফাহ ইবনে মুগীরাহ সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত নামে তার এক দাসীকে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বিয়ে দেন। বিয়ের পরে অচিরেই (অতিরিক্ত সময় না নিয়েই) সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত সন্তান প্রসব করেন। আবু হোযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবজাতককে মুক্ত করে দেন। এভাবে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুও বনী মাখযুম গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হন। আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাল্যকালে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ-এর একজন বন্ধু ছিলেন। কেননা, তাঁরা উভয়ে সমবয়সী ও সমমনা ছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ ও অত্যাচার সহ্যকরণ

ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে মুসলিমরা অধিকাংশ সময় কাটাতেন একটি গোপন মিলনাতনে-আরকাম ইবনে আবুল আরকাম মাখযুমির বাড়িতে। আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সুহাইব ইবনে সিনান রূমি উভয়ে একই দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়িতে পৌঁছা মাত্রই তিনি যে কল্যাণ (ইসলাম) নিয়ে এসেছেন তা প্রচার করতে কোনো সময় নষ্ট করেননি (দেরী করেননি); তাই তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে ইসলাম সম্বন্ধে বললেন। তাঁরা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিবার সেসব গোপন কয়েকজন ব্যক্তির সাথে যোগ দিলেন যারা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক দিনগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সে সময়ে যদিও কিছু মুসলিম তাদের ইসলাম (গ্রহণের কথা) গোপন রেখেছিলেন তবুও আম্মার (র)-এর পরিবার প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী। যা হোক এর ফল হলো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে অত্যাচার করার দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপতো যে নাকি তার (ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির) নিকটতম (আত্মীয় বা বন্ধু)। তাই যদি কোনো দাস ইসলাম গ্রহণ করত তবে মনিবের দায়িত্ব ছিল তাকে (দাসকে) ইসলাম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত অত্যাচার করা। ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি মক্কার সমাজের কোনো নেতা বা উচ্চপদস্থ সদস্য না হতেন তবে তাকে অত্যাচার করার দায়িত্ব ছিল তার নিজের গোত্রের নেতাদের ওপর। যাতে কোনো লোক বলতে না পারে যে, অন্য গোত্রের লোকেরা তাদের গোত্রের লোককে (আত্মীয়কে) হত্যা করেছে– এমনটি হলে (অন্য গোত্রের লোকেরা হত্যা করলে) প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকবে। যারা কোরাইশ ছিল না কিন্তু অন্য অঞ্চল থেকে এসেছিল তাদেরকে বিশেষ কোনো বংশের (গোষ্ঠীর) সাথে সম্বন্ধ (আত্মীয়তা) করতে হতো। যদি কোনো (এরূপ) বহিরাগত লোক ইসলাম গ্রহণ করত তবে তাঁকে অত্যাচার করার দায়িত্ব ছিল ঐ বংশের সদস্যদের যে বংশের সাথে সে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। যেহেতু আম্মার ইবনে

www.pathagar.com

ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিবার বনী মাখযুম গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তাই বনী মাখযুম গোত্রের সদস্যরাই (লোকেরাই) আম্মার ইবনে ইয়াছির (র)-এর পরিবারকে বারবার অত্যাচার করেছিল। তারা আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বের করে মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপরে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহের ওপরে কঠোর শাস্তি দিয়েছিল। তাদেরকে যখন অত্যাচার করা হচ্ছিল তখন রাসূল ﷺ তাদের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার কোনো উপায় তার সাধ্যে (ক্ষমতায়) ছিল না। তিনি তাদেরকে এক মহাপুরস্কারের শুভ সংবাদ দিয়ে অভিবাদন করলেন–

صَبْرًا اٰلَ يَاسِرٍ. فَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ.

অর্থ : "হে ইয়াছিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধরো। কেননা, তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো জান্নাত।" (হাকিম-৩/৩৮২ ও মাজমা-৯/২৯৩)

হারিছ ও আবু নো'মান কর্তৃক ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হিলইয়াতে বর্ণিত আছে, "হে ইয়াছিরের পরিবার!, তোমরা ধৈর্য ধরো। কেননা, তোদের (চূড়ান্ত) গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত।"

তোমার মনের কী অবস্থা হয়?

মুসলিমদেরকে অত্যাচার করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রাগ প্রকাশ করাই ছিল না। {(যদিও এতে কিছুটা কাজ হতো। কেননা, কোরাইশ নেতারা প্রায়ই তাদের নিজেদের আত্মীয়দেরকে (এভাবে রাগ দেখিয়ে) অত্যাচার করত} বরং তাদেরকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করে কোরাইশদের বহু দেব-দেবীর উপাসনাতে (পূজাতে) ফিরে আসার জন্য বাধ্য করার জন্য এ অত্যাচার ছিল। একদিন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাংঘাতিকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছিল এবং যতক্ষণ না তিনি রাসূল ﷺ এর কুৎসা রটনা করবেন ও তাদের দেব-দেবীদের প্রশংসা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে অত্যাচার করা বন্ধ হবে না। সে অত্যাচার শেষ হওয়ার পরে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু দারুল আরকামের গোপন সম্মেলনে গেলেন এবং তাঁকে দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার খবর কি?"

www.pathagar.com

তিনি উত্তর দিলেন, "মন্দ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যতক্ষণ না আপনাকে মন্দ বলেছি এবং তাদের দেব-দেবীকে ভালো বলেছি ততক্ষণ তারা আমাকে (অত্যাচার করা থেকে) ছাড়েনি।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মনের কী অবস্থা?"

আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "আমি দেখছি যে, আমার মনে ঈমান আছে।"

রাসূল ﷺ বললেন, "তারা যদি আবারো তোমাকে অত্যাচার করে তবে তুমি ঐ একই কাজ করে ফিরে আসবে। কেননা, তুমি তা করবে অত্যাচারের কারণে-যাতে তারা যা বলতে বলে তা বলার জন্য ক্ষমা পাবে।"

তখন আল্লাহ তায়ালা (নিম্নোক্ত) আয়াত নাযিল (অবতীর্ণ) করলেন–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অর্থ : "ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি নিজের অন্তর ঈমানের প্রতি আশ্বস্ত থাকা অবস্থায় জুলুম-নির্যাতনের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বে আল্লাহর প্রতি কুফরি (অবিশ্বাস) বাক্য উচ্চারণ করলো (সে ব্যক্তি ক্ষমা পাবে)।"

(সূরা নাহল : ১০৬ আয়াত)

পরে যখন মুশরিকরা আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অত্যাচার করতে এলো তখন তারা আগুন দ্বারা তাকে নির্যাতন করছিল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে বললেন–

يَانَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ.

অর্থ : "হে আগুন! তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর প্রতি যেরূপ শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে গিয়েছিলে, আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতিও তদ্রুপ শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।" (ইবনে সা'দ-৩/১৮৮)

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম শহীদ

আল্লাহর শত্রু ও এ জাতির ফেরাউন আবু জেহেল ইবনে হিশাম ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ও সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বল প্রয়োগে কোরাইশদের ধর্মে তথা লাত, উযযা ও অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা (পূজা) থেকেও ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। তারা উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহ সাক্ষী! ঈমান আনার পরে আমরা আর কখনো কুফরিতে ফিরে যাব না। তখন আবু জেহেল (লা':) ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীরে একটি বর্শা ঢুকিয়ে দিল। এরপরে আবু জেহেল (লা':) সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে দুটি উটের মাঝখানে বাঁধল। যখন সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন তখন সে (আবু জেহেল) তাঁর দেহে একটি বর্শা বিদ্ধ (প্রবিষ্ঠ) করে (ঢুকিয়ে) দিল। এভাবে তিনি ও তাঁর স্বামী ইসলামের প্রথম দু'জন শহীদ হয়ে গেলেন।

আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সীমালঙ্ঘনকারী দল হত্যা করবে :

আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মদীনাতে হিজরত করে গেলেন তখন তাঁর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে কুবা নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন। মসজিদ নির্মাণকালে রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ এক সময় একটি করে (বৃহৎ) ইট বহন করছিলেন। পক্ষান্তরে, আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এক সময়ে দুটি করে (বৃহৎ) ইট বহন করছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তা দেখে বললেন–

(اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْ عَمَّارٍ وَيَحْكَ ابْنُ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَاٰخِرُ زَادِكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيَاحٌ مِنْ لَبَنٍ) اَللَّبَنُ الْخَائِرُ : يُصَبُّ فِيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ يُخْلَطُ.

অর্থ : "হে আল্লাহ! আম্মারের মাঝে বরকত দাও। সুমাইয়ার পুত্র (অর্থাৎ আম্মার) তুমি মর (আদরের সম্বোধন)! তোমাকে সীমালঙ্ঘনকারী দল হত্যা করবে। আর দুনিয়াতে তোমার শেষ খাবার হবে পানি মিশ্রিত দুগ্ধ।" (ইবনে আসাকীর-৪৬/২৯৯)

www.pathagar.com

পরে এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "একটি পাথর এসে আম্মারের ওপরে পড়ে, এতে আম্মার মারা গেছে।" রাসূল ﷺ বললেন–

مَا مَاتَ عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

অর্থ : "আম্মার মারা যায়নি, তাকে সীমালঙ্ঘনকারী দল হত্যা করবে।"

(ইবনে আসাকীর-৪৬/২৯৪, বুখারি-২৮১২)

বদরের (যুদ্ধের) দিন

বদরের (যুদ্ধের) দিনে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কৃতিত্ব ছিল সত্যিই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সম্ভবত তিনি আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে সে দিন শুভ সংবাদ শুনতে পেরে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি খুশি (সন্তুষ্ট) হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু জেহেলের মাথা নিয়ে এলেন তখন রাসূল ﷺ আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "তোমার মায়ের হত্যাকারীকে আল্লাহ তা'য়ালা হত্যা করেছেন।"

আল্লাহর রাসূলের দরবারে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা

আল্লাহর রাসূল ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াছির রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সর্বদা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও হাসিমুখে অভিবাদন জানাতেন। রাসূল ﷺ বলেছেন–

اَبُو الْيَقْظَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ اَبُو الْقَيْظَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ اَبُو الْقَيْظَانِ عَلَى الْفِطْرَةِ لَا يَدَعُهَا حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ يَمَسَّهُ الْهَرَمُ.

অর্থ : "আবুল ইয়াকজান (ইয়াকজানের পিতা) স্বভাব ধর্মের (ইসলামের) উপরে আছে, আবুল ইয়াকজান স্বভাব ধর্মের ওপরে (প্রতিষ্ঠিত) আছে। আবুল ইয়াকজান স্বভাব ধর্মের ওপরে আছে। মৃত্যুর আগে অথবা বার্ধক্য কবলিত (পীড়িত) হওয়ার আগে সে এ ধর্মকে ত্যাগ করবে না।"

(ইবনে সা'দত- ৩/১৯৯ এবং মাজমা-৯/২৯৫)

www.pathagar.com

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছেন–

اِبْنُ سُمَيَّةَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَرْشَدَهُمَا.

অর্থ : "ইবনে সুমাইয়াকে (আম্মারকে) দুটি বিষয়ের একটিকে পছন্দ করতে বাধ্য করা হলে সে অধিক সঠিক বিষয়টিকে বেছে নিবে।"

(ইবনে মাজাহ ১৪৬, আহমদ-৬/১১৩)

আরো একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

مُلِئَ عَمَّارٌ اِيْمَانًا اِلٰى مُشَاشِهِ.

অর্থ : "আম্মার তাঁর রক্ত মাংস অস্থি-মজ্জা তথা তাঁর অস্তিত্ব ঈমানে ভরপুর।" (ইবনে মাজাহ-১২০)

যে ব্যক্তি আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ঘৃণা করে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন

একবার খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আম্মার ইবনে ইয়াছির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়লেন। তর্ক ক্রমশঃ তীব্র হতে হতে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেল যে, তারা একে অপরকে অন্যকে কঠোর কথা বলতে লাগলেন। তখন খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এই অক্ষম (বিকলাঙ্গ) দাসের প্রতি সন্তুষ্ট– যে নাকি আমাকে অভিশাপ দেয়?"

রাসূল ﷺ বললেন–

مَنْ يُّحَقِّرْ عَمَّارًا يُحَقِّرُهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا يَسُبُّهُ اللّٰهُ, وَمَنْ يُّبْغِضْ عَمَّارًا يُبْغِضُهُ اللّٰهُ

অর্থ : "যে ব্যক্তি আম্মারকে অবজ্ঞা করে আল্লাহ তাকে অবজ্ঞা করেনঃ যে ব্যক্তি আম্মারকে গালি দেয় আল্লাহ তাকে গালি দেন। যে ব্যক্তি আম্মারকে ঘৃণা করে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। (মাজমা-৯/২৯৪)

www.pathagar.com

এ ঘটনা সম্বন্ধে অন্য বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّ عَمَّارًا اِنَّهُ مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللّٰهُ, وَمَنْ يُبْغِضْ عَمَّارًا يُبْغِضْهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يُسَفِّهُ عَمَّارًا يُسَفِّهُهُ اللّٰهُ وَمَنْ يُحَقِّرْ عَمَّارًا يُحَقِّرْهُ اللّٰهُ.

অর্থ : "হে খালিদ! আম্মারকে মন্দ বলো না। কেননা, যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা করেন। যে ব্যক্তি আম্মারকে ঘৃণা করে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। যে ব্যক্তি আম্মারকে মন্দ বলে (গালি দেয়), আল্লাহ তাকে গালি দেন (মন্দ বলেন)। যে ব্যক্তি আম্মারকে অমর্যাদা করে, আল্লাহ তাকে অমর্যাদা করেন আর যে ব্যক্তি অম্মারকে অবজ্ঞা করে আল্লাহ তাকে অবজ্ঞা করেন।"

(তাবারানি-৩৯৩, মুসতাদরাকে হাকিম-৩/৩৮৯ এবং মাজনা-৯-২৯৩)

(এ কথা শুনে) সাথে সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মার (র)-এর (নাগাল ধরতে তাঁর) পিছু ছুটলেন। যখন তিনি তাঁর নাগাল পেলেন তখন তিনি তাঁর কাপড় ধরে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে শান্ত ও খুশি করতে চেষ্টা করলেন যতক্ষণ না আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি হয়েছেন ও তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন। পরে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি সে দিন থেকে সর্বদা তাঁকে ভালোবাসতাম।"

রাসূল ﷺ-এর সাহাবিদের মাঝে তাঁর এতো উচ্চ মর্যাদা ছিল যে, রাসূল ﷺ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন–

اِقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَدُوْا بِهَدِىْ عَمَّارٍ.

অর্থ : "তোমরা আমার পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এ দুজনের আদর্শ অনুসরণ করিও এবং আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হেদায়াত (দিক-নির্দেশনা) মান্য করিও।" (তিরমিযী : ৩৮০৫)

www.pathagar.com

খলিফাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাজ করা

রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সে সবগুলোতেই আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পরেও আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু একেবারে তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (যুদ্ধ) করে গেছেন। কেননা, রাসূল ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে তাঁকে সীমালঙ্ঘনকারী দলের হাতে নিহত (শহীদ) হবেন।

اَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (সীমালঙ্ঘনকারী দল) বলতে বুঝায় যখন দুটি মুসলিম দল একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন যে দলটি ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সে দল।'

{এখানে সীমালঙ্ঘনকারীদল (اَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ) দ্বারা ঐ মুনাফিক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য যারা দু'মুসলিম দলের মাঝে ঝগড়া বাধায়। বাংলা অনুবাদক।}

যখনই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (জিহাদ) করার আহ্বান এসেছে তখনই আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু কালবিলম্ব না করে; বরং দ্রুত মুসলিম সৈন্য দলে (সারিতে) যোগ দিয়েছেন। আর এ কারণেই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত (শাসন) কালে ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধের সময়ে তিনি তা-ই (মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ) করেছিলেন।

খালেদ বিন ওয়ালিদের সৈন্যদলের সাথে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু জিহাদে বেরিয়ে গেলেন। তাদেরকে মিথ্যা নবী হওয়ার দাবিদার মিথ্যুক মোসাইলামার সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সোমাইলামা কাজ্জাব মিথ্যুক নবী হওয়ার দাবি করে বিধর্মী (বেদীন) হয়ে গিয়েছিল এবং তার লোকজন তাকে যতটা না অনুসরণ করেছিল তাকে বিশ্বাসের কারণে তার চেয়ে বেশি (অনুসরণ) করেছিল গোত্রের অহংকার (গোত্রপ্রীতি)-এর কারণে। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে (প্রথম ভাগে) মুসলিমগণ পরাজিত হচ্ছিলেন, অবস্থা যখন ভয়ানক দেখা যাচ্ছিল তখন আম্মার ইবনে ইয়াছির একটি (উঁচু) পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "হে মুসলিমগণ!

www.pathagar.com

তোমরা জান্নাত থেকেই পালিয়ে যাচ্ছ। আমি আম্মার ইবনে ইয়াছির ..... তোমরা আমার চারপাশে জড়ো হও।" এরপরে তিনি তাঁর ঘোড়া নিয়ে শত্রু সেনাদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রণভঙ্গ দেয়ার কোনোরূপ মনোভাব (ইচ্ছা) না নিয়েই তিনি আগাতে লাগলেন। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি ইয়ামামার (ধর্মত্যাগীদের) যুদ্ধের দিনে আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্ভয়ে ও দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করতে দেখেছি। আমি তাঁর কান কাটা দেখেছি ও তা থেকে শব্দ হচ্ছিল (সম্ভবত তা ঝুলছিল ও দুলছিল)।" ধর্মত্যাগীদের (বিরুদ্ধে) যুদ্ধে মুসলিমগণ বিজয়ী হওয়ার পরে 'আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিরাপত্তার হস্য বাড়িতে ফিরে না এসে বরং শামগামী সেনাদলের সামনের কাতারে এগিয়ে গিয়ে একজন আস্থাভাজন ও সাহসী (বীর) যোদ্ধা হিসেবে থেকে গেলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে মুসলিমগণ বাইয়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করার পরে তিনি মুসলিম জাতির ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন অঞ্চলের (প্রাদেশিক) শাসক নির্বাচন করার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক ছিলেন। সাধারণ গণ্ডগোলের স্থান 'কূফা'র জন্য ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শাসক হিসেবে নিয়োগ দিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার জনগণের কাছে তাঁর নিয়োগের ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখলেন : অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তোমাদের নেতা হিসেবে এবং ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শিক্ষক হিসেবে ও (আম্মারের) মন্ত্রী হিসেবে পাঠাচ্ছি। অবশ্যই তাঁরা (দুজন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বদরি (বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবি।

কূফার জনগণের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বেশি সময় লাগেনি (অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কূফাতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন)। মহান সাহাবি ওসমান ইবনে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন "আমি নিশ্চিতরূপে এমন দু'ব্যক্তির কথা জানি, যাদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুকালে সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

www.pathagar.com

একবার আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি তাঁর চারপাশে লোকজনের চোখে-মুখে ভয়ের ভাব দেখতে পেয়ে যথাযথ শান্তভাব ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, "তোমরা ভয় পাচ্ছ যে, আমি আমার রোগ-শয্যায় মারা যাব? আমি যাকে ভালোবাসি তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দল আমাকে হত্যা করবে এবং আমার শেষ খাদ্য হবে দুধপান।"

কূফার গভর্নর (শাসক) হওয়ার কারণে যে সম্মান ও মর্যাদা আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু লাভ করেছেন তা সত্ত্বেও তিনি বিনয়ী ও অপরিবর্তিত থেকে ছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্য চাকর না রেখে তিনি (আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই) বাজার থেকে শসা কিনে সেগুলোকে রশি দিয়ে বেঁধে তাঁর পিঠে করে বাড়িতে পৌঁছতেন। একবার কূফার এক লোক তাঁকে বললেন, "হে কানকাটা!।" এটা শাসকের অপমান ছিল। আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু কী করলেন? তিনি কি লোকটিকে জেলে বন্দি করেছিলেন নাকি তাকে অত্যাচার করেছিলেন (শাস্তি দিয়েছিলেন)? তাঁর মহান চরিত্র ও স্বভাবের বদৌলতে তিনি উপরিউক্ত কোনোটাই করেননি। তিনি শুধুমাত্র উত্তর দিলেন, "এটা সত্যিই এমন একটি মহান কান-যা আল্লাহর রাস্তায় (আমি যখন জিহাদ করছিলাম তখন) হারিয়েছে।"

ফেতনার যুগ ও আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু (শাহাদাত)

ফেতনার যুগ বলতে মুসলিমদের মাঝে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বুঝায়। বাস্তবিকই ফেতনার যুগ জটিল যুগ। দুটি বিরোধী দলের মাঝে মুনাফিকদের অনুপ্রবেশের কারণেই এসব ফেতনা সবচেয়ে বেশি জটিল হয়েছে। উভয় দলের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য যে সব মুনাফিকদের চেষ্টার কারণে এবং অন্যান্য কারণেও যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ফেতনাতে পরিণত হয়েছে, সে সব ঘটনার ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই সেসব সাহাবিদের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতে হবে– যারা দ্বন্দ্বে (বা যুদ্ধে) জড়িত ছিলেন। বলা হয় যে, আমরা অবশ্যই জানি যে,

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সঠিক দলে ছিলেন এবং শাম দেশের লোকজন ভ্রান্ত দলে ছিল– এ কথা আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। কেননা, এযাবৎ আমাদের কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, "সীমালঙ্ঘণকারী দল তোমাকে হত্যা (শহীদ) করবে।"

ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত (শহীদ) হওয়ার পরে জনগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বাইয়াত (আনুগত্যের অঙ্গিকার) করেন। এভাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চতুর্থ খলিফা বানানো হলো। এতে শামদেশে সমস্যা দেখা দিল। সেখানে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যরা দাবি করছিলেন যে, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুনীকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হোক। সংক্ষেপে, সে সব খুনী ও তাদের সহযোগী চক্রান্তকারীরাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মাঝে বিরোধের বীজ বপন করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রসঙ্গগত: উল্লেখ্য যে, সে সব খুনী এবং তাদের সহযোগী চক্রান্তকারীরাই সীমালঙ্ঘনকারী দল। (اَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ)-বাংলা অনুবাদক।

বলাবাহুল্য যে, অবস্থা এতোটাই তিক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সেনাবাহিনী এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সেনাবাহিনীর মাঝে শামদেশে (সিরিয়া ও আশে-পাশের অঞ্চলে) যুদ্ধ করা হয়েছিল। এ দ্বন্দ্বে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কী ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল? তিনি তো প্রথমত, উপরোল্লিত হাদীসের কারণে বরং একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে দাঁড়ালেন (পক্ষ সমর্থন করলেন) একারণে নয় যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের লোক ছিলেন; বরং এ কারণে যে, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যের পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধ যখন শুরু হতে যাচ্ছিল তখন আম্মার সেনাবাহিনীর পতাকা লোকজনের মাথার ওপরে তুলে ধরে চিৎকার করে বললেন, "যার হাতে আমার জীবন তিনি সাক্ষী! আমি সত্যিই আল্লাহর রাসূলের সাথে এ পতাকার নিচে থেকে যুদ্ধ করেছি এবং আজ এখানে আমি এটা নিয়ে যুদ্ধ করছি। যার হাতে আমার জান তিনি সাক্ষী! যদি তারা (ইয়েমেনের খেজুর গাছ যুক্ত) ছাফাত হাজার নামক স্থানে পৌঁছে আমাদেরকে পরাজিত করতে চায়, তবে আমি

www.pathagar.com

জানতে (বুঝতে) পারব যে, আমরা সত্যিই সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা অবশ্যই ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে।" যখন আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আজ আমি আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে ও তাঁর সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ করব।" তখন আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীই সবচেয়ে বেশি ছিল যা নবী করীম ﷺ করেছিলেন। এরপর আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি পান করতে চাইলেন। কিন্তু একজন মহিলা পানির পরিবর্তে পানি মিশ্রিত পাতলা দুধ এনে তাঁকে দিলেন। তিনি এ দুধ পান করে বললেন, "অবশ্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে আমার শেষ ঢোক পান হবে দুধ।" শীঘ্রই তিনি বিরোধী সেনাদলের মাঝে সোজা ধাবিত হয়ে সাহসিকতার (বীরত্বের) সাথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত (শহীদ) হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

৯.

বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

একদিন ভোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে বললেন–

يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِيْ إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ, إِنِّيْ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ

অর্থ : "হে বিলাল! কিভাবে তুমি আমার আগে জান্নাতে গেলে? । যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনই আমি আমার আগে আগে তোমার পদধ্বনি (পায়ের শব্দ) শুনতে পেয়েছি। গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেও তোমার পায়ের শব্দ (পদধ্বনি) শুনতে পেয়েছি।"

(বুখারি-১১৪৯, তিরমিযী-৩৬৮৯ এবং মুসতাদরাক-৩/২৮৫)

বংশধারা ও তাঁর উপনাম

নাম বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু; তাঁর মা হামামাহ, মক্কায় জন্ম এবং তিনি (তাঁর মাতা) বনী জুমাহ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর উপনাম নিশ্চিতরূপে পরিচিত ছিল না। যা হোক, বলা হয় তাঁর উপনাম (কুনিয়াহ) হলো আবু আব্দুল করীম। যদিও কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁর কুনিয়াহ (উপনাম) হলো আবু আব্দুল্লাহ। যখন নাকি এটাও অন্যান্যরা মনে করেন যে, তাঁর কুনিয়াহ হলো 'আবু আমর।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ক্রীতদাস বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাথমিক (যুগের) একজন সাহাবি ছিলেন এবং তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হাবাশার লোক (হওয়ার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী) ছিলেন।

www.pathagar.com

কোরাইশদের হাতে নির্যাতন

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দাস-দাসীদের চেয়ে বেশি কেউই নির্যাতিত হতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যদের ব্যাপারে কমপক্ষে কোনো না কোনো ধরনের প্রতিরোধের ব্যবস্থা (রক্ষা কবচ) ছিল অথবা কিছু সামাজিক মর্যাদা তাদেরকে সাংঘাতিকভাবে নির্যাতিত হওয়া থেকে রক্ষা করত। যেহেতু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ক্রীতদাস ছিলেন, তাই তাঁকে নির্যাতন করার ব্যাপারে কোরাইশ নেতাদেরকে কোনোরূপ বিবেকের তাড়না (সহানুভূতি) ছিল না। কোরাইশ নেতাদের মধ্য থেকে তাঁর জন্য কোনো রক্ষাকারী বা পৃষ্ঠপোষক ছিল না এবং তিনি কোরাইশদের কারো আত্মীয় ছিলেন না। উমাইয়া ইবনে খালাফ বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মরুভূমির তপ্ত বালুতে মুখ থুবড়ে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পরে সে তাঁর দেহের ওপরে একটি ভারি পাথর চাপিয়ে দিত; ফলে পাথরটি রৌদ্রের তাপে গরম হতো ও তাঁকে বিশাল ওজনে চাপ দিত। তবুও বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন অত্যাচারকালেও ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চেতা (ঈমানদার) হয়ে থাকতেন। উমাইয়া ইবনে খালাফ তাঁকে বলত, "মুহাম্মদের প্রভুকে অবিশ্বাস কর তাহলেই যন্ত্রণা ও শাস্তির (নির্যাতনের) সমাপ্তি ঘটবে (শেষ হবে)। কিন্তু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু (এ কাজ করতে) প্রত্যাখ্যান করতেন। উত্তরে তিনি শুধুমাত্র বলতেন, "একমাত্র (সত্য) প্রভু, একমাত্র (সত্য) প্রভু" اَحَدٌ. اَحَدٌ

পরবর্তীতে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেন তিনি ঐ বিশেষ (নির্দিষ্ট) উত্তরটিই দিতেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, তাঁর প্রতি অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতনের জবাবে তিনি যত উত্তর দিয়েছেন সে সব উত্তরের মধ্য থেকে এ উত্তরটিই তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষেপিয়ে তুলত।

তাঁর মুক্তি

একদিন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্যাতনকারীরা তাঁকে এতো সাংঘাতিক শারীরিক নির্যাতন করল যে, তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই নাজুক হয়েছিল যে, কোরাইশরা বুঝতে পারল তিনি তাদের আর কোনো কাজে লাগবেন না। তখনই আবু বকর

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ক্রয় করার প্রস্তাব দিলেন এবং তাঁর (বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মালিক অবজ্ঞাভরে উপহাস করে বলল, "যদি তুমি এত (খুব অল্প পরিমাণ) টাকা দিয়ে তাকে ক্রয় কর, তবে আমি তাকে তোমার কাছে বিক্রি করে দিব। কেননা, সে আমার আর কোনো কাজে লাগবে না।" একজন ঈমানদারের যথাযথ মূল্যায়ন করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, সে যদি তাঁকে বিক্রি করে, তবে এত (খুব বেশি পরিমাণ) টাকার কমে না হলেও (অর্থাৎ এত) খুব বেশি পরিমাণ) টাকা হলেও তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ক্রয় করবেন। বলা হয় যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সাত আওয়াক (পরিমাণ) স্বর্ণ দ্বারা ক্রয় করেছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ক্রয় করার পরে তাঁকে আল্লাহর ওয়াস্তে (খাতিরে) মুক্ত করে দিলেন।

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হিজরত ও নতুন ভাই :

অন্যান্য মুসলিমদের সাথে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেছেন তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সে মসজিদের মুয়াজ্জিন হয়েছিলেন। আর যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দেন তখন তিনি আবু রুয়াইলাহ কাছয়ামি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই হিসেবে ভূষিত করেছেন।

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াজ্জিন ও মুসলিম কোষাধ্যক্ষ

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুব বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত উঁচু স্তরের একজন সাহাবি ছিলেন। তাঁকে শুধুমাত্র মুয়াজ্জিনের দায়িত্বই দেয়া হয়নি। অধিকন্তু, তাঁকে মুসলিম কোষাধ্যক্ষ হিসেবেও নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

একদিন ভোরে ফজরের ওয়াক্তে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গেলেন। তিনি আল্লাহর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিম্নোক্তভাবে অভিবাদন করলেন–

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপরে আল্লাহর শান্তি, করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। নামাজ (অর্থাৎ নামাজের সময় হয়ে গেছে), আল্লাহ

www.pathagar.com

আপনার ওপরে করুণা বর্ষণ করুন।" বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু উক্ত কথাগুলোকে দু বা তিন বার বললেন, তখন রাসূল ﷺ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। অতঃপর বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "ঘুম হতে নামাজ উত্তম।" اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

তখন রাসূল ﷺ জেগে উঠে বললেন-

اِجْعَلْهُ فِيْ اَذَانِكَ اِذَا اَنْتَ اَذَّنْتَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلْ :اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ, مَرَّتَيْنِ.

অর্থাৎ : "যখন তুমি ফজরের আজান দিবে তখন তুমি এ কথাটিকে তোমার আজানের অংশ বানিয়ে নিবে এবং দু'বার বলবে–

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

অর্থ : "ঘুম থেকে নামাজ উত্তম।" (সহীহ ইবনে মাজাহ-৫৯২)

জান্নাতে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু

একদিন ভোরে রাসূল ﷺ বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে বললেন–

يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِيْ اِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِيْ, اِنِّيْ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ

অর্থ : "হে বিলাল! কিভাবে তুমি আমার আগে জান্নাতে গেলে? । যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনই আমি আমার আগে আগে তোমার পদধ্বনি (পায়ের শব্দ) শুনতে পেয়েছি। গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেও তোমার পায়ের শব্দ (পদধ্বনি) শুনতে পেয়েছি।"

(বুখারি-১১৪৯, তিরমিযী-৩৬৮৯ এবং মুসতাদরাক-৩/২৮৫)

বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহ রাসূল!, যখনই আমি (বায়ু, মল-মূত্র ইত্যাদি ত্যাগ করি) আমার পবিত্রতা (অযু) নষ্ট করি তখনই আমি অযু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ি।"

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "ঐ দুই আমলের কারণেই (আমি জান্নাতে তোমার পদধ্বনি শুনেছি)।"

অন্য বর্ণনা মতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

بِلَالُ سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَتْبَعُهُ اِلَّا الْمُؤَذِّنُ وَالْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "কিয়ামতের দিন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু মুয়াজ্জিনদের সর্দার হবে। আর মুয়াজ্জিনগণ ছাড়া অন্য কেউ তাকে অনুসরণ করবে না। কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদের গ্রীবাদেশ (গলা বা ঘাড়) সবচেয়ে লম্বা হবে।" (মুসলিম-৩৮৭)

বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?

বুকায়েরের ছেলেরা যখন রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন, "আমাদের বোনকে অমুকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিন।" তখন রাসূল ﷺ বললেন– اَيْنَ اَنْتُمْ عَنْ بِلَالٍ؟ "বিলাল সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?"

(রাসূল ﷺ এ কথা বলে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাদের উচিত তাদের বোনকে অমুকের সাথে বিয়ে না দিয়ে; বরং বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিয়ে দেয়া।)

তারা এরপরে দ্বিতীয়বার এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের বোনকে অমুকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিন।" আবারো রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "বিলাল সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?" তারা ফিরে গেলেন ঠিকই, কিন্তু আবারো এসে বললেন, "আমাদের বোনকে অমুকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিন।" এবার রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন–

اَيْنَ اَنْتُمْ عَنْ بِلَالٍ؟ اَيْنَ اَنْتُمْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟

অর্থ : "বিলাল সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি? একজন জান্নাতি (জান্নাতবাসী) লোক সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?"

(তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/১৭৯)

www.pathagar.com

এরপরে তারা সম্মত (রাজি) হয়ে তাদের বোনকে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিয়ে দিলেন।

আল্লাহর রাস্তায় বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জিহাদ

যেসব যুদ্ধে রাসূল ﷺ যুদ্ধ করেছেন, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করলেন, তখন প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "নামাজের জন্য আজান দিন।"

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি যাতে আপনার সাথে থাকি এজন্য যদি আপনি আমাকে মুক্ত করে থাকেন– তবে তাই হবে (অর্থাৎ তাহলে আমি আজান দিব)। কিন্তু যদি আপনি আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে থাকেন, তাহলে আপনি আমার পথ ছেড়ে দিন (অর্থাৎ তাহলে আপনি আমাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে যেতে অনুমতি দিন) .....।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি আপনাকে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মুক্ত করেছি।"

তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর রাসূলের (ইন্তিকালের) পরে অন্য কারো খাতিরে আমি নামাজের আজান দিব না।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে তা আপনার মর্জি।" এরপরে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু শামদেশে (যুদ্ধে) যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, "আমি ভাবিনি যে, আপনি আমাদেরকে এ অবস্থায় রেখে চলে যাবেন। আপনি যদি আমাদের সাথে আমাদেরকে সাহায্য করতেন তবে .....।"

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা, আমি সত্যিই আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

أَفْضَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : "মুমিন ব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম আমল হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহলে আপনি কী চাচ্ছেন?"

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি নিয়ত (ইচ্ছা) করেছি যে, আমৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় প্রথম কাতারে শত্রুর মোকাবিলা করব।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুরোধ করে বললেন, "হে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু! আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি। (আমার সাথে থেকে যান) কেননা, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গেছি। আমার মৃত্যু নিকটবর্তী (ঘনিয়ে গেছে)।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইচ্ছা পূরণার্থে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু পর্যন্ত মদীনাতে অবস্থান করেছিলেন।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতেন তখন বলতেন, "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের নেতা, তিনি আমাদের নেতাকে অর্থাৎ বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মুক্ত করেছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার পরে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "মুমিনের সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "হে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, আপনি কী বলতে চান?"

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমার ইচ্ছা হলো আমৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে প্রথম কাতারে থেকে শত্রুর মোকাবিলা করা।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে বিলাল! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি। (আমাদের সাথে থেকে যান; কেননা,) আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গেছি, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। কিন্তু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুরোধ রাখলেন না। তাই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আমরা কাকে (নামাজের) আজানের জন্য নিয়োজিত করব?"

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "সাদ কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে। কেননা, তিনি আল্লাহর রাসূলের খাতিরে আজান দিয়েছেন।" এরপরে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিয়োগের মাধ্যমে সাদ কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজের মুয়াজ্জিন হিসেবে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন (স্থান গ্রহণ করলেন)।

www.pathagar.com

তাঁর মৃত্যু :

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কথাকে সত্য প্রমাণিত করে শাম দেশে গিয়ে সেখানে তিনি আমৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় প্রথম কাতারে থেকে জিহাদ করতে ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের মুয়াজ্জিনকে দামেস্কের করবস্থানের ছোট গেটের কাছে দাফন (কবরস্থ) করা হয়। কিন্তু এ কথাও বলা হয় যে, তিনি (শাম দেশের আরেক শহর) হালাবে বিশ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। যদিও এটি জানা যায়নি যে, যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল। তবুও এ কথা জানা যায় যে, তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি থেকে উনসত্তর-এর মাঝামাঝি।

www.pathagar.com

১০.

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

আর তাই রাসূল ﷺ আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন করলেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ: بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَوْ بِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ.

অর্থ : "হে আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু জেহেল ইবনে হিশাম এ দুব্যক্তির মধ্যে যে আপনার নিকট বেশি প্রিয়, তাঁর দ্বারা আপনি ইসলামকে সম্মানিত (তথা শক্তিশালী) করুন।" (তিরমিযী-৩৬৮১ এবং আহমদ-২/৯৫)

বংশধারা, জন্ম ও কুনিয়াহ (উপনাম)

তিনি হলেন ওমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল উয্যা ইবনে রাবাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত ইবনে রাজাহ ইবনে আদি ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই কুরাইশি। তাঁর মাতা হলেন– আবু জেহেলের বোন হান্তামাহ বিনতে হাশিম ইবনুল মুগীরাহ মাখযুমিয়্যাহ। হস্তিবাহিনীর ধ্বংসের বছরের তের বছর পরে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। যে বছরে আবরাহার বাহিনী কা'বাকে ধ্বংস করতে উদ্যোগ নিয়ে নিজেই সদল বলে ধ্বংস হয়ে যায় এবং রাসূল ﷺ যে বছরে জন্মগ্রহণ করেন সে বছরকে হস্তী বাহিনীর ধ্বংসের বছর বলা হয়। তাঁর উপনাম (কুনিয়াহ) হলো আবু আব্দুল্লাহ এবং রাসূল ﷺ তাঁকে আবু হাফস কুনিয়াহ (উপনাম) প্রদান করেছেন।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর অনুসারী হওয়াতো দূরের কথা; বরং তিনি ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ গোঁড়া (ঘোরবিরোধি) শত্রু ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তি, যিনি নাকি মক্কার তৎকালীন অবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন এবং মক্কায় বিরাজমান

www.pathagar.com

পুরোহিততন্ত্রকে হুমকির সম্মুখীন করে দিয়েছিলেন। নতুন ধর্মের প্রতি ঘৃণার কারণে এবং সামাজিক মর্যাদা ও অস্বাভাবিক শারীরিক শক্তি এ উভয়টিতে ভূষিত হওয়ার কারণে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার প্রায় অন্য যে কোনো নেতার চেয়ে মুসলিমদের বেশি ক্ষতি করেছেন।

যতই বছর গড়াতে লাগল কুরাইশরা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ততই ধৃষ্ট হতে লাগল। কেননা অধিকাংশ মুসলিম দরিদ্র ও দুর্বল ছিল, কিন্তু তাই যদি অধিক (বেশি বেশি) কুরাইশ নেতা ইসলাম গ্রহণ করত তা হলে তা (মুসলিমদের জন্য) অত্যন্ত সহায়ক হতো। আর তাই রাসূল ﷺ আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন করলেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ: بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اَوْ بِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ.

অর্থ : "হে আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু জেহেল ইবনে হিশাম এ দুব্যক্তির মধ্যে যে আপনার নিকট বেশি প্রিয়, তাঁর দ্বারা আপনি ইসলামকে সম্মানিত (তথা শক্তিশালী) করুন।" (তিরমিযী-৩৬৮১ এবং আহমদ-২/৯৫)

এরপরে অচিরেই ওমরের হৃদয়ে কোমলতার লক্ষণ দেখা দিল যখন নাকি তার নিকটাত্মীয়ের মধ্য থেকে এক মুসলিম কোরাইশদের জুলুম-নির্যাতন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে হাবশাতে হিযরত করছিলেন। তারা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকার উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদাভাবে (মক্কা থেকে) চলে যাওয়ার এবং পরে মক্কার বাইরে অন্য কোথাও আবার মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রথমে স্ত্রী বের হয়ে গেলেন এবং মক্কার সীমান্তে তিনি এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন যার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আশা সম্ভবত তিনি একদমই করেন নি– তিনি হলেন তৎকালীন ইসলামের প্রধান শত্রু ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। স্ত্রী লোকটির তল্পিতল্পা দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন যে, তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাই তিনি তার কাছে এসে তার সাথে আলাপ জুড়ে দিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করার পরে তিনি স্বীকার করলেন যে, তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

তখন স্ত্রী লোকটি তাকে দুঃসাহসিকভাবে বলে দিলেন যে, তার উচিত তাকে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দেয়া এবং এ কথাও বলে দিলেন যে, প্রথমত : তিনি (ওমর) এবং তার মতো অন্যান্য যারা মুসলিমদের ক্ষতি করেছে তাদের কারণে তিনি (স্ত্রী লোকটি) চলে যাচ্ছেন। ওমরের একজন নিকটাত্মীয় শুধুমাত্র তার রূঢ় আচরণের কারণেই চিরদিনের জন্য মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ করে ওমরের মানসিক পরিবর্তন (ভাবান্তর) দেখা দিল এবং তিনি (ওমর) তাঁকে (স্ত্রী লোকটিকে) বিদায় সম্ভাষণ জানালেন ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন। স্ত্রী লোকটি ওমরের কথায় আক্ষরিক অর্থেই (অর্থাৎ সত্যিই) বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং যখন তাঁর স্বামী (তাঁর কাছে) এসে পৌঁছলেন তখন তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন যে, তিনি (স্ত্রী লোকটি) যখন (মক্কা) ত্যাগ করছিলেন তখন তাঁর সাথে ওমরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর স্বামীর মতে, তাদের গোপনে ও নিরাপদে (মক্কা) ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এর চেয়ে বেশি আর কোনো বিপর্যয় থাকতে পারে না। যা ঘটেছিল তা বলে তিনি তাঁর স্বামীর স্নায়ুকে (মনকে) শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ওমর ইসলাম গ্রহণ করবে বলে তিনি (স্ত্রী) আশা করেন কি-না? তিনি (স্ত্রী) 'হ্যাঁ' বাচক উত্তর দিলেন। কিন্তু তিনি (স্বামী) উত্তরে বললেন যে, তার গাধা ইসলাম গ্রহণ করলেই বেশি যুক্তিযুক্ত হতো!

ওমর চরম দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেন। এতে তার চরম ক্রোধের সঞ্চার হলো। কোরাইশদের পরিবারগুলো ভেঙ্গে খানখান হয়ে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, কেন? তিনি (ওমর) এ বিষয়টির মূল কারণ জানতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পরে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, কোরাইশদের পরিবারগুলো বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ হলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ।

হতাশাগ্রস্ত হয়ে এবং কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব তার তরবারি নিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ নাহহাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি (নুয়াইম) তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কোরাইশদের জুলুম

www.pathagar.com

নির্যাতনের ভয়ে গোপন রেখেছিলেন। ওমরের চোখে-মুখে ক্রোধের আবেশ দেখে নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ নাহহাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বুদ্ধিমত্তার সাথে তার কাছে গিয়ে আলাপ শুরু করে দিলেন এবং তিনি (ওমর) কোথায় যাচ্ছিলেন তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মুসলিম হওয়ার সন্দেহ করার কোনো কারণ ওমরের কাছে ছিল না। আর তাই তিনি তাঁর কাছে খুলে বললেন, "আমি মুহাম্মদের কাছে যাচ্ছি। সে আমাদেরকে বিধর্মী বানিয়েছে, কোরাইশদেরকে বিভক্ত করেছে, কোরাইশদের জ্ঞানীদেরকে অপমানিত করেছে, কোরাইশদের ধর্মকে মন্দ বলেছে এবং কোরাইশদের দেব-দেবীকে গালি দিয়েছে। আর তাই আমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি।"

এটা এমনই এক মহাবিপদ ছিল যা নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? দ্রুত চিন্তা করে তিনি বললেন, "আল্লাহ সাক্ষী। হে ওমর! আপনি ধোঁকায় পড়েছেন। আপনি কি মনে করেন যে, মুহাম্মদকে হত্যা করার পরে বনী আবদে মানাফ আপনাকে পৃথিবীর বুকে হাঁটতে দিবে?" নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু একটু থেমে আবার বললেন, "আপনি কি (প্রথমে) আপনার নিজের ঘরের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ব্যাপারাদি ঠিক করবেন না? আপনি দাবি করছেন যে, ওটাই (যারা রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করবে তাদের সাথে বুঝা পড়া করাই) আপনার কাজ। কিন্তু এ বিষয়টি আপনার নিজের ঘরেই ঢুকে গেছে।"

ওমর বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, "কী! আমার পরিবারের কারা?"

নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাধ্যমতো মহাবিপদ প্রতিহত করতে চেষ্টা করে বললেন, "আপনার ভগ্নিপতি যিনি আপনার নিকটাত্মীয় এবং ভাইও বটে; তাঁর নাম 'সাঈদ বিন যায়েদ, এবং আপনার বোন ফাতেমা। আল্লাহ সাক্ষী তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মদের ধর্মকে অনুসরণ করেছে। সুতরাং যান, গিয়ে তাদের সাথে বুঝাপড়া করুন।"

তখন ওমর গতিপথ পরিবর্তন করে তার বোনের বাড়ির দিকে ধাবিত হলেন এবং তখন তিনি অসংবরণীয় ক্রুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। ওমরের বোনের ঘরের ভিতরে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে খাব্বাব বিন

www.pathagar.com

আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তাঁর কাছে সূরা ত্বা-হা লিখিত একটি পত্র ছিল। তিনি তাদেরকে এ সূরা শিখাচ্ছিলেন। যখন তারা বুঝতে পারলেন যে, দরজাতে ওমর করাঘাত করে জোর করে প্রায় ঘরে ঢুকে গেল, তখন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু লুকিয়ে গেলেন এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা ত্বা-হা সম্বলিত পত্রটিকে লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু এতে কোনো লাভ হলো না। ঘরের দিকে আসার সময়ে ওমর ফাতেমার তিলাওয়াত শুনেছিলেন। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, (ঘরের বাইরে থাকাকালে) আমি যে গুণগুণ ধ্বনি শুনলাম তা কী?" তারা কোনো কিছু শুনার কথা অস্বীকার করলেন। এরপরে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী! আমাকে অবশ্যই জানানো হয়েছে যে, তোমরা দু'জনে মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করেছো।" এরপরে তিনি তার ভগ্নিপতি সাঈদকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তার বোন ফাতেমা যখন তার ভূপাতিত স্বামীকে আরো আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য দু'জনের মাঝে বাধা হিসেবে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত হানলেন। তখন ফাতেমা ও সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়েই বললেন, "আমরা সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি)। সুতরাং আপনার যা মন চায় আপনি আমাদের সাথে তাই (সে আচরণই) করুন।"

নিকটাত্মীয় ভাইয়ের ও তাঁর বোনের চেহারায় রক্ত দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা (দুঃখ) করলেন। তিনি তাঁর বোনকে বললেন, "তোমরা আগে থেকে যে পত্রটি পড়ছিলে তা আমাকে দাও যাতে আমি দেখতে পারি যে, মুহাম্মদ কী নিয়ে এসেছে।" ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "আমরা ভয় করি যে, আপনি এর সাথে কোনো মন্দ আচরণ করবেন।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "লাত সাক্ষী! কোনো ভয় করো না, আমি এটা পড়ে (পাঠ করে) তোমাদের কাছে এটাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিব।"

এতোক্ষণে ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ভাইয়ের সুমতি হওয়ার আশা করার প্রকৃত কারণ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "ভাইজান, শিরকের

www.pathagar.com

কারণে সত্যিই আপনি নাপাক। আর পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া এটাকে (কুরআনকে) কেউ স্পর্শ করার অধিকার রাখে না।"

এরপরে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গোসল করলেন, তারপরে ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পত্রটি দিলেন। তাতে লিখিত ছিল-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰهٰ ﴿١﴾ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ﴿٢﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿٥﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ত্বা-হা। {এ অক্ষরগুলো কুরআনের এক প্রকার মুজিফা (বিস্ময়)}। আল্লাহ ছাড়া এগুলোর অর্থ কেউই জানেনা।

২. (হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনাকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ করিনি।

৩. তবে যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্য স্মরণিকাস্বরূপ (আমি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি)।

৪. (এ কিতাব তো) অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর কাছ থেকে যিনি পৃথিবী ও ঊর্ধ্ব আকাশসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।

৫. তিনি তো পরম করুণাময়; তিনি (আপন মহিমায়) আরশে সমাসীন হয়েছেন।

৬. আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে, এতোদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে এবং পাতালে যা কিছু আছে সবই তাঁর।"

(সূরা ত্বা-হা : ১-৬ আয়াত)

www.pathagar.com

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুবই ভালোভাবে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং ভদ্রতা, কোমলতা, বিনয় ও নম্রতার অনুভূতি তাঁর পূর্ববর্তী কঠোর বাহ্যিক আকৃতি থেকে নতুনভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। তিনি শুধু এতটুকু বলতে পারলেন, "কতইনা সুন্দর, উত্তম ও মহান এ বাণী।"

এতোক্ষণ যে সব কিছু ঘটলো তা সব শুনে খাত্তাব ইবনে আরাত্ত রাদিয়াল্লাহু আনহু এতোক্ষণে তাঁর লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন, "আল্লাহ সাক্ষী! হে ওমর! আমি সত্যিই আশা করি যে, আল্লাহর রাসূলের দোয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পছন্দ করেছেন। গত রাতে তিনি এ কথা বলে দু'জন ব্যক্তির একজনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে, "হে আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্তাব এবং আবু জেহেল ইবনে হিশাম এ দু ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার নিকট বেশি প্রিয়- তার দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।" আর আমি সত্যিই আশা করি যে, আল্লাহর রাসূলের দোয়া আপনার জন্য ছিল।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও, যাতে আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।"

খাত্তাব ইবনুল আরাত্ত রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আওয়ায থেকে সত্যবাদিতার ও একনিষ্ঠতার আভাস অনুভব করতে পেরে বললেন, "তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকাম (অর্থাৎ আরকাম ইবনে আবুল আরকামের বাড়িতে) আছেন।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ মুসলিমদের গোপন মিলনাতনের দিকে ধাবিত হয়ে গেলেন। তিনি যখন দারুন আরকামে প্রবেশ করলেন তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ঈমানের সত্য সাক্ষ্য বাণীর ঘোষণা দিলেন। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই এবং এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত পুরুষ)।"

অন্যান্য যারা তাদের নিজেদের দুর্বল মানসিকতার কারণে তাদের ঈমানকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মতো নয়; বরং তিনি চেয়েছিলেন সবাইকে জানিয়ে দিতে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে এ ধরনের ঘোষণা বাণিজ্যিক সময় ক্রয় করে করা যেতে পারে, যেমন (উদাহরণস্বরূপ) টেলিভিশনে (ঘোষণা করা যেতে পারে)। কিন্তু সে সময়ে, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচারের সম্ভবত সর্বোত্তম পদ্ধতি ছিল স্থানীয় গুজব রটনাকারীকে খুঁজে বের করা, যাকে এ হিসেবে বিশ্বাস করা যেত যে, তিনি কোনো কিছু গোপন রাখবেন না। তাই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের একজন গুজব রটনাকারী বা সংবাদ প্রচারকের কাছে গেলেন– যার নাম জামীল ইবনে মুয়াম্মার। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কানে কানে বললেন, "আমি আমাদের ধর্মকে ত্যাগ করেছি।" জামীল বিশ্বস্ততার সাথে প্রশ্ন করল।" আপনি কি সত্যিই আপনার ধর্ম পরিবর্তন করেছেন?" উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"

তখন জামীল সর্বোচ্চ আওয়াজে ঘোষণা দিল। "শুনুন! খাত্তাবের বেটা সত্যিই বিধর্মী হয়ে গেছে।"

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জামীলের পিছে দাঁড়িয়ে তাঁকে সংশোধন করে বললেন, "তুমি মিথ্যা কথা বলেছ; বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই এবং এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত পুরুষ)।

(হাকিম-৩/৮৫ এবং ইবনে হিব্বান-৬৮৭৯)

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পরে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসূলের কাছে অবতীর্ণ হয়ে বললেন, "হে মুহাম্মদ ﷺ! 'উমরের ইসলাম গ্রহণ করাতে আকাশের অধিবাসীরা (ফেরেশতারা) আনন্দিত হয়েছে।"

ফারুক (সত্য-মিথ্যার প্রার্থক্যকারী)

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার তিন দিন আগে হামজাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ের আগ পর্যন্ত মুসলিমগণ কাবাতে নিরাপদে ইবাদত করতে পারত না। আর এ কারণেই 'উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সত্যের ওপরে (প্রতিষ্ঠিত) নই? আমরা জীবিত বা মৃত যা-ই হইনা কেন? কাবাতে নামাজ পড়ব। নবী করীম ﷺ বললেন–

www.pathagar.com

بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ اِنْ مُّتُّمْ وَاِنْ حَيِيْتُمْ.

অর্থ : "অবশ্যই, যাঁর হাতে আমার জীবন তিনি সাক্ষী! তোমরা জীবিত বা মৃত যাই হও না কেন? তোমরা সত্যের ওপরে (প্রতিষ্ঠিত) আছ।"

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাহলে কেন (আমাদের লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে? যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তিনি সাক্ষী, এখন থেকে এমন কোনো কাফেরদের সমাবেশ হবে না, যেখানে আমি নির্ভয়ে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করব না। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণা করেছেন তিনি সাক্ষী, আমরা (অচিরেই) বেরিয়ে পড়ব, আল্লাহ সাক্ষী, আজকের দিনের পরে গোপনে আর আল্লাহর ইবাদত করা হবে না।"

এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ দুটি সুসংহত (সুসংঘটিত) সারিতে বেরিয়ে পড়লেন– এক সারির সামনে হামযা (রা) এবং অন্য সারির সামনে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থাকলেন। সাহাবীগণ অগ্রসর হওয়ার সময় এতো জোরে মাটিতে পদাঘাত করেছিলেন যে, ধুলিঝড় উঠে গিয়েছিল। তারা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছনে উচ্চস্বরে বলেছিলেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই; মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

অত:পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে যখন দারুল আরকামে (আরকামের বাড়িতে) ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন–

لَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ اَيُّهَا الْفَارُوْقُ.

অর্থ : "হে ফারুক (সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী)! তুমি সত্য ও মিথ্যার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য করে দিলে। (ইবনে আসাকির-৪৭/৫৫ এবং হিলইয়াহ-১/৪০)

www.pathagar.com

হিজরত

এ কথা নিশ্চিত যে, যখন হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন ইসলাম অনেক শক্তি ও সম্মান অর্জন করল। মাত্র তিন দিন সময়ের মধ্যে মক্কার দু'জন নেতা ইসলাম গ্রহণ করলেন। অবস্থা যদি তাই হয়, তবে মক্কার সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মুহাম্মদের অনুসারী হয়ে যাবে। মক্কার নেতারা তখন আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে গেল যখন তারা জানতে পারল যে, মদীনার অধিবাসীগণ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করার অঙ্গিকার করেছেন। মক্কার নেতারা বেশি বেশি ঘৃণা বোধ করতে লাগল এবং সমভাবে মুসলিমদের প্রতি জুলুম নির্যাতন বাড়াতে লাগল।

কোরাইশদের অত্যাচার থেকে পলায়ন করার জন্য এবং মুসলিমদের ধর্ম-কর্ম করার জন্য স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যই মুসলিমগণ মদীনাতে হিজরত করতে শুরু করলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিটি ব্যক্তি আঁধার রাতের ছত্র-ছায়ায় একাকী গোপনে মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। পক্ষান্তরে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চোরাগুপ্তাভাবে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে অস্বীকার করলেন। তিনি চাইলেন প্রত্যেকে জানুক যে, তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আর তাই তিনি তাঁর আসন্ন প্রস্থানের ঘোষণা দিলেন। যেন তিনি কোরাইশদেরকে আসন্ন শত্রুতার হুমকি দিচ্ছেন। তিনি তাঁর তরবারি ও তীর ধনুক নিয়ে কাবা ঘরের চত্বরে যেখানে কোরাইশরা জমায়েত ছিল– সেখানে গেলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন সাতবার কাবার তাওরাফ করলেন। এরপরে তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। অতঃপর তিনি কোরাইশদের আলাদা আলাদা সমাবেশে এক এক করে গিয়ে বললেন, "তোমাদের চেহারা কুৎসিত হোক! যে তার মাকে পুত্রশোকে কাতর বানাতে চায়, নিজের সন্তানকে এতিম বানাতে চায় অথবা তার স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চায়, সে যেন এ উপত্যকার পিছনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে (অর্থাৎ আমি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি)। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শারীরিক শক্তির কথা বিবেচনা করে কেউই তার পশ্চাৎ অনুসরণ করল না। আর তাই তিনি শান্তির সাথে ইয়াসরিবে ভ্রমণ করে চলে গেলেন। (রাসূল ﷺ মদীনাতে হিজরত করে যাওয়ার আগে মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব'।)

www.pathagar.com

মদীনার তাঁর দ্বীনি ভাই

হিজরতকারীদের স্থান পরিবর্তন (ও যুগ পরিবর্তন) করার ধকলকে স্বাভাবিক (বা মধুর) করার জন্য এবং মদীনাবাসী (আনসার) ও মুহাজিরদের মাঝে ঐক্যভাব সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের (মুহাজির ও আনসারদের) মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক সময়ে দু'জন দু'জন করে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও (অর্থাৎ প্রতিটি আনসার একজন মুহাজিরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নাও)।" এরপরে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হাতে ধরে বললেন, "এ হলো আমার ভাই।" আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও খারিজাহ ইবনে যায়েদ খাযরাজি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও 'ইতবান ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলো।

রাসূলের দরবারে তাঁর মর্যাদা

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেদিন থেকেই মর্যাদায় সাহাবীদের মাঝে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হয়ে যান। সত্যিই তিনি উচ্চ মর্যাদার যোগ্য ছিলেন। কেননা, তিনি এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন যে, যদি তিনি অনুপস্থিতি থাকতেন তবে লোকেরা তাঁর অভাব অনুভব করতেন। আর যদি তিনি মজলিশে (সমাবেশে) উপস্থিত থাকতেন, তবে লোকজন সঠিক মতামতের জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি বলেছেন–

اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْ هٰذَا الدِّيْنِ كَمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ.

অর্থ : "এ ধর্মে আবু বকর ও উমরের মর্যাদা হলো মাথার জন্য শ্রুতি শক্তির (কানের) ও দৃষ্টি শক্তির (চক্ষুর) মতো।"

(আলমাজমা-৯/১৫৬; এবং আস সাহীহা, আলবানি-৫/৮)

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلِ الْاَرْضِ فَوَازِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ: جِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ, وَوَزِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ: اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

অর্থ : "প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশের দু'জন ও পৃথিবীর দুজন (মোট চারজন) মন্ত্রী থাকে। অতএব, আমার আকাশের দুজন মন্ত্রী হলো জিবরাঈল ও মীকাঈল এবং পৃথিবীর দুজন মন্ত্রী হলো আবু বকর ও উমর।" (ইবনে আসাকির-৪৭/৭৮; এবং হাকেম-২/২৬৩)

সাহাবীদের মাঝে তাঁর মর্যাদা

সাহসী ও দৃঢ় (অবিচলিত) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ–এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছেন। বিদায় হজ্জের দিন রাসূল ﷺ বলেছেন–

فِي السَّمَاءِ مَلَكَانِ: اَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ وَالْاٰخَرُ يَأْمُرُ بِاللِّيْنِ وَكِلَاهُمَا مُصِيْبٌ اَحَدُهُمَا جِبْرِيْلُ وَالْاٰخَرُ مِيْكَائِيْلُ وَنَبِيَّانِ اَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللِّيْنِ وَالْاٰخَرُ يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ وَكُلٌّ مُصِيْبٌ: اِبْرَاهِيْمُ وَنُوْحٌ. وَلِيَ صَاحِبَانِ اَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللِّيْنِ وَالْاٰخَرُ يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ وَكُلٌّ مُصِيْبٌ: اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

অর্থ : "আকাশে দু'জন ফেরেশতা আছে : তাদের একজন কঠোরতার (সাথে) আদেশ করে অন্যজন কোমলতার (সাথে) আদেশ করে; উভয়েই (যার যার কাজে) সঠিক, তাদের একজন হলো জিবরাঈল ও অপরজন হলো মীকাঈল। আর দুজন নবী এমন ছিলেন যাদের একজন কোমলতার (সাথে) আদেশ করতেন। অন্যজন কঠোরতার (সাথে) আদেশ করতেন। তারা উভয়েই (যার যার কাজে) সঠিক। তাদের একজন ছিলেন ইববরাহীম ও অপরজন ছিলেন নূহ। আর আমার দু'জন সাহাবী আছেন, তাদের একজন কোমলতার (সাথে) আদেশ করেন ও অপরজন কঠোরতার (সাথে) আদেশ করেন। উভয়েই (যার যারা কাজে) সঠিক। একজন হলেন আবু বকর ও অপরজন হলেন উমর।"

(ইমাম তাবারানি তাঁর মুজামে কাবীরে বর্ণনা করেছেন; মাজমা-৯/৫১ দ্রঃ)

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন–

اَرْاَفُ اُمَّتِیْ بِاُمَّتِیْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَیَاءً عُثْمَانُ وَاَفْرَضُهُمْ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ اُبَیُّ بْنُ كَعْبٍ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِیْنًا وَاِنَّ اَمِیْنَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

অর্থ : "আমার উম্মতের মাঝে সর্বাপেক্ষা ভদ্র (দয়ালু) হলেন আবু বকর, তাদের মাঝে আল্লাহর দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর হলেন 'উমর, লজ্জাশীলতার দিক থেকে তাদের মাঝে উসমান হলেন সর্বাধিক সত্যবাদি, তাদের মাঝে আলী হলেন সর্বাধিক ন্যায় (সঠিক) বিচারক, যায়েদ ইবনে সাবিত হলেন তাদের মাঝে মীরাস (উত্তরাধিকার আইন) সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত। উবাই (উবাই ইবনে কাব) হলেন তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) সম্বন্ধে সর্বোত্তম (সর্বাধিক) পাঠক, হালাল হারাম সম্বন্ধে তাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞাত হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল আর প্রত্যেক উম্মতের (জাতির) জন্যই একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোক থাকেন, আর এ উম্মতের (জাতির) আমীন হলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।" (মুসনাদে আহমদ- ৩/১৮৪ এবং তিরমিযী-৩৭৯৩)

মুসনাদে আবু ইয়ালাতে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَا لَقِیَ الشَّیْطَانُ قَطُّ عُمَرَ فِیْ فَجٍّ فَسَمِعَ صَوْتَهُ اِلَّا اَخَذَ غَیْرَهُ.

অর্থ : "দু পাহাড়ের মাঝে কোনো (প্রশস্ত) রাস্তায় 'উমরের সাথে যখনই শয়তানের সাক্ষাৎ হয়েছে ও শয়তান উমরের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে তখনই সে (শয়তান) উমরের ভয়ে অন্য পথ ধরেছে।"

(মুসলিম-২৩৪৯৬ এবং তিরমিযী-১/১৩৩)

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ একদিন তাঁর সাহাবীদের মাঝে থাকাকালে বলেছেন–

أُتِيْتُ فِي الْمَنَامِ بِعُسٍّ (قَدَحٍ كَبِيْرٍ) مَمْلُوْءٍ لَبَنًا فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى امْتَلَأْتُ فَرَأَيْتُهُ يَجْرِىْ فِىْ عُرُوْقِىْ فَفَضَلَتْ فَضْلَةً فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَشَرِبَهَا أَوَّلُوْا هٰذَا.

অর্থ : "আমাকে নিদ্রাকালে (স্বপ্নে) একটি দুগ্ধপূর্ণ বড় গ্লাস দেয়া হলো। আমি তা থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করে দেখতে পেলাম যে, তা (দুধ) আমার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দুধ থেকে গিয়েছিল। তাই উমর ইবনুল খাত্তাব তা নিয়ে পান করে ফেলল। তোমরা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কর।

সাহাবীগণ বললেন, "(এর অর্থ) জ্ঞান।"

রাসূল ﷺ বললেন, "তোমরা ঠিক বলেছ।"

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে খতীব (বাগদাদী) ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ.

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা উমরের অন্তরে ও জিহ্বায় (ভাষায়) সত্য স্থাপন করে দিয়েছেন (অর্থাৎ উমর সত্য কথা ভাবে ও বলে)। (তিরমিযী-৩৬৮২)

আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিমদের উচিত তাবুকের যুদ্ধে রোম সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। তিনি তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) আরো আদেশ করেন দান করতে। অভিযানের জন্য এ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। (এতে) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব খুশি হয়েছিলেন। কেননা, রাসূল ﷺ-এর ঘোষণাতে সম্পদ খরচ করার কথা তার (মনের) মিল মতো হয়েছিল; আর তাই তিনি বলেছিলেন, "এমন কোনো দিন যদি থেকে থাকে যেদিন আমি (আমলে সালেহ বা পুণ্যকাজ করে) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হারাব (পরাজিত করব) তবে সে

www.pathagar.com

দিনটি আজকের এ দিনটিই।" তিনি তাঁর অর্ধেক (অস্থাবর) সম্পদ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে গেলেন এবং রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন-

"তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো? مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ؟

তিনি উত্তর দিলেন, "এখানে যা আছে তার সমান (রেখে এসেছি)।"

এরপরে যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে করে তাঁর সমস্ত (অস্থাবর) সম্পদ নিয়ে (রাসূল ﷺ-এর দরবারে) এলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ।" তখন তিনি উত্তর দিলেন।" আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।" তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি তাঁকে কখনো কোনো বিষয়ে পরাজিত করতে পারব না।"

সারিয়াহ্ পাহাড় সম্বন্ধে সতর্ক থাকো

একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে (শাসনামলে) জুমুআর খুতবাদানকালে হঠাৎ করে বলে উঠলেন, "হে সারিয়াহ পাহাড়টি! (অর্থাৎ পাহাড়টি সম্বন্ধে সাবধান থেকো!)" সারিয়াহ এক ব্যক্তির নাম। তাঁকে 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

সমবেত জনতা হতবিহ্বল হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তিনি যখন খুতবা শেষ করলেন তখন তারা তাঁকে তাঁর কথিত অদ্ভুত কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন "আমার মনে হলো যে, মুশরিকরা আমাদের ভাইদেরকে পরাজিত করছে এবং তাঁরা (মুসলিমগণ) একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। যদি তাঁরা (মুসলিমগণ) পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে পিছনে ফিরে সমবেত হয় তবে তাঁরা (একত্রে) সম্মুখ দিক থেকে যুদ্ধ করতে পারবে। কিন্তু, যদি তারা পাহাড়টির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে, তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।। (কেননা, এমনটি হলে শত্রুরা তাদেরকে সব দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে।) এ কারণেই তোমরা আমার (মুখ) থেকে কথাগুলো বের হতে শুনেছ বলে দাবি করছো।"

www.pathagar.com

একমাস পরে (মুসলিম) সেনাবাহিনী থেকে একজন শুভ সংবাদদাতা ফিরে এলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধের দিন তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি (শুভ সংবাদদাতা) বললেন, "তাই আমরা পাহাড়টির পাদদেশে সমবেত হই। ফলে মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করবেন।"

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়

আমর ইবনে আস ব্যবিলনে মাস কয়েক অবস্থান করেছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য খলীফার অনুমাতির অপেক্ষায় ছিলেন এবং ইত্যবসরে তাঁর সৈনিকদেরকে কিছুটা বিরতীর সুযোগও দিতে চেয়েছিলেন। অতঃপর যখন খলিফার পক্ষ থেকে অনুমতি এসে গেল তখন আমর ব্যবিলন থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে তাদের লক্ষ্য পানে অগ্রসর হলেন। এটা ছিল হিজরী ২১ সাল মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

স্থানীয় লোকদের একটা দল যারা নিশ্চিত হয়েছিল যে, মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার মধ্যেই তাদের স্বার্থ জড়িত। তায়া মুসলিম বাহিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলো। তারা মুসলিম বাহিনীর জন্য রাস্তাঘাট, পুল ও বাজারে প্রতিষ্ঠা করলো। স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা মুসলিম বাহিনীর মিত্রবাহিনীর রূপে এগিয়ে আসলো। অবশেষে আমর ইবনে আর্স তাঁর বাহিনী সহ আলেক জান্দ্রিয়া শহর প্রতিরক্ষা দেয়ালের সন্নিকটে এসে পৌঁছলেন। এটা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। মুসলিম বাহিনী শত্রুদের প্রতি তাদের কামানের গোলা ছুঁড়লো। শত্রুরা গিয়ে বন্দরে রক্ষিত জাহাযে আশ্রয় নিল। মুসলিম বাহিনী শত্রুদের নৌবহরে গোলা নিক্ষেপ করলো এবং সেগুলোকে নদীতে ডুবিয়ে দিল।

স্মরণীয় যে, মুসলিম বাহিনী কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের প্রাক্কালে সেটা ছিল আঞ্চলিক রাজধানী। শুধু তাই নয় এ শহরটি তখন অর্থনৈতিক রাজধানী হিসেবেও বিবেচিত হতো এবং রোমানরা এ শহরে মুসলিম অভিযানের বিপদ সম্পর্কে ও সজাগ সচেতন ছিল। আর তাই রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস স্বয়ং মন্তব্য করেছেন "মুসলমানরা যদি আলোকজান্দ্রিয়া জয়

www.pathagar.com

করে নেয়, তাহলে সে সময়টা রোম সাম্রাজ্যের শেষকাল হিসেবে বিবেচিত হবে।" কথিত আছে যে, আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে সম্রাট নিজেই মুসলমানদের মুকাবিলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় অবরোধকালীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য যুদ্ধে অনাগ্রহী ও বিশৃংখল হয়ে পড়লো।

আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ বেশ কয়েক মাস স্থায়ী ছিল। এটা আমর ইবনে আসকে শংকিত করে তুলেছিল যে, তাঁর বাহিনীতে হতাশা দেখা দিতে পারে এবং তাদের মধ্যে দৃঢ়তার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। অবশেষে আমর ইবনে আস মুসলিম বাহিনীকে উবাদাহ ইবনে সামিতের নেতৃত্বে দিয়ে দিলেন এবং সে দিনেই আলোকজান্দ্রিয়া বিজিত হলো, যাই হোক দীর্ঘ নয়টি মাস বিরতীহীন অবরোধের পর ২১ হিজরী সালের ডিসেম্বর মুতাবেক নভেম্বর ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া বিজিত হয়।

বার্কা ও ত্রিপলি (লিবিয়া) বিজয়

মিশর বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমর ইবনে আস পশ্চিম দিকে তার বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রাখলেন। রোমান বাহিনরি বেশ কিছু সৈন্য বার্কা ও ত্রিপলিতে অবস্থান করছিল। এটা ছিল হিজরী ২২ সাল মোতাবেক ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের কথা। তৎকালীন সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও বার্কার মধ্যবর্তী সড়ক শস্যাগার ও ভবনে পরিপূর্ণ ছিল। এ পথে আমর কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। বার্কা পৌছার পর তিনি তার অধিবাসীদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। অতঃপর তিনি ত্রিপলির দিকে অগ্রসর হলেন। ত্রিপলি ছিল বেশ কিছু দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত এবং সেখানে ছিল রোমানদের এবং বিশাল বাহিনী। তারা শহরের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয় এবং অবরোধ কার্যকরী করে, যে চার মাস স্থায়ী হয়। অবশেষে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।

এভাবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে বিশ্বের এক বিশাল অংশে মুসলিম রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল। এর সীমানা ছিল পূর্বে সিন্ধু নদ পশ্চিমে পশ্চিম আফ্রিকা ও এর মরু অঞ্চল, উত্তরে এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর।

www.pathagar.com

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যক্তিত্ব

উমর আল ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন আদর্শ খলিফা। তিনি আল্লাহ তায়ালার একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ ভীরু, অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য এক সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। তাঁর খিলাফত কালের সমগ্র সময় তিনি ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। পাশা-পাশি তিনি ছিলেন মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং সুযোগ্য নীতি নির্ধারক ব্যক্তিত্ব, যার মতামত সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হতো। তাঁর বিচার কার্য ছিল যথার্থ ও পক্ষপাতহীন। তাঁর সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন দয়ার্দ্র চিত্ত অভিভাবক।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতিক। তিনি একজন জ্ঞানী ও দৃঢ়চেতা প্রশাসক। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্ব মুসলিম জাতিকে পারসিক ও রোমানদের বিরুদ্ধে বিষয়কে নিশ্চিত করেছে। তিনি রোমানদের থেকে সিরিয়া ও মিসরের বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। তাঁর খিলাফতকালেই আরব উপদ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর খিলাফতকাল ছিল সকল অনিয়ম বিশৃংখলার বিরুদ্ধে এক দুর্লংঘনীয় বাঁধার প্রাচীর। যার বদ্ধ দরজা ছিল তিনি নিজেই। তাঁর জীবনকাল এবং শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর শাসনকালে কুচক্রীরা মাথা তুলতে সক্ষম হয়নি।

২৩ হিজরী সালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শেষ হজ্জে তাঁর প্রার্থনা

হিজরী ২৩ সালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বার্ষিক হজ্জ ব্রত পালনের জন্য মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। তিনি মিনা অতিক্রম করে আল আবতাহ নামক স্থানে যাত্রা বিরতী করলেন। তিনি সেখানে বালি ও নুড়ি পাথর স্তুপ করে তার উপর তাঁর গাত্রাবাসের একটি অংশ রেখে তার উপর উপবেশেন করলেন। অতঃপর তাঁর দুহাত উপরের দিকে উত্তোলন করে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ! আমি বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

আমার অধিনস্ত লোকেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। আমার কর্তব্য কাজে অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার আগে আমাকে উঠিয়ে নিন।" তারপর তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহু

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের তামান্না

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের আকুতি জানিয়ে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পথে শাহাদাত নসীব করুন এবং আপনার রাসূলের শহরে মৃত্যু দান করুন।" এখানে একটি বিষয় অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা হলো, স্বাভাবিক মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করা এবং শাহাদাতের ইচ্ছা প্রকাশ করার মধ্যে রয়েছে এক বিরাট পার্থক্য। মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে এক বিরাট পার্থক্য। মৃত্যু কামনা করা হলো মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই মৃত্যু দানের জন্য আবেদন করা। একজন মানুষের জন্য দীর্ঘ জীবন লাভ করা কল্যাণকর। আর শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হলো ব্যক্তির জীবনকাল শেষে শহীদী মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা। এটা মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যু কামনা নয় বরং এটা হলো পবিত্র মৃত্যুর কামনা।

দুনিয়ার প্রতি তাঁর বিরাগভাব

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "যদি আমি চাইতাম তবে আমি তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালো (ও বেশি) খেতে পারতাম এবং তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশি কোমল পোশাকে নিজেকে সাজাতে পারতাম। কিন্তু আমি আমার ভালো জিনিসগুলোকে (আখিরাতের বা পরকালের জন্য) রেখে দিচ্ছি।" জনগণের কোন নেতাই বা প্রতিটি সর্বোত্তম জিনিস ভোগ করতে সক্ষম নন? অধিকাংশ নেতারাই প্রতিটি সর্বোত্তম জিনিসের সুবিধা ভোগ করে থাকেন। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করেন তারা নয় (অর্থাৎ তারা এমনটি করেন না। যখন তিনি (উমর) গোটা (মুসলিম) জাতির খলিফা (মনোনীত শাসক) ছিলেন তখন তিনি বার তালিযুক্ত অন্তর্বাস পরিধান করে জনগণের সামনে (জুমুয়ার) খুতবা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সর্বশেষ জুমুআর বক্তৃতা

হিজরী ২৩ সালের যিলহজ্জ মাসের ২১ তারিখ জুমুআ বার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা দেন। তিনি জনগণের সামনে তাঁর একটি স্বপ্নের কথা কথা বলেন এবং তার ব্যাখ্যাও পেশ করেন।

www.pathagar.com

উপসংহার

'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবনের ৫৫ (পঞ্চান্ন) বছর বয়সের সময়ে যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি একজন বিশিষ্ট ন্যায়বান ও দয়ালু নেতা ছিলেন। তাঁর খেলাফতকাল ১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন দীর্ঘায়িত হয়েছিল (মেয়াদযুক্ত)। তাঁর খেলাফতকাল ছিল সমৃদ্ধি, ন্যায় ও অর্থনৈতিক উন্নতির পারাকাষ্ঠা। শামদেশ (বর্তমান সিরিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ), ইরাক, পারস্য, মিসর, বারকাহ, পশ্চিম ট্রপলিস (লিবিয়ার রাজধানী), আজারবাইজান, নাহাওয়ান্দ এবং জর্জিয়া ইত্যাদি দেশসমূহকে মুসলিমগণ 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে জয় করেছিলেন। আর তাঁর খেলাফতকালে কুফা ও বসরা নগরী তৈরি করা হয়েছিল।

তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরি সনের প্রবর্তন করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম রমজান মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে 'তারাবীহ' নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর ১২ (বার) জন সন্তান ছিল: ৬ জন পুত্র ও ৬ জন কন্যা।

পুত্র ছয় (৬) জন যথাক্রমে–

১. আব্দুল্লাহ ২. আব্দুর রহমান ৩. আসাদ

৪. উবাইদুল্লাহ ৫. আসিম ও ৬. আইয়াদ্ব

এবং কন্যা (৬) জন যথাক্রমে–

১. হাফসাহ ২. রুকাইয়াহ ৩. ফাতেমাহ

৪. সফিয়্যাহ ৫. যয়নব ও ৬. উম্মুল ওয়ালিদ।

তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে

১. আব্দুল্লাহ ২. আসিম ও ৩. হাফসাহ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশে আয়েশার বাড়িতে সমাধিস্থ হওয়ার অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য ও সম্মান তার (ভাগ্যে) রয়েছে।

www.pathagar.com

১১.

জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু

অবশেষে রাসূল ﷺ জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন–

وَاَمَّا اَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَتُشْبِهُ خَلْقِي وَخُلُقِي وَاَنْتَ يَا جَعْفَرَ اَوْلَى بِهَا, تَحْتَكَ خَالَتُهَا وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا.

অর্থ : "আর হে জা'ফর, তুমি শারীরিক গঠনে ও চরিত্রে আমার মতোই। আর তুমি তো তার ব্যাপারে সর্বাধিক হকদার (অধিকারী)। কেননা, তোমার দায়িত্বে আছে তার খালা। (আর খালাতো মায়ের মতোই)। কেননা, কোনো নারীর খালা এবং ফুফু কারো দায়িত্বে (বিবাহ বন্ধনে বা স্ত্রী হিসেবে) থাকলে সে নারীকে সে পুরুষ বিয়ে করতে পারবে না।" (বুখারী-৪২৫১)

নাম, বংশধারা ও কুনিয়াহ (উপনাম বা ডাকনাম)

তিনি হলেন জা'ফর ইবনে আবু তালেব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে 'আবদে মানাফ ইবনে কুসাই কুরায়শি হাশেমি। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই। তাঁর উপনাম (ডাকনাম বা কুনিয়াহ) হলো আবু আবদুল্লাহ। যদিও আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে 'আবুল মাসাকীন' বলে ডাকতেন। যার শাব্দিক অর্থ : 'দরিদ্রদের পিতা'। তাকে এ নামে ডাকার কারণ হলো, তাঁর উদারতা, বদান্যতা, দয়াদ্রতা, দানশীলতা ও দান কর্মাবলী।

শারীরিক বর্ণনা

লোকদের মধ্য থেকে জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলের সাথে শারীরিক গঠনে ও চরিত্রগত উভয় বিষয়েই সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ :

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পরে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একবার তাদের পিতা আবু তালেব আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (ডান) পাশে ইবাদত করতে দেখলেন তখন তিনি জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "তুমি তোমার চাচাতো ভাইয়ের (বাম) পাশে (গিয়ে) ইবাদত কর।" আর তাই জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পাশে ইবাদত করলেন। বর্ণিত আছে যে, জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বত্রিশতম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি ছিলেন।

হাবশায় শান্তি ও নিরাপত্তা

কোরাইশরা মুসলিমদের ওপরে যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত তা থেকে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে 'উমাইছ রাদিয়াল্লাহু আনহাও বাদ পড়েন নি। তারা অন্যান্য মুসলিমদের মতোই ধৈর্যশীল ও অবিচল (দৃঢ়চেতা) ছিলেন। কিন্তু অবস্থা যখন বেশি খারাপ হয়ে যায় এবং দুর্বলদের পক্ষে এতোটা অত্যাচার সহ্য করা কঠিন হয়ে যায় তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দেন। হাবশার রাজা ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা। যাঁরা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাঁরা সত্যিই হাবশায় শান্তি প্রতিষ্ঠা বা স্থীরতা খুঁজে পেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুব কম ছিলেন এবং তাঁরা তাদের স্বদেশের জন্য প্রত্যাবর্তনের আশা করছিলেন। তাই যখন তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং মুসলিমগণ কা'বাতে শান্তিতে ইবাদত করেছেন, তখন তাঁরা মক্কাতে ফিরে আসলেন। কিন্তু হাবশায় তাদের কাছে যে সংবাদ পৌঁছে, তা পুরোপুরি সঠিক নয় (অর্থাৎ আংশিক সঠিক); সে সংবাদে ইসলাম শক্তিশালী হওয়াতে কোরাইশদের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কোরাইশরা (এর ফলে) মুসলিমদের সাথে আরো বেশি কঠোর আচরণ করতে থাকে। মুসলিমদের প্রতি তারা (কোরাইশরা) বেশি বেশি শত্রুতা প্রদর্শন করতে থাকে। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত তাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব ছিল তাঁর নিজ গোত্রের নেতাদের। যেসব মুসলিমদের শক্ত সমর্থন (রক্ষক) নেই

www.pathagar.com

তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। তাই জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসয়া'ব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ﷺ-এর দরবারে গিয়ে তাঁর কাছে পুনরায় হাবশায় হিজরত করার অনুমতি চাইলেন। আর নবী করীম ﷺ আবারও তাদেরকে হাবশায় হিজরত করতে অনুমতি দিলেন।

অনেক বিশিষ্ট সাহাবী হাবশাতে হিজরত করে চলে গেলেন। বনী হাশেম গোত্র থেকে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আসমা বিনতে 'উমাইছ রাদিয়াল্লাহু আনহা; বনী উমাইয়াহ গোত্র থেকে ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসূলের কন্যা রোকেয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর ভাই খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং খালেদের স্ত্রী আমেনা বিনতে খালাফ রাদিয়াল্লাহু আনহা; আসাদ বিন খোযাইমাহ গোত্র থেকে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর ভাই উবাইদ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উবাইদের স্ত্রী রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান, বনী ইবনে আব্দুল উযযা গোত্রে থেকে যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ইয়াযিদ বিন জামাহ এবং আমর বিন উমাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদে শামস গোত্র থেকে আবু হুজাইফাহ ইবনে উতবাহ ইবনে রবীয়াহ এবং বনী আব্দুর দার গোত্র থেকে মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ফারিছ ইবনে নদর ইবনে হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সর্বমোট ৮৩ (তিরাশি) জন লোক হাবশায় হিজরত করেছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য মজার বিষয় হলো, যারা হিজরত করেছিলেন তাদের অনেকেই নবী করীম ﷺ-এর তখনকার ঘোর শত্রুদের সন্তান ছিলেন। যেমন– আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, নদর বিন হারিছ, আস ইবনে ওয়াইল, সুহাইল ইবনে আমর এবং উতবাহ ইবনে রবীয়াহ এমনকি আবু জেহেলের বনী মাখযূম-গোত্রের যুবকরাও হিজরত করেছিলেন। সেসব ধার্মিক মুসলিমগণ তাঁদের স্বদেশ, তাঁদের মাতা-পিতা এবং তাঁদের ধন-সম্পদ ত্যাগ করে দেশান্তরিত হয়েছেন তাঁদের সাথে তাঁদের ধর্ম ছাড়া আর কোনো কিছুই নেননি।

www.pathagar.com

প্রথম হিজরতের ঘটনা এমনই ছিল। নাজ্জাশির শাসনের নিশ্চিত আশ্রয়ে মুসলিমগণ শান্তি ও নিরাপত্তা পেয়েছিলেন। (নাজ্জাশি হাবশার শাসকের নাম নয়, বরং উপাধি যেমন, সিজার রোমের শাসকের নাম নয়; বরং উপাধি।)

তখন সংবাদ প্রচারের প্রধান উপায় ছিল কবিতা। এতে মানুষের প্রশংসা অথবা কুৎসা রটনা করা হতো। হাবশার মুসলিমগণও কোরাইশ গোত্রের লোকদের কাছে কবিতার পংক্তি আকারে সংবাদ পাঠালেন। কিছু কিছু কবিতাতে উল্লেখ ছিল যে, আল্লাহর দুনিয়া কতইনা প্রশস্ত। সুতরাং, মক্কাতে মুসলিমদের অত্যাচারিত ও অধীনস্ত হয়ে থাকার দরকার নেই। অন্যান্য কবিতাতে নিজেদের লোকজনের প্রতি কঠোর আচরণ (জুলুম-নির্যাতন) করার কারণে কোরাইশদেরকে অসম্মান করা হয়েছে। এ ধরনের কবিতা পাঠানোর জন্য আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

অবশ্যই, কোরাইশ নেতাদেরকে শান্ত করার ক্ষমতা এসব কবিতার ছিল না; বরং এতে তারা আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, তাদের হতাশার মূল কারণ ছিল, তাদের নিজের ভাইয়েরা, পুত্রগণ ও কন্যারা তাদের স্বদেশ ত্যাগ করেছে। সেসব আত্মীয়দেরকে জুলুম নির্যাতন করার ব্যাপারে তাদের কোনোরূপ বিবেকের দংশন (তাড়না) ছিল না। কিন্তু তাঁরা যে তাদেরকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। এটা তারা সহ্য করতে পারেনি। আর তাই তারা আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবীয়াহ এ দুজন (বিশিষ্ট) গুপ্তচরকে হাবশার বাদশার জন্য উপঢৌকনসহ মক্কা থেকে (হাবশায়) হিজরতকারী মুসলিমদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য কোরাইশদের হাতে সোপর্দ করার জন্য বন্দোবস্ত করার জন্য হাবশাতে পাঠাল।

হাবশার মুসলিমগণ জানতে পারলেন যে, মক্কা থেকে গুপ্তচর এসেছে। আর এ কথাও জানতে পেরেছে যে, নাজ্জাশি তাঁদেরকে ডেকে পাঠাতে যাচ্ছেন, তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করলেন, কীভাবে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিৎ। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে তারা নাজ্জাশির রাজ-প্রাসাদের দিকে চললেন এবং পথিমধ্যে তাঁরা জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর

www.pathagar.com

সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বলেছিলেন, "আজ আমি আপনাদের ভাষ্যকার হব।"

শাহী দরজায় পৌঁছে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বোচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন, "জাফর ইবনে আবু তালেব আল্লাহর দলসহ ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছে।"

নাজ্জাশি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করুন।" তখন নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ ভিতরে প্রবেশ করলেন; কিন্তু যারা রাজাকে সম্মান করতে গিয়ে তাদের মাতা নত করত অথবা রাজাকে সেজদা করত তাদের মতো তাঁরা (সাহাবীগণ) না তাঁদের মাতা নত করলেন আর না তাঁকে (নাজ্জাশিকে) সেজদা করলেন; বরং তাঁরা তাঁকে শুধুমাত্র ইসলামি অভিবাদন (সালাম) দ্বারা অভিবাদন করলেন (সালাম দিলেন)।

'আমর ইবনুল আস যে নাকি রাজ দরবারে উপস্থিত ছিল সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নাজ্জাশির ক্রোধ উদ্রেক (উদ্রিক্ত) করার বা রাগ উঠানোর সুযোগ পেল। সে বলল, "হে মহারাজ, আপনি দেখছেন না যে, তারা কতইনা অহংকারী! আপনাকে যেভাবে অভিবাদন করা উচিৎ তারা আপনাকে সেভাবে অভিবাদন করছে না।"

নাজ্জাশি ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে সেজদা করতে এবং আমাকে যেভাবে অভিবাদন করতে হয় সেভাবে অভিবাদন করতে কিসে তোমাদেরকে তা করতে বাধা দিল?"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে বাদশাহ! সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমরা সেজদা করিনা, আর আমাদের অভিবাদন হলো শান্তির অভিবাদন, জান্নাতবাসীদের অভিবাদন।"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল 'আস ও 'আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবীয়াহ-এর দিকে চোখের ইশারা করে বললেন, "হে বাদশাহ! এ দুলোককে জিজ্ঞেস করুন যে, আমরা কি গোলাম না কি স্বাধীন। যদি আমরা গোলাম হই, তবে আমরা (আমাদের মনিবদের কাছ থেকে) পালিয়ে এসেছি। আর তাই আপনার উচিৎ আমাদেরকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া।"

www.pathagar.com

নাজ্জাশি কিছুই বললেন না, কিন্তু শুধুমাত্র আমর ইবনুল আস এর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন, যেন তাকে বলছেন "তাঁর প্রশ্নের উত্তর দাও।"

'আমর বললেন, "না বরং, তারা সম্ভ্রান্ত স্বাধীন ব্যক্তি।"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি (আমাদের লোকদের মাঝে) রক্তপাত করেছি যে, আমাদেরকে রক্তপানের তলব করা হচ্ছে?"

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবীয়াহ বলল, "না, একফোঁটাও না।"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "তবে কি আমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করেছি যে, আমাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তলব করা হচ্ছে?"

আমর ইবনে আস বলল, "না, এমনকি এক কিরাত পরিমাণও না।

নাজ্জাশি কোরাইশদের দুজন গুপ্তচরকে জিজ্ঞেস করলেন, "সুতরাং তোমরা তাদের ব্যাপারে কী দাবি কর?"

'আমর বলল, "তারা এবং আমরা উভয়েই এক ধর্মের ওপরে, আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের ওপরে ছিলাম; পরে তারা সে ধর্ম চিরতরে ত্যাগ করে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়েছে।"

নাজ্জাশি জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোন ধর্মের ওপরে ছিলে এবং এখন তোমরা কোন ধর্মের অনুসরণ করছ? আমার কাছে সত্য কথা বল।

জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমরা যে ধর্মের ওপরে ছিলাম এবং যে ধর্মকে আমরা চিরতরে পরিত্যাগ করেছি তা শয়তানের ধর্ম। আমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করতাম এবং পাথর-পূজা করতাম। আমরা যে ধর্মকে অবলম্বন করেছি তা শান্তির ধর্ম-ইসলাম (অর্থাৎ একমাত্র প্রভু-আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ)। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধর্ম নিয়ে আমাদের কাছে আগমণ করেছেন এবং তিনি এমন কিতাব (ধর্ম গ্রন্থ) নিয়ে এসেছেন, যা মরিয়ম তনয়-ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কিতাবের অনুরূপ এমন এক কিতাব-যা এ কিতাবের সাথে মতৈক্যপূর্ণ।"

www.pathagar.com

নাজ্জাশি বললেন, "তুমি সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলছ। তাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চল। এরপরে তিনি (নাজ্জাশি) ঘণ্টা বাজাতে আদেশ দিলেন। যাতে করে তিনি তাঁর সেবায় নিয়োজিত সাধু-সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। তারা (সাধু-সন্ন্যাসীগণ) যখন জমায়েত হলেন তখন তিনি (নাজ্জাশি) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি ঐ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, যিনি ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি এমন নবীর বিষয়ে জান-যিনি ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় ও কিয়ামতের মাঝে প্রেরিত হওয়ার কথা?"

তারা সবাই উত্তর দিলেন, " ..... হ্যাঁ, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাঁর সম্বন্ধে শুভ সংবাদ দিয়েছেন এ কথা বলে, "যে ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি আমাকে বিশ্বাস করে আর যে ব্যক্তি তাঁকে অবিশ্বাস করে সে ব্যক্তি আমাকে অবিশ্বাস করে।"

এরপরে নাজ্জাশি আবার জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি মনোযোগ দিয়ে বললেন, "এ লোক (নবী করীম ﷺ) তোমাদেরকে কী করতে বলে? তিনি তোমাদেরকে কী আদেশ দেন? আর তিনি তোমাদেরকে কী করতে নিষেধ করেন?"

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, " তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব (ধর্ম গ্রন্থ) তিলাওয়াত (আবৃত্তি) করেন, তিনি আমাদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করেন এবং তিনি আমাদেরকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদেরকে আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় হতে (করুণা করতে, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং এতিমদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে আদেশ করেন। আর তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি কোনো অংশীদারিত্ব আরোপ না করে {অর্থাৎ তাঁর (সাথে) কোনো শরীক সাব্যস্ত না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে আদেশ করেন।"

নাজ্জাশি জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তোমার কাছে কি এর কোনো অংশ আছে?"

www.pathagar.com

জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।" নাজ্জাশি বললেন, "তা হলে তুমি আমাকে তা তিলাওয়াত (আবৃত্তি) করে শুনাও।"

তখন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾ وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾ وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾

"পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলীফ লাম মীম (এ অক্ষরগুলো কুরআনের এক বিস্ময় এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এর অর্থ জানেন)।

২. মানুষেরা কি ভেবেছে যে, তাদের কথা "আমরা ঈমান এনেছি।" এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে?

৩. তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমি অবশ্যই পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই (পরীক্ষা করে) জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি

www.pathagar.com

অবশ্যই জেনে নিবেন কারা মিথ্যাবাদী (যদিও আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুই পরীক্ষা করার আগেই জানেন তবুও দলিল প্রমাণের জন্য তিনি পরীক্ষা করবেন।)

৪. যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি ভেবে নিয়েছে যে, তারা আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে (অর্থাৎ আমার শাস্তি এড়াতে পারবে)? তাদের বিচার (বিবেক-বুদ্ধি) খারাপ (নষ্ট) হয়ে গেছে।

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার (বা হওয়ার) আশা রাখে, সে নিশ্চিত জেনে রাখুক যে, আল্লাহর (সাক্ষাতের ও বিচারের) নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

৬. আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) মুজাহাদা (প্রচেষ্টা) করে সে ব্যক্তি (মূলত) নিজের কল্যাণের জন্যই মুজাহাদা (চেষ্টা) করে। কেননা নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র বিশ্বজগত থেকেই (অবশ্যই) অমুখাপেক্ষী।

৭. যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ (পূণ্যকর্ম) করে আমি (আল্লাহ) অবশ্যই অবশ্যই তাদের মন্দ কর্মসমূহকে ক্ষমা করে দিব এবং তারা যে উত্তম আমল করতো তার প্রতিদান আমি অবশ্যই তাদেরকে দিব।

৮. আর আমি মানুষকে আদেশ করেছি তার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করতে, আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করাতে চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদেরকে (এ ব্যাপারে) মান্য করবে না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা কী আমল করতে।

৯. আর যারা ঈমান আনে ও আমাল সালেহ (সৎকাজ) করে তাদেরকে আমি অবশ্যই অবশ্যই জান্নাতে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত করব।"

(সূরা আনকাবূত : আয়াত-১-৯)

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত (পাঠ বা আবৃত্তি) করছিলেন তখন নাজ্জাশি খুব মনোযোগ দিয়ে তা শুনছিলেন এবং জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ আয়াতটি শেষ করার সাথে সাথে নাজ্জাশি বললেন, "আমাদেরকে এ

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ও কল্যাণকর বাণী আরো দান করুন (শুনান)।" জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾ اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলীফ, লাম, মীম (এ অক্ষরগুলো কুরআনের এক বিস্ময় এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এগুলোর অর্থ জানে না।)

২. রোমকগণ (পারস্যবাসীর কাছে) পরাজিত হবে।

৩. নিটকতম ভূমিতে (সিরিয়া, ইরাক জর্ডান ও ফিলিস্তিনে), এবং তারা তাদের পরাজয়ের পরে অচিরেই (পারস্যবাসীদের ওপরে) বিজয়ী হবে।

৪. কয়েক (তিন থেকে নয়) বৎসরের মধ্যেই পূর্বাপর (সকল) বিধান (সিদ্ধান্ত) আল্লাহরই (ইচ্ছাধীন) আর সেদিন মুমিনগণ সন্তুষ্ট হবে।

৫. আল্লাহর সাহায্যে (তারা জয়ী হবে), যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী পরম করুণাময়।

www.pathagar.com

৬. (এটা) আল্লাহর (বিশেষ) প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) ভঙ্গ করেন না। কিন্তু, অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না

৭. তারা (মানুষেরা) দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকটাই (শুধু) জানে, অথচ, তারা আখিরাত (পরকাল) সম্বন্ধে গাফেল (বেখবর বা অমনোযোগী)।

৮. তবে কি তারা তাদের নিজের ব্যাপারে ভেবে দেখেনি (কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন)? আসমানসমূহকে, পৃথিবীকে ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সেসবকে আল্লাহ তা'য়ালা সত্যসহ (বা যথাযথভাবে) ও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় বহু মানুষ প্রভুর সাথে (বিচারের জন্য) সাক্ষাতের বিষয়টিকে অবশ্যই অস্বীকার করে।" (সূরা রূম : আয়াত-১-৮)

তখন নাজ্জাশির নয়ন যুগল হতে অশ্রুধারা বইতে লাগল যখন সে বলল, "এটা এবং ওটা (উভয়টাই) সে বিষয়ই যা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন তা সত্যিই একই উৎস থেকেই উৎসারিত।"

তারা যা আশা করেছিলেন ব্যাপারটি সেভাবে এগুচ্ছে না এ কথা বুঝতে পেরে আব্দুল্লাহ ইবনে রবীয়াহ আমর ইবনুল আস এর দিকে ফিরে তার কানে কানে (ফিস ফিস করে) বলল, তুমি ও কথা শুনেছ (যা নাজ্জাশি বলল)? আমর উত্তর দিল, "আমি লাত ও উযযাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এখন আমি তার কাছে এমন সব কথা বলব যা তাদের বর্তমান পরম সুখকে সমূলে উৎপাটিত করে দিবে।" 'আব্দুল্লাহ উত্তর দিল, "এমনটি করো না। কেননা, এ কথা সত্য যে, তারা আমাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এখনও তারা আমাদের আত্মীয়।" কিন্তু আমর সফল হতে ইচ্ছুক ছিল, তাই সে আগে বেড়ে বলল, "হে শক্তিধর মহারাজ! তারা নিশ্চয় 'ঈসা ইবনে মরিয়াম সম্বন্ধে জঘন্য কথা বলে।" তৎক্ষণাৎ নাজ্জাশির ভাবমূর্তি শান্ত ও সৌম্য চেহারা থেকে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত চেহারাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তিনি উত্তর তলব করে বললেন, "তারা কি বলে?"

'আমর উত্তর দিল, "তারা বলে যে, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলাম এবং তারা তার মাতাকে গালি দেয়।"

www.pathagar.com

এরপরে নাজ্জাশি তার দৃষ্টিকে জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে ফিরিয়ে বললেন, "হে মুহাম্মদের সঙ্গীগণ (সাহাবীগণ), তোমরা ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে কী বল?

জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমরা তার সম্বন্ধে তাই বলি যা আমাদের নিকটে তিনি (জ্ঞান বা ইলেম হিসেবে) নিয়ে এসেছেন (আর তা হলো এই যে,): তিনি {ঈসা আলাইহিস সালাম} আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তিনি তার বাণী {كُنْ (হয়ে যাও) এ বাণীর ফল; فَيَكُوْنُ (ফলে তিনি হয়ে গেলেন) যা তিনি (আল্লাহ) (আ:)-এর ওপরে দান করেছিলেন। তিনি (মরিয়ম আলাইহিস সালাম) ছিলেন সতী ও আল্লাহর ইবাদতে উৎসর্গ প্রাণ (নিবেদিত প্রাণ)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ اِنَّمَآ
اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ
يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ
وَ لِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

"পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি"

১৬. (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিতাবে (কুরআনে) উল্লিখিত মরিয়মের কথা স্মরণ কর : যখন নাকি সে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বমুখী এক নির্জনস্থানে চলে গেল।

১৭. অতঃপর সে তাদের থেকে (নিজেকে আড়াল রাখার জন্য) একটি পর্দা টাঙ্গাল, তারপরে আমি তার কাছে আমার রূহকে (জিবরাঈল

www.pathagar.com

ফেরেশতাকে) প্রেরণ করলাম, আর সে তার সামনে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে আকৃতি ধারণ করল।

১৮. সে (মরিয়াম) বলল, আমি অবশ্যই পরম করুণাময়ের (আল্লাহর) দরবারে তোমার থেকে আশ্রয় চাই। যদি তুমি মুত্তাকী হতে (আল্লাহকে ভয় করতে তবে কতই না ভালো হতো)!

১৯. তিনি (জিবরাঈল ফেরেশতা) বললেন, আমি তো তোমার প্রভুর (প্রেরিত) দূত মাত্র। (আমি এসেছি) তোমার জন্য একটি ধার্মিক পুত্রের উপহার (সুসংবাদ) দিতে।

২০. সে (মরিয়ম) বলল, "কোথা থেকে আমার পুত্র হবে, যখন নাকি আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, আর আমি অসতীও নই?!

২১. তিনি (জিবরাঈল ফেরেশতা) বললেন, এভাবেই (হবে), তোমার প্রভু বলেছেন, "আমার পক্ষে এ কাজ সহজ। আর আমি তাকে (তোমার পুত্রকে) মানুষের জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শনস্বরূপ এবং আমার পক্ষ থেকে রহমত (করুণা) স্বরূপ বানাব। আর এটা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) অবধারিত বিষয় (সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা)।" (সূরা মরিয়ম-১৬-২১)

এরপরে নাজ্জাশি তার হাত দিয়ে মাটিতে (ভূমিতে) আঘাত করল, এরপরে তিনি (নাজ্জাশি) একটি লাঠি নিয়ে বললেন, "আল্লাহ সাক্ষী, 'ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি যা বললে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এমনকি এ লাঠি পরিমাণও (বেশি কিছু) নয় অর্থাৎ তুমি ঠিক যা বলেছ তা তিনি (ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন তার সাথে পুরাপুরি ঐক্যমতপূর্ণ। এরপরে তিনি (নাজ্জাশি) নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, তোমরা আমার দেশে নিরাপদ, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে মন্দ বলবে (গালি দিবে) সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে (তাকে জরিমানা দিতে হবে); যে ব্যক্তি তোমাদেরকে মন্দ বলবে (গালি দিবে) সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে; যে ব্যক্তি তোমাদেরকে গালি দিবে (মন্দ বলবে) সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে (তার ওপরে জরিমানা বর্তাবে)। যদি আমাকে এক পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দেয়া হয়, তবুও আমি তোমাদের একজনকেও আঘাত করব না।"

www.pathagar.com

কোরাইশদের দুই গুপ্তচরকে উদ্দেশ্য করে নাজ্জাশি তার একজন চাকরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তাদের উপঢৌকন তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমার ওসবের প্রয়োজন নেই। এভাবে তাদের উপঢৌকন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। আর তারা তাদের কাজে ব্যর্থ হয়ে অপমানিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেল।

নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ

যারা তাদের আগে এসেছিল এবং যারা তাদের পরে এসেছিল যেহেতু তাদের অনেকের ঘটনা একই ছিল, সেহেতু নাজ্জাশির ধর্ম যাজকগণ ও মন্ত্রীবর্গ সত্য ধর্ম সম্বন্ধে জানতে পারল। কিন্তু তারা এটাকে (সত্য ধর্ম ইসলামকে) গ্রহণ করতে অস্বীকার করল; বরং তারা নাজ্জাশির চারপাশে সমবেত হয়ে তাকে (নাজ্জাশিকে) (নিম্নোক্ত) কথা দ্বারা চ্যালেঞ্জ (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) করে তারা ভিন্নমত পোষণ করল। "আপনি তো আমাদের ধর্মকে চিরতরে ত্যাগ করেছেন।" এরপরে যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছুক ছিল তারা সকলে একত্রিত হলো। বিদ্রোহীদের মাঝে এবং রাজার অনুসারীদের মাঝে যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তখন নাজ্জাশি অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি একটি জাহাজ প্রস্তুত করে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদেরকে (উদ্দেশ্য করে) বললেন, "আপনারা জাহাজে চড়ুন; সেখানে থাকবেন। যদি আমি পরাজিত হই, তবে আপনাদের যেখানে মন চায় সেখানেই চলে যাবেন। আর যদি আমি বিজয়ী হই, তবে থেকে যাবেন।" এরপরে তিনি (নাজ্জাশি) একটি পত্রে লিখলেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল (প্রেরিত পুরুষ বা দূত)। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা, রাসূল (প্রেরিত দূত), রূহ ও কালিমা (এখানে 'রূহ' বলতে বুঝায় পিতার বীর্য ছাড়া আল্লাহর ফুৎকারে সৃষ্ট এবং 'কালিমা' বলতে বুঝায় পিতার বীর্য ছাড়া আল্লাহর আদেশে সৃষ্ট)।" আর শত্রুদের মোকাবিলা করতে বের হওয়ার আগে তিনি (নাজ্জাশি) রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পত্রটিকে তার বহির্বাসে (জামা বা কোর্তায়) ঠিক ডান কাধের নিম্ন ভাগে স্থাপন করে নিলেন।

www.pathagar.com

শীঘ্রই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আর নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ رضي الله عنهم উদ্বিগ্নতার সাথে যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। তারা যখন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর দরবারে নাজ্জাশি رضي الله عنه-কে বিজয় দান করার জন্য একনিষ্ঠভাবে আকুল আবেদন করছিল তখন তাদের হৃদয় (অন্তর) কাঁপছিলো। আর সত্যিই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তখন তার ঈমানদার (বিশ্বাসী) বান্দা নাজ্জাশি رضي الله عنه-কে বিজয় দান করলেন।

(এরপরে) নাজ্জাশি رضي الله عنه জনগণের সামনে বের হয়ে বললেন, "হে হাবশার জনতা, তোমাদের ওপরে আমার কি অন্য লোকের চেয়ে বেশি অধিকার নেই?" তারা (হাবশার জনগণ) উত্তর দিল, "হ্যাঁ অবশ্যই আছে। নাজ্জাশি رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মতে আমি কিভাবে জীবন জাপন করেছি।"

নাজ্জাশি رضي الله عنه-এর প্রজারা উত্তর দিল, "আপনি ভালোভাবে জীবন-যাপন করেছেন।"

নাজ্জাশি رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তোমাদের কী হল যে, তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করলে?" তারা উত্তর দিল, "আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, ঈসা একজন দাস।" নাজ্জাশি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ঈসা সম্বন্ধে তোমাদের কী বলার আছে?

তারা বলল, "(আমরা বলতে চাই যে,) তিনি (ঈসা عليه السلام) আল্লাহর পুত্র।"

এরপরে নাজ্জাশি رضي الله عنه তার পোশাকের নিচের পত্রের ওপরে হাত রেখে বললেন যে, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মরিয়মের পুত্র ঈসা.....আর সেখানে তিনি আগে না বেড়ে থেমে গেলেন।

জনগণ ভাবল যে, তারা যা বলেছে তিনি সে সাক্ষ্যই দিচ্ছেন: কিন্তু নাজ্জাশি رضي الله عنه তার হৃদয়ে ঐ সাক্ষ্যই বহন করছিলেন যা পত্রটিতে লিখিত ছিল। এভাবে হাবশার নাগরিকগণ শান্ত হয়ে তাদের ঘরে ফিরে গেল এবং সংঘাতের অবসান ঘটল। যা ঘটেছিল জাফর رضي الله عنه তার সুসংবাদ নবী করীম ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করলেন আর তিনি (নবী করীম ﷺ) নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদে সন্তুষ্ট হলেন।

(সীরাতে ইবনে হিশাম-১/৩৪১)

www.pathagar.com

হাবশায় হিজরতকারীদের জীবন

আবারো নাজ্জাশী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশার ওপরে দৃঢ় অবস্থান পুনরুদ্ধার করা মাত্রই মুসলিমগণ আবারো নিরাপত্তার স্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। নিজেদেরকে নিরাপদ ভেবে তারা বিতাড়িত হওয়ার কোনোরূপ ভয় ছাড়া স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম অনুশীলন করছিলেন। কিন্তু, তারা বাদশার উদারতার অধীনে থেকে বসবাস করতে সন্তুষ্ট (রাজি) ছিলেন না; বরং তারা কাজকর্ম করেছিলেন; প্রধানত তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিলেন। তারা ইয়েমেনে সফর (ভ্রমণ) করে গিয়ে সান'য়া ও নাজরান থেকে মালামাল ক্রয় করে তা নিয়ে হাবশাতে ফিরে আসতেন। শীতকালে ইয়েমেনে তাদের ভ্রমণের দ্বারা দু'ধরনের উদ্দেশ্য সাধিত হতো :

১. একটি ছিল লাভের (মুনাফার) স্পষ্ট আশা এবং

২. অন্যটি ছিল মক্কা থেকে ইয়েমেনের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে আগত ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করা।

তাদের কাছ থেকে তারা (হাবশার মুসলিমগণ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কল্যাণ সম্বন্ধে তথ্য লাভ করতেন এবং যদি তাদের মাঝে (মক্কা থেকে আগত ব্যবসায়ীদের মাঝে) মুসলিম থাকতেন, তবে তারা (হাবশার মুসলিমগণ) সম্প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহ শিক্ষা করার জন্য তাদের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম

আল্লাহ তায়ালা জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি পুত্র-সন্তান দান করলেন আর তিনি (জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। আর তিনিই হলেন হাবশায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম নবজাতক এবং একই দিনে নাজ্জাশিরও রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি শিশু সন্তান জন্ম হলো। নাজ্জাশি রাদিয়াল্লাহু আনহু জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি তোমার সন্তানের কী নাম রেখেছ? জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তার নাম রেখেছি "আব্দুল্লাহ" তখন নাজ্জাশি রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা দিলেন যে, তিনিও তার সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ রাখলেন এবং জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী আসমান বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের শিশু সন্তানকে ও

www.pathagar.com

নাজ্জাশি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শিশুকে উভয়কেই দুধ পান করিয়েছেন। এভাবে দু'আব্দুল্লাহ দুধ ভাই হয়ে গেলেন।

নবী করীম ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীর আরবে প্রত্যাবর্তন

মক্কাতে যে সব ঘটনা ঘটত তার সংবাদ হাবশায় নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন উপায়ে পেতেন। তারা জানতে পারলেন যে, আকাবাতে আনসারগণ নবী করীম ﷺ-এর কাছে আনুগত্যের অঙ্গিকার করার পরে মক্কায় মুসলিমগণ মদীনাতে হিজরত করা শুরু করে দিয়েছে, অবশেষে নবী করীম ﷺ ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হিজরত করেছেন। পরে তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, কীভাবে মুসলিমগণ বদরের যুদ্ধে মুশরিকদেরকে পরাজিত করেছে এবং কীভাবে ইসলামের বহু ঘোরতম শত্রু যেমন আবু জেহেল, উতবাহ ইবনে রবীয়াহ, শাইবাহ ইবনে রবীয়াহ, উমাইয়াহ ইবনে খালাফ, নদর ইবনে হারিছ এবং উকবাহ ইবনে মুয়াইত যুদ্ধে মারা গিয়েছে। যুদ্ধের সময়ে সর্বমোট সত্তরজন মুশরিক মারা গিয়েছে, সত্তরজনকে বন্দী করা হয়েছে। তাদের মাঝে সুহাইল ইবনে আমর ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবও ছিল। এসব শুভ সংবাদ ইঙ্গিত বহন করে যে, কিছু মুসলিমের জন্য মক্কাতে তাদের বাড়ী-ঘরে নয়; বরং মুসলিমদের নতুন দেশ-মদীনাতে হিজরত করার এটাই (উপযুক্ত) সময়। এভাবে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য অনেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাদের মাঝে রয়েছেন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা, উম্মুল মু'মিনীন হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আমর ইবনে উমাইয়াহ দামরি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারা একটি সাগর তরীতে চড়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শহরের (মদীনার) দিকে যাত্রা শুরু করেন।

নবী করীম ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য মুসলিমদের হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের কারণে অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তার দু'চোখের মাঝে চুমু দিয়ে বললেন, "আমি (সঠিকভাবে) বলতে পারি না যে, দুটি বিষয়ের কোনটিতে আমি বেশি সন্তুষ্ট, জা'ফরের প্রত্যাবর্তনে, না-কি খায়বর বিজয়ে।"

(তাবারানিতে তেমনি বর্ণিত আছে যেমন আছে মাজমা'তে, ৯/২৭১-২৭২)

www.pathagar.com

খায়বারের যুদ্ধে যুদ্ধলব্দ সম্পদকে নবী করীম ﷺ শুধুমাত্র তাদের মাঝেই বণ্টন করে দিয়েছেন যারা তার সাথে (নবী করীম ﷺ-এর সাথে) অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তাদেরকেও দিয়েছেন যারা হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।} বায়ান্ন জন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তার ওপর আমার সর্বাধিক অধিকার রয়েছে

নবী করীম ﷺ যখন উমরাহ সমাপ্ত করে মক্কা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন তার ভাতিজি হামজাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা "উমারাহ' তার পিছে পিছে চলতে লাগল। তখনও সে শিশু ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যায়েদ ইবনে হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে বিতর্ক বেধে গেল। তাদের প্রত্যেকেই তাকে(তাঁদের কাছে) রেখে লালন-পালন করতে চাইলেন। যায়েদ ইবনে হারিছা বললেন, তার ওপরে আমার সব চেয়ে বেশি হক (অধিকার) রয়েছে। কেননা, সে আমার ভাতিজি।" যায়েদ ইবনে হারিছা এবং হামজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্ত সম্পর্কিয় ভাই ছিলেন না; বরং তারা যখন মক্কায় ছিলেন তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দু'জনের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তার প্রতি আমার আরো বেশি অধিকার রয়েছে। কেননা, সে আমার চাচাতো বোন এবং আমি তাকে মক্কা থেকে বহন করে এনেছি। জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তারা ওপরে আমার আরো বেশি অধিকার রয়েছে। কেননা, সে আমার চাচাতো বোন এবং তার খালা আমার দায়িত্বে (বিবাহ বন্ধনে বা স্ত্রী হিসেবে) আছেন।" এরপরে বিষয়টিকে নবী করীম ﷺ-এর ফয়সালা জন্য রাখা হলো। তিনি যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তুমি আমার ভাই ও মাওলা (সাহায্যকারী)" এরপরে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন–

অর্থ : "তুমি আমার, আমি তোমার। اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ

www.pathagar.com

অবশেষে তিনি ﷺ জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন–

وَاَمَّا اَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَتُشْبِهُ خَلْقِي وَخُلُقِيْ وَاَنْتَ يَا جَعْفَرَ اَوْلَى بِهَا, تَحْتَكَ خَالَتُهَا وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى خَالَتِهَا وَلَا عَلٰى عَمَّتِهَا.

অর্থ : "আর হে জা'ফর, তুমি শারীরিক গঠনে ও চরিত্রে আমার মতোই। আর তুমি তো তার ব্যাপারে সর্বাধিক হকদার (অধিকারী)। কেননা, তোমার দায়িত্বে আছে তার খালা। (আর খালাতো মায়ের মতোই)। কেননা, কোনো নারীর খালা এবং ফুফু কারো দায়িত্বে (বিবাহ বন্ধনে বা স্ত্রী হিসেবে) থাকলে সে নারীকে সে পুরুষ বিয়ে করতে পারবে না।" (বুখারী-৪২৫১)

নাজ্জাশি রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু:

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সংবাদ জ্ঞাপন করলেন যে, হাবশার বাদশা নাজ্জাশি রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেছেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, "নিশ্চয় তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই নাজ্জাশি রাযিয়াল্লাহু আনহু এন্তেকাল করেছেন। সুতরাং, তোমরা আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এরপরে তিনি নামাজের স্থানে গিয়ে তার সাহাবিদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন এবং যারা বসা ছিল তাদেরকে তিনি বললেন–

اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْمَاتَ فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ.

অর্থ : "নিশ্চয় তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই নাজ্জাশি (রা) ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং তোমরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

(আহমাদ-৪/৩৬০ এবং তাবারানি-২৩৪৬)

এ সময় মুনফিকরা বলল, দেখ! সে তো একজন কাফের (অবিশ্বাসী) খৃষ্টানের জানাযা পড়ছে এবং সে আমাদেরকে হাবশার কাফেরদের মধ্য থেকে একজন কাফেরের জানাযা পড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন–

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا.

www.pathagar.com

অর্থ : "আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) মাঝে এমন ব্যক্তিগণ রয়েছেন যারা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখেন এবং (তারা) তোমাদের প্রতি যে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ তাতে ঈমান রাখে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীতভাবে অবনত হয়। (আর) তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে না। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৯)

নবী করীম ﷺ-এর দরবারে তার নৈকট্য

একদিন জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবিগণ রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে বসা ছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বেরিয়ে এসে জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশে বসলেন। এরপরে তিনি তাকে (জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু–কে) সম্বোধন করে বললেন–

اَشْبَهْتُ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَاَنْتَ مِنْ شَجَرَتِيَ الَّتِيْ اَنَا مِنْهَا.

অর্থ : "তুমি তো আমার শারীরিক গঠনে ও চরিত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তুমি তো ঐ গাছেরই (বংশের) ফল সন্তান যে গাছের (বংশের) ফল (সন্তান) আমি। (বুখারী-২৬৯৯)

অত:পর তিনি জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্রের দিকে তাকালেন যে নাকি তার পিতার পাশে বসা ছিল এবং তিনি বললেন, জাফর শারীরিক গঠনে ও চরিত্রে আমার সদৃশ্য। আর হে আব্দুল্লাহ! তুমি তো আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তোমার পিতার সাথে সর্বাধিক সদৃশ।" (ইবনে আসাকির ২৯/১৭৮)

উমারার (মু'তার) যুদ্ধ:

মুসলিম সৈন্যগণ জুরফে ক্যাম্প (শিবির) স্থাপন করে এবং নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশনা স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেছেন–

زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ اَمِيْرٌ عَلَى النَّاسِ فَاِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ, فَاِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ, فَاِنْ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُوْنَ بَيْنَهُمْ رَجُلًا فَلْيَجْعَلُوْهُ عَلَيْهِمْ

www.pathagar.com

অর্থ : "যায়েদ ইবনে হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের (যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের) নেতা হবে। যায়েদ যদি শহীদ হয়ে যায় তবে জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু (নেতা হবে), যদি সেও শহীদ হয়ে যায় তবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু (নেতা হবে) যদি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুও শহীদ হয়ে যায় তবে মুসলিমগণ যেন তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত (পছন্দ) করে (তাকে) তাদের নেতা বানিয়ে নেয়। (মুসনাদ-১/২০৪)

জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল!, আপনি যায়েদকে আমার ওপরে প্রাধান্য দিবেন এটা আমি আশা করিনি।" নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, "আগে বাড়ো। কেননা, (তোমার জন্য) যা ভালো তা তুমি জানো না।" জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ﷺ-এর আদেশ মান্য করলেন। শীঘ্রই মুসলিম সেনারা শামের দিকে যাত্রা শুরু করল। (বর্তমান সিরিয়া এবং আশপাশের অঞ্চলকে শাম দেশ বলা হতো; এটা তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্ত একটি প্রদেশ ছিল।) শীঘ্রই তারা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতাগণ জানতে পারলেন যে, রোমানরা এক লক্ষ্য সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছে, যখন নাকি তাদের (মুসলিমদের) সৈন্যবাহিনী মাত্র তিন হাজার (৩০০০) যোদ্ধা নিয়ে গঠিত। যায়েদ ইবনে হারিসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ই একই কথা ভাবলেন; আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে চিঠি লিখে আমাদের সৈন্যদের সংখ্যা লিখে জানাব। তখন তিনি হয়তো অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন অথবা তিনি আমাদেরকে (আগে বাড়ার) আদেশ করবেন (যেমনটি আমরা অগ্রসর হচ্ছি) এবং তখন আমরা তার এই আদেশ পালন করব।"

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে (মুসলিম সেনাদেরকে) এই বলে উৎসাহিত করলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ সাক্ষী, তোমরা যা অপছন্দ করছ তা এমন এক বিষয় যার জন্য প্রথমত তোমরা বের হয়েছ। তোমরা শাহাদাত কামনা করে বের হয়েছ। আর আমরা মানুষের সাথে (কাফেরদের সাথে) সংখ্যা বা শক্তি.....দিয়ে যুদ্ধ করি না; বরং আমরা তাদের সাথে শুধুমাত্র এমন ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ করি, যে ধর্ম দিয়ে আল্লাহ

www.pathagar.com

আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং দুটি ভালো জিনিসের একটিকে (আমাদেরকে) বেছে নিতে হবেই। হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাত (শহীদি মৃত্যু)।"

সমবেত জনতা একই উত্তর দিল; "আল্লাহ সাক্ষী, রাওয়াহার পুত্র সত্য কথা বলেছেন। এই মন্তব্য ও সাহস দেখে মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতাগণ আগে বেড়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন মুসলিম সেনারা হেরাক্লিয়াসের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলো তখন তারা মু'তা নামক স্থানে তাদের সেনাবাহিনীকে একত্রিত করল। হেরাক্লিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষে শাম দেশের গভর্ণর (শাসক) ছিলেন। যায়েদ ইবনে হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীকে ভালোভাবে পরিচালনা করলেন। তিনি কুতবা ইবনে কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডান দিকের সেনাবহরের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন, ওবাদা ইবনে মালিক আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বাম দিকের সেনাবহরের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন এবং তিনি নিজে অন্য দুজন নেতা জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হলেন।

এরপরে যুদ্ধ শুরু হল এবং যায়েদ ইবনে হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা নিয়ে নিহত (শহীদ) হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেলেন। এরপরে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা তুলে নিলেন এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এরপরে তিনি (ঘোড়ার পিঠ থেকে) নেমে পদব্রজে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। অবশেষে তার ডান হাত কাটা গেল; তখন তিনি তার বাম হাতে পতাকাটিকে নিলেন। কিন্তু এরপরে এ হাতও কাটা পড়ল। এরপরে তিনি পতাকাটিকে (তার কর্তিত হস্তদ্বয় দ্বারা) বুকে জড়িয়ে ধরলেন যাতে করে এটি মাটিতে পড়ে না যায়। অতঃপর তিনিও নিহত (শহীদ) হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রাণপন যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এরপরে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকাটিকে তুলে নিলেন।

ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহর ইচ্ছায় যুদ্ধ দেখতে পারলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার করে (উচ্চস্বরে) বলে উঠলেন, "(কাযা অথবা জানাযার) নামাজ জমা (পুঞ্জীভূত) হচ্ছে।

www.pathagar.com

এরপরে তিনি মিম্বরে চড়ে অশ্রু বিগলিত নয়নে বললেন–

اَيُّهَا النَّاسُ نَابَ خَبَرٌ اَوْ ثَابَ بَابُ خَيْرٍ اُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هٰذَا الْغَازِىْ, اِنَّهُمْ انْطَلَقُوْا فَلَقُوا الْعَدُوَّ قُتِلَ زَيْدٌ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شَهِيْدًا فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتّٰى قُتِلَ شَهِيْدًا فَاسْتَغْفِرُوْالَهُ ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَاَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتّٰى قُتِلَ شَهِيْدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ اَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْاُمَرَاءِ. وَهُوَ اَمِيْرُ نَفْسِهِ وَلٰكِنَّهُ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللهِ فَاٰبَ. رَجَعَ بِنَصْرِهٖ.

অর্থ : হে লোক সকল আমি তোমাদেরকে তোমাদের সৈন্যদল সম্পর্কে সংবাদ দিব। তারা বের হয়ে গিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করছে। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হয়ে শহীদ হয়ে গেছে। তাই তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এরপরে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা ধারণ করে শত্রু পক্ষের লোকদের সাথে কঠিন যুদ্ধ করে অবশেষে নিহত হয়ে শহীদ হয়ে গেছে। সুতরাং তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা ধারণ করেছে এবং নিহত হয়ে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে তার পদদ্বয়কে দৃঢ় রেখেছে। সুতরাং তোমরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা ধারণ করলেন যদিও সে (পূর্ব নির্ধারিত) নেতা ছিল না, তবুও সে নিজে নিজেই নেতা নিযুক্ত হয়েছে; কিন্তু সে আল্লাহর একটি তরবারি স্বরূপ, তাই সে আল্লাহর সাহায্যে (নিরাপদে) ফিরে এলো।

(ইবনে আসাকির-১৮/১৭২, আহমদ-৫/২৯৯)

এরপরে নবী করীম ﷺ উঠে গিয়ে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে প্রবেশ করে তার স্ত্রী আসমা বিনতে উনাইছ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যা ঘটেছিল তার সংবাদ দিলেন আর সে (আসমা বিনতে উনাইছ) কাঁদতে লাগল। নবী করীম ﷺ

www.pathagar.com

বললেন, "জা'ফরের মতো একজন ব্যক্তির জন্য একজন ক্রন্দনকারিণীর কান্না করা উচিত।" (তবাকাতে ইবনে সা'দ-৮/২২০)

নবী করীম ﷺ এরপরে (জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ جَعْفَرًا قَدْ قَدِمَ اِلٰى اَحْسَنِ الثَّوَابِ فَاخْلُفْهُ فِىْ ذُرِّيَّتِهٖ بِاَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ فِىْ ذُرِّيَّتِهٖ

অর্থ : "হে আল্লাহ! জা'ফর তো সর্বোত্তম প্রতিদানের দিকে চলে গেছে। সুতরাং তার বংশধরের মাঝে এমন উত্তম সন্তান দান করুন- যেমন উত্তম সন্তান আপনি আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে তাঁর বংশধরের মাঝে দিয়েছিলেন।"(ফাযায়েলে সাহাবা, আহমদ-১৬৯০)

মৃত্যুকালে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স হয়েছিল একচল্লিশ বছর।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বিবিধ

মহানবী ﷺ-এর সচিবালয়

রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে মহানবী ﷺ-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী জনকল্যাণমূলক সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত সচিবালয়। সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগসমূহের নাম নিম্নে দেয়া হলো

বিভাগ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১. রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ	১. হানযালা ইবনে আল রবী রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল ﷺ-এর একান্ত সচিব। ২. শুরাহবিল ইবনে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু সচিব। ৩. আনাস ইবনে মালেক।[১]
২. সীল মোহর বিভাগ	১. মুকার ইব্‌ন আবু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীলমোহর করার আংটিটি তাঁর নিকট সংরক্ষিত থাকত।[২]
৩. অহী লিখন বিভাগ	১. যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ২. আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩. ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪. ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬. উবাই ইব্‌ন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭. আবদুল্লাহ ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮. যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯. খালেদ ইব্‌ন সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১১. খালেদ ইব্‌ন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ১২. মুগীরা ইব্‌ন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৩. মুআ'বিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু

[১] তথ্য : আল জাহশিয়ারী; কিতাব আল-উযারা ওয়া আলকুতবাত, কায়রো, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ১২

[২] তথ্য : সিরাজাম মুনিরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৭

www.pathagar.com

ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশজন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[১]

৪. পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ	১. যায়েদ ইব্ন সাবিত আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু
	২. আবদুল্লাহ ইব্ন আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, শেষের দিকে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[২]
৫. অভ্যর্থনা বিভাগ	১. আনাস ইব্ন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু
	২. বারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

নবুওতের প্রথম হতেই বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মেহমানদারীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৬. দাওয়াত ও শিক্ষা বিভাগ	এ বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাহাবীগণ এ দায়িত্ব পালন করতেন। কুরআনে হাফিজ ও কারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো।
৭. জাতি ও গোত্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বিভাগ	১. মুগীর ইব্ন শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২. হাসান ইব্ন নুসীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু[৩]
৮. প্রতিরক্ষা বিভাগ	মদীনা রাষ্ট্রে কোন বেতনভোগী নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই মুজাহিদ হিসেবে যুদ্ধের মাঠে হাজির হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। প্রয়োজনের সময় তিনি বিভিন্ন সাহাবীগণকে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। বিভিন্ন সময় মনোনীত কয়েকজন সেনাপতির নাম নিম্নরূপ :- ১. আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ২. ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩. আলী মুর্তজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪. যোবায়ের ইব্ন আল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

১. তথ্য : মোঃ আমিনুল ইসলাম, তফসীরে নূরুল কুরআন, ১ম খণ্ড আল বালাগ পাব ঃ ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৭

২. তথ্য-ঃ সিরাজাম মুনিরা, ১৪০৪ হিজরী, পৃঃ ৪৫

৩. তথ্য : সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৪০৫ হিজরী সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪০

www.pathagar.com

৫. আবু ওবায়দা ইব্ন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু
৬. উবাদা ইব্ন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু
৭. হামজা ইব্ন মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু
৮. মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু
৯. খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০. আমর ইব্নুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু
১১. ওসামা ইব্ন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তলোয়ার চালনা, তীর চালনা, বল্লম চালনা ও অশ্ব চালনা শিখতেন। যুদ্ধের বিভিন্ন কলা-কৌশলও তাদের শিখানো হতো।[১]

৯. নিরাপত্তা বিভাগ

মদীনা রাষ্ট্রে নিয়মিত কোনো পুলিশ বাহিনী ছিল না। স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক সাহাবী এ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে যারা আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব ছিলেন, বায়তুলমাল হতে তাদের ব্যয় ভার বহন করা হতো। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন কায়েস ইব্ন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।[২]

১০. জল্লাদ বিভাগ

প্রাণদণ্ডে অপরাধীদের শিরশ্ছেদ করার কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে যোগদান করলেন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মেকদাদ ইব্ন আস্ওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহু, আসেম ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং দাহ্হাক ইব্ন সুফিয়ান কেলবী রাদিয়াল্লাহু আনহু[৩]

১১. বিচার বিভাগ

এ বিভাগের প্রধান ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে। প্রাদেশিক কিংবা মদীনায় তিনি নিজেই বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন। আবু বকর, ওমর, ওসমান,

---

১. তথ্য : এ. কে. এম. নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৬
২. তথ্য : এ, কে, এম, নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২৬
৩. তথ্য : সীরাতুন নবী ঃ শিবলী নোমানী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ঃ ৫১৬-৫২০

www.pathagar.com

আলী, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, মুয়াজ ইব্ন জাবাল, আবু ওবায়দা ইব্ন জাররাহ, উবাই ইব্ন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[১]

১২. হিসাব সংরক্ষণ ও অর্থ বিভাগ (বায়তুল মাল)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ বিভাগের কাজ তদারকি করতেন। মুয়ানকী ইব্ন আবু ফাতিমাও এ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[২]

১৩. যাকাত ও সদকা বিভাগ

যাকাত ও সদকা বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হতো তার হিসেব কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন যোবায়ের ইবনুল আওয়াম ও যুহাহির ইবনুল সালত। অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র আদায়কারী হিসেবে ছিলেন :

১. ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা

২. আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নাজরান

৩. আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু ফাজারা

৪. আদী ইব্ন হাতেম তাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু তয় ও বনু আসাদ

৫. আবদুল্লাহ ইব্ন লাইতাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু জাবয়ান

৬. উব্বাত ইব্ন বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু সুলাইম ও বনু মুজায়না।

৭. দাহহাক ইব্ন সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু কিলাব।

আবু জাহম ইব্ন হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু লাইস

বোরায়দা ইব্ন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু গিফার ও বনু আসলাম

---

[১] তথ্য : মাওলানা আমিনুল ইসলাম; আল বালাগ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা পৃ ঃ ২৩

[২] তথ্য : বুখারী ও মুসলিম । আল-জাহশিয়ার কিতাব আল-উযারা ওয়া আলকুতবাত, কায়রো, ১৯৩৮ পৃষ্ঠা-১২

www.pathagar.com

১০. বসুর ইব্ন সুফিয়ান–বনু কাব

ইহা ছাড়া আরও কতিপয় আদায়কারী ছিলেন। প্রয়োজনে আদায়কারীদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হতো।[৩]

১৪. জনস্বাস্থ্য বিভাগ

নাগরিকদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য এ সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হারিস ইব্ন সালাহ ও আবু রাদার পুত্রকে এ বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা বায়তুল মাল হতে ভাতা পেতেন। লোকেরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেতেন।[১]

১৫. শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষাবিভাগ ছিল রাসূল ﷺ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আকরাম ইব্ন আবুল আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে মুসলিম উম্মার প্রথম শিক্ষা দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনায় শিক্ষা ও স্বাক্ষর জ্ঞানদানের জন্য আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ইব্নুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়োগ করা হয়েছিল। উম্মাহাতুল মোমেনীনরা বিশেষ করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা শিক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁদের গৃহগুলো ছিল নারী শিক্ষার কেন্দ্র।[২]

১৬. পরিসংখ্যান বিভাগ

রাসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় দু'বার আদমশুমারী করেছিলেন এবং রেজিষ্ট্রার বইতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন।[৩]

---

৩. তথ্য : মোঃ আমিনুল ইসলাম : মাসিক আল-বালাগ, ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২০
তথ্য : ১. সিরাজুম মুনীরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৩

২. নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, পৃষ্ঠা-১৬
তথ্য : মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ, এস, এম, ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৬।

৩. তথ্য : মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহান রাষ্ট্রনায়ক : রাসূলে করীম ﷺ, আল-বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৪।

www.pathagar.com

১৭. কৃষি ও বন বিভাগ	বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন : যার নিকট চাষাবাদযোগ্য জমি থাকবে অবশ্যই তাতে তার চাষাবাদ করা উচিত। অন্যথায় তা অন্য ব্যক্তিকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করা উচিত। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল চাষাবাদ করে আর তা থেকে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষে সদকা বলে গণ্য।[১]
১৮. নগর প্রশাসন বিভাগ :	নগর প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব ছিল শহরে নগরে যাতে করে কোনো প্রকার অবৈধ প্রবঞ্চনামূলক ক্রয়-বিক্রয় না হয় তা নিশ্চিত করা। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২]
১৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ :	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় মদীনা রাষ্ট্রে ছিল ৮টি ওয়ালী শাসিত প্রদেশ।
১. মদীনা	১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং
২. মক্কা	২. ইত্তাব ইব্ন উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. নাজরান	৩. ক. আমর ইব্ন হাজাম রাদিয়াল্লাহু আনহু খ. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গ. আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. ইয়েমেন	৪. বায়ান ইব্ন সামান রাদিয়াল্লাহু আনহু

[১] তথ্য : বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১৯৫, হাদীস নং-২১৬৩।
[২] তথ্য : সিরাজুম মুনীরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৬

www.pathagar.com

৫. হাজরামাউত	৫. যিয়াদ ইব্ন লবীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
৬. আম্মান	৬. আমর ইব্নুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু
৭. বাহরাইন	৭. আলী ইব্ন হাযরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু
৮. তাইমা	৮. ইয়াজিদ ইব্ন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৯. জুন্দে আলজানাদ	৯. মুয়াজ ইব্ন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু

প্রাদেশিক প্রশাসন ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রের উপর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন 'আমিল' মদীনা রাষ্ট্রের অধীনে এরূপ ২২টি আমিল শাসিত অঞ্চল ও গোত্র ছিল। রাসূল ﷺ স্বয়ং আমিলদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তালিম দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে প্রেরণ করতেন।[১]

[১] তথ্য : (ক) মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহানরাষ্ট্র নায়ক : রাসূলে করিম, আলবী বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২০।

(খ) মাওলানা মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ. এস. এম. ওমর আলী অনুদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৫।

(গ) এম, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, অক্সফোর্ড, ১৯৬২, পৃঃ ৩৫৭।

www.pathagar.com

মহানবী ﷺ-এর রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা

মহানবী ﷺ-এর বয়স ষাট বছর অতিক্রম না করতেই মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বেড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হলো। এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন বিভাগ খুলে দিয়ে বিভিন্নজনকে তা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তবে যে সমস্ত কাজের আঞ্জাম তিনি নিজে দিতেন অর্থাৎ যে সমস্ত বিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে তার নিকট ছিল তা হচ্ছে :

১. প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ
২. মুয়াযযিন নির্বাচন
৩. ইমাম নির্ধারণ
৪. যাকাত আদায়কারী নিয়োগ
৫. জিযিয়া আদায়কারী নিয়োগ
৬. ভিন্ন ধর্মের সাথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা
৭. মুসলমানদের মধ্যে জমি বণ্টন করা
৮. সেনাপতি নিয়োগ
৯. মামলা মোকাদ্দমা ফায়সালা করা
১০. গোত্রে গোত্রে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা
১১. বেতন নির্ধারণ করা
১২. ফরমান জারী করা
১৩. নও মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা
১৪. ফতোয়াদান
১৫. অপরাধীর শাস্তি বিধান জারী
১৬. রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান
১৭. কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ও উন্নয়ন বিধান করা
১৮. গভর্নর ও ওয়ালী নিয়োগ করা।

এছাড় বদর, ওহুদ, খায়বার, মক্কা ও তবুকের যুদ্ধে তিনি নিজেই ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান। খেলাফতে ইলাহিয়ার এ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক আরাম-আয়েশের প্রতি নজর দেয়ার অবসর তাঁর কখনোও মিলত না।*

বিচার বিভাগ

বিভিন্ন মোকাদ্দমার ফয়সালা যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই করতেন তবুও কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবদুর রহমান, মায়াজ এবং উবাই বিন কায়াব বিচার কাজ পরিচালনা করতেন।

* তথ্য ঃ সীরাতুন্নবী, শিবলী নোমানী, ২য় খণ্ড, তাজ কোম্পানী, ঢাকা, পৃ ঃ ৫১৬-৫২০

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত

মহানবী ﷺ-এর শাসন আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল পাঁচটি।

১. গনীমত ২. ফাই ৩. যাকাত ৪. জিযিয়া এবং ৫. খারাজ.

ক. গনীমত: গনীমতের মাল কেবল যুদ্ধে জয়ের বেলায়ই লাভ করা যেত। আরবের দস্তুর মতে গনীমতের মাল সেনাপতি পেত চতুর্থাংশ। অবশিষ্ট মালে গনীমত যে যা কিছু হস্তগত করতে সক্ষম হতো সে তাই লাভ করতো। কিন্তু এ সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে– হে মুসলমানগণ! জেনে রাখ, যে মালে গনীমত তোমাদের হস্তগত হবে, তার এক–পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য, প্রতিবেশী আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। (সূরা আনফাল) এরপর কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক গনীমতের মাল বিতরণ করা হতো।

খ. ফাই : যুদ্ধশেষে অথবা বিনা যুদ্ধে যে স্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয় তা ফাই হিসেবে গণ্য। এ মাল সৈন্যদের মধ্যে বণ্টিত না হয়ে বরং সরকারি সম্পত্তি হিসেবে দেশের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

গ. যাকাত : যাকাত শুধু মুসলমানদের উপরই ফরজ। যাকাত চারটি শ্রেণীতে আদায় করা হতো।

১. টাকা

২. ফল, উৎপাদিত শস্য

৩. গৃহপালিত পশু (ঘোড়া ছাড়া)

৪. তেজারতের (ব্যবসার) মাল-আসবাব। দু'শ দেরহাম চান্দী, বিশ মেছকাল সোনা এবং পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ধরা হতো না। যাকাতের অর্থ খরচ করা হতো আটটি খাতে।

১. ফকির

২. মিসকীন

৩. নও মুসলিম

www.pathagar.com

৪. গোলাম–যাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে হবে।

৫. ঋণগ্রস্ত

৬. মুসাফির

৭. যাকাত আদায়কারীর বেতন

৮. অন্যান্য উন্নয়ন কাজে।

যাকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন "ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে এবং তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেবে।"

ঘ. জিযিয়া : অমুসলিম প্রজাদের নিকট হতে তাদের হেফাজতের ও জিম্মাদারীর বিনিময়ে এ কর তাদের নিকট হতে আদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় প্রত্যেক সামর্থ্যবান বালেগ পুরুষ হতে এক দীনার আদায় করার হুকুম ছিল।

ঙ. খারাজ : মুসলিম কৃষকদের নিকট হতে মালিকানা হকের বিনিময়ে জমিনের উৎপাদিত ফসলের যে নির্দিষ্ট অংশ উভয় পক্ষের সমর্থিত চুক্তির ভিত্তিতে আদায় করা হতো, একে বলা হয় খারাজ। জিযিয়া এবং খারাজের অর্থ সৈনিকদের বেতন ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় ও যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা হতো।

তথ্য সীরাতুন্নবী : শিবলী নোমানী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৩

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর সময় বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণ

১. **মুক্তদাসগণ :** আনাস, হিন্দ ও আসমা।

২. **অন্যান্য দাস :** যায়েদ বিন হারিসা, বিরাফা, আসলামু, আবু কাবশা, ফাযালা, আবু নুয়াইহাবা, আবু রাফি, সাফীনা।

৩. **দাসীগণ :** উম্মে আইমান, রাযওয়া, মারিয়া ও রুকানা।

৪. **মুয়াজ্জিনগণ :** বিলাল, আমর বিন উম্মে মাকতুম (তিনি ছিলেন অন্ধ সাহাবী)-মদীনার জন্য, আবু মাহযুরা–মক্কার জন্য, সায়াদুল কাযর-কুবা মসজিদের জন্য।

৫. **কবিগণ :** হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত, কাব ইব্‌ন মালিক ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রওয়াহা।

৬. **বক্তা :** সাবিত ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন শাম্মাস।

৭. **দেহরক্ষীগণ :** সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস, সাদ বিন মুয়াজ, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, যাকওয়ান, যুবাইর, আব্বাদ, আযরা, আযরার পুত্র, আবু রায়হানা, আবু আয়ুব ও আব্বাস। কিন্তু কুরআনের এই আয়াত 'ওয়াল্লাহ ইয়াসেমুকা মিনান্নাস। (৫. সূরা মায়েদা : আয়াত-৬৭)

"আল্লাহই আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।" নাযিল হলে পর তিনি আর দেহরক্ষী রাখতেন না।

৮. **কাফেলা সংগীতকার :** আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আজ্জাশা, আমের ইব্‌ন আকু, সালমা ইব্‌ন আকু।

৯. **কেসাস ও শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব :** আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু, মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আসিম, দ্বাহ্‌হাক রাদিয়াল্লাহু আনহু, কায়েস ইব্‌ন সা'দ ছিলেন সেনা বিভাগের তদারকীর দায়িত্বে।

১০. **ব্যক্তিগত বন্দোবস্ত :** বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক খরচ পত্রের দায়িত্বে ছিলেন।

মুয়াইকীব-সীলমোহর রক্ষক।

ইব্‌ন মাসউদ–জুতা ও মিসওয়াক রক্ষক।

www.pathagar.com

আনাস–ব্যক্তিগত খাদেম।

উকবা–খচ্চরের দায়িত্বে।

আসলা–সফরের সহচর।

আয়মান ও তাঁর জননী–ওজু ও ইস্তিঞ্জার ব্যবস্থা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[১৯, ২০]

---

১৯. এক নজরে সীরাতুন্নবী পৃঃ ৪৭, যাদুল মাআদ পৃঃ ৮০-৮৩

২০. সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃঃ ৩১

www.pathagar.com

আদমশুমারী

হিজরী দ্বিতীয় সনে রোজা ফরজ হয়। সে বছরই রমজান মাসে নবীজী ﷺ নাগরিকগদের আদমশুমারী করার ব্যবস্থা করেন। এক নির্দেশে তিনি বলেছিলেন, "মুসলিম নর-নারী ও শিশুদের প্রত্যেকের নাম একটি দফতরে (বড় খাতায়) লিপিবদ্ধ কর। যাতে প্রত্যেকেরই অবস্থাদি জানা যায়।" এ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে পালিত হয়েছিল (সীরাতে মোস্তফা, ফাতহুল বারী টীকা)। অনেক সমাজবিজ্ঞানীই অনুমান করেন যে, হিজরী দ্বিতীয় সনের রমজানে অনুষ্ঠিত এ আদমশুমারীই সম্ভবত সর্বপ্রথম লিখিত আদমশুমারী। কেন এ অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো এর জবাব একটিই–সকল শ্রেণীর নাগরিক সম্পর্কে আমীর বা ইসলামী হুকুমতের রাষ্ট্রপ্রধান যাতে সরাসরি অবহিত হতে পারেন, সেজন্যই এ ব্যবস্থা। খেলাফত আমলে নাগরিকগদের, বিশেষত শহর-গ্রাম নির্বিশেষে প্রত্যেক জনপদের মুসলমানদের নাম খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখাকে শাসক কর্তৃপক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত মনে করতেন।[২৮]

২৮. *(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯০ ইং, ২য় পৃঃ)*

www.pathagar.com

কা'বার মুতাওয়াল্লী

ইসমাঈলের ওফাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবাত কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ লাভ করেন। নাবাতের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মাতামহ মিগাস এবং তার বংশধরগণ বহুকাল কা'বার মুতাওয়াল্লী পদে ন্যস্ত থাকে। তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে হিমিয়ার বংশীয় বনী খোজায়া পঞ্চম খ্রিস্ট ইসমাঈল বংশীয় কুসায় ইব্ন কিলাব হুসায়েলের নিকট হতে কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ ও মক্কার নেতৃত্ব লাভ করেন। বনী খোজায়া বংশীয় আমর ইব্ন লোহী নামক কা'বার নেতৃত্ব লাভ করেন। বনী খোজায়া বংশীয় আমর ইব্ন লোহী নামক কা'বার জনৈক মুতাওয়াল্লী সিরিয়া হতে কতগুলো প্রতিমা এনে কা'বার চতুষ্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাই কা'বায় মূর্তি অবস্থানের প্রথম ইতিহাস। কুসাইর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুদ্দার ও দ্বিতীয় পুত্র আবদ মানাফের নিকট কা'বার কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। এরপর আবদুদ্দার ও আবদ মানাফের পুত্রদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি হয়ে যায়। আবদ মানাফের পুত্র আবদ শামসের হস্তে কা'বায় যাত্রীদলের পানি সরবরাহ ও আহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হলো। আবদে শামস স্বীয় ভ্রাতা হামিশকে দায়িত্ব প্রদান করেন। হাশিমের বংশধরগণ বনী হাশিম এবং আবদে শামসের পুত্র উমাইয়ার বংশধরগণ বনী উমাইয়া নামে পরিচিত। হাশিমের পুত্র শায়বা আবদুল মুত্তালিব নামে অভিহিত হন। শায়বার মৃত্যুতে তদীয় ভ্রাতা মুত্তালিব তাঁর স্থলবর্তী মনোনীত হলেন। মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বা আবদুল মুত্তালীব নাম গ্রহণ করে মক্কার সাধারণতন্ত্রের অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি কা'বার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে পবিত্র জমজম কূপের পুরাতন স্থান নির্ণয় করে তা খনন করেন। এরপর ঘটনাবহুল ইতিহাসে কাবার দায়িত্ব মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে অর্পিত হয় আখেরী নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

তথ্য : মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঙ্গীর, নবীশ্রেষ্ঠ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮১ পৃষ্ঠা ৪-৮

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম প্রচারের আমীর নিযুক্ত

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরবের আনাচে-কানাচে ইসলামের বাণী গণমানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রচারক দল প্রেরণ করেন। এসব দলে যারা আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন এবং যে সকল দেশ ও গোত্রে প্রচারের কাজ করেন তাদের নাম নিম্নরূপ :

আমীরগণের নাম	দাওয়াতের স্থান বা গোত্র
১. আলী ইব্ন আবু তালিব	হামাদান গোত্র, খোজায়মা ও মুদহাজ
২. মুগীরাহ ইব্ন শোবা	নাজরান
৩. ওয়াবার ইব্ন নাহনীজ	পারস্যের আশপাশ এলাকা
৪. মুহাইসা ইব্ন মাসউদ	ফদক
৫. আহনাফ	সুলাইম গোত্র
৬. খালেদ ইব্ন ওয়ালীদ	মক্কার আশপাশ এলাকা
৭. আমর ইব্নুল আস	আম্মান
৮. মুহাজির ইব্ন আবু উমাইয়্যা	হারিস ইব্ন আবদে কুলাল এলাকা
৯. যিয়াদ ইব্ন লতিফ	সানআ, ইয়েমেন।
১০. খালেদ ইব্ন সাঈদ	হাজরামাউত
১১. আদী ইব্ন হাতেম	সানআ ও ইয়েমেন
১২. আলী ইব্ন হাদ্বরামী	তাঈগোত্র, ইয়েমেন
১৩. আবু মূসা আশয়ারী	বাহরাইন
১৪. মায়াজ ইব্ন জাবাল	যুবায়েদ ও আদন
১৫. জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজলী	জুনুদ
১৬. তোফায়েল ইব্ন আমর দাউসী	জুলকুলাহ, হুমায়রী
১৭. ওরাওয়াহ ইব্ন মাসউদ	দাউদ কবীলা
১৮. আমের ইব্ন শাহর	সাকীফ
১৯. দাম্মাম ইব্ন সালাবা	হামাদান
২০. মুনাকিজ ইব্ন হাব্বান	বনু সায়াদ
২১. সাম্মামা ইব্ন আমাল	নজদের আশপাশ এলাকা

এ সকল ধর্মপ্রচারকগণের তাবলীগের ফলে সকল স্থানেই ইসলাম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্য : শিবলী নোমানী, সীরাতুন্নবী ﷺ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৪৬৬-৪৬৭

www.pathagar.com

সদকা ও যাকাত আদায়

বিশাল দেশে বিভিন্ন স্থানে গভর্নর ছাড়াও হিজরী নবম সালের পহেলা মুহাররম রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক গোত্রের জন্য সদকা ও যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে পৃথক পৃথক আদায়কারী নিয়োগ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও শহরে আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

নাম	নিয়োগকৃত স্থানের নাম
১. আদী বিন হাতেম রাঃ	কবিলায়ে তাঈ ও বনু আসাদ
২. সাফওয়ান বিন সাফওয়ান রাঃ	বনু আমর
৩. মালেক বিন নুওয়ায়রাহ রাঃ	বনু হানজালা
৪. বুরায়দাহ বিন হাসী আসলামী রাঃ	ওকার এবং আসলীম
৫. ইবাদ বিন বাশার আশহালী রাঃ	সুলাইম এবং সাজিনাহ
৬. রাফে বিন মাকীম জুহানা রাঃ	জুহাইনাহ
৭. যবরকান বিন বদর রাঃ	বনু সায়াদ
৮. কায়েস বিন আসেম রাঃ	বনু সায়াদ
৯. আমর বিন আস রাঃ	বনু ফাজারাহ
১০. দ্বাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী রাঃ	বনু কেলাব
১১. বাছার বিন সুফিয়ান কেলাবী রাঃ	বনু কায়াব
১২. আবদুল্লাহ বিন্নিল্লাইতা রাঃ	বনু যুবইয়ান
১৩. আবু জাহম বিন ওযায়ফা রাঃ	বনু লাইস
১৪. জনৈক হুযামী রাঃ	বনু হুযাইম
১৫. ওমর ফারুক রাঃ	(শহর) মদীনা মুনাওয়ারা
১৬. আবু ওবায়দা বিন জাররাহ রাঃ	(শহর) নাজরান
১৭. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাঃ	(শহর) খাইবার
১৮. যিয়াদ বিন লবীদ রাঃ	হাদ্বরামাউত
১৯. আবু মূসা আশয়ারী রাঃ	ইয়েমেন প্রদেশ
২০. খালেদ রাঃ	ইয়েমেন প্রদেশ
২১. আব্বান বিন সাঈদ রাঃ	বাহরাইন

www.pathagar.com

২২. আমর বিন সাঈদ বিন আস ﷺ	তাঈমা
২৩. মুহাম্মাদ বিন জুজউল আসাদী ﷺ	হুমুস এলাকা
২৪. ওয়াইনা বিন হাসান কাজারী ﷺ	বনু তামীম

এদের প্রতি ফরমান ছিল, অন্যায়ভাবে পাওনার অধিক আদায় করবে না, জবরদস্তিমূলক মাল আহরণ করবে না, সীমালঙ্ঘন করবে না এবং নিজের জন্য কোনোরূপ হাদিয়া গ্রহণ করতে পারবে না।

তথ্য : সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৬

www.pathagar.com

বিভিন্ন শাসনকর্তার প্রতি রাসূল ﷺ-এর চিঠি

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মুহাম্মদ ﷺ বিভিন্ন দেশের শাসকর্তাদের নিকট ইসলামের মহান দাওয়াত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। নিম্নলিখিত দেশে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন :

দেশের নাম	রাজার নাম	দূতের নাম	ফলাফল
১. রোম (বাইজানটাইন) ৭ম হিঃ	হেরাক্লিয়াস	দেহইয়া বিন কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু	প্রথমে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করলেন, পরে ত্যাগ করেন।
২. ইরান (পারস্য), ৭ম হিঃ	খসরু পারভেজ	আবদুল্লাহ বিন হুওযাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু	ঔদ্ধত্য দেখালেন, পুত্রের হাতে নিহত হলেন। তার দেশ টুকরা টুকরা করা হয়েছিল।
৩. আবিসিনিয়া, ৭ম হিঃ	আস হিমাহ্ ইব্ন আবহুর উপাধিঃ নাজাশী	আমর ইব্ন উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু	নাজাশী পূর্বেই ইমাম জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।
৪.মিশর (আলেকজান্দ্রিয়া) ৭ম হিঃ	মুকাওকিশ	হাতিম ইব্ন আবি বালতাআ রাযিয়াল্লাহু আনহু	দাওয়াতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অনেক উপহার পাঠান।
৫. ইয়ামামা, ৭ম হিঃ	ক) হাওদা বিন আলী খ) বাদশাহ সুনামা	সালীত ইব্ন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু	তিনি দূতকে যথেষ্ট সম্মান দেখান।
৬. বোলকা, ৭ম হিঃ	হারিস গাস্সানী	শুজা ইব্ন ওয়াহাব আসাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু	প্রথম দাওয়াত কবুল করেননি।
৭. ওমান, ৮ম হিঃ	বাদশাহ জীফার ও আবদুল্লাহ্	আমর ইব্ন আসসাহমী রাযিয়াল্লাহু আনহু	তারা দু'জনই মুসলমান হয়েছিলেন
৮. বাহরাইন ৮ম হিঃ	মুনযির ইব্ন সাওয়ার	আলা ইব্ন হাদরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু	দাওয়াত পেয়ে তিনি মুসলমান হয়ে যান।
৯. ইয়েমেন, ৮ম হিঃ	হারিছ বিন আবদে কিলাব	মুহাজির ইব্ন আবি উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু	তিনি জবাব দেন আমি ভেবে দেখব।

রাসূল ﷺ-এর পত্রাবলী

ডঃ হামিদুল্লাহ (প্যারিস)-এর গবেষণা মতে হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় থেকে রাসূল ﷺ-এর ওফাতকাল পর্যন্ত তিনি ২০০ থেকে ২৫০ খানা চিঠি লিখেন।

তথ্য : আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী Holy Prophets Mission to contemporary rulers, Mahanabi Smaranika parishad, Mohammadpur, Dhaka. 1405 Hijri, Page 22.

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠির নমুনা

হুজুর ﷺ একটা রূপার আংটি তৈরি করলেন এবং তাতে খোদাই করলেন 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ'। পত্রগুলো আংটি দ্বারা সীলমোহর করা হতো। সকল চিঠির বিষয়বস্তু প্রায় একই ছিল। নমুনাস্বরূপ একটির অনুবাদ দেয়া হলো, "পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট থেকে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি, "শান্তি তাঁর সংগে যিনি উপদেশ গ্রহণ করেন। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। যদি আপনি তা মেনে নেন, তাহলে আপনি নিরাপত্তা লাভ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তাহলে আপনি আপনার সকল প্রকার পাপ বহন করবেন।[৫০. ৫১. ৫২.]

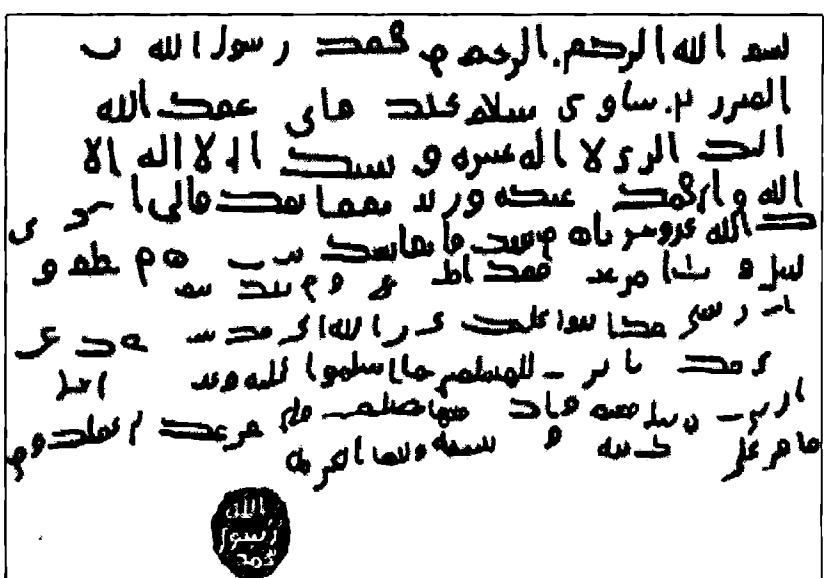

আম্মানের প্রশাসকের প্রতি মহানবী ﷺ-এর প্রেরিত পবিত্র পত্রের ছবি।
(লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু ডাইজেস্ট, সিলভার জুবিলী নম্বর, ২য় খণ্ড-এপ্রিল '৮)।
তথ্যসূত্র : মহানবী ﷺ-এর সীরাত কোষ। খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ

---

৫০. মহানবী, ডঃ ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৮
৫১. সীরাতে ইবনে হিশাম। পৃষ্ঠা ৩২৩
৫২. যাদুল মা'আদ, পৃঃ ৭৭-৮০

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN- -মো : নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
৩.	মা -মুহাম্মদ আল-আমীন	২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	আর-রাহেকুল মাখতূম -আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৭৫০
৬.	আল কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৬৫০
৭.	মুক্তাফাকুকুন আলাইহি -শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী	১০০০
৮.	রিয়াদুস সালেহীন -মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১২০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১ -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	১২৫
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৫০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	৩০০
১৫.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিয়ান	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	আয়েশা (রা) বর্ণিত ৫০০হাদীস -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৩০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান -আব্দুল হামীদ ফাইজী	১৩০
২৯.	রাসূল (স)-এর প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূল (স)-এর জবাব	৩৫০
৩০.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী	২০০
৩১.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মো: রফিকুল ইসলাম	১৩০
৩২.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	১০০
৩৩.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	২০০
৩৪.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	১২০
৩৫.	ড. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র (১-৬) খণ্ড একত্রে	---
৩৬.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল ক্বরনী	২০০
৩৭.	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আঃ ছালাম মিয়া	২৫০

www.pathagar.com

৩৮.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান	-মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৯.	কিতাবুত তাওহীদ	-মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪০.	সহীহ ফাযায়েলে আমল		৩০০
৪১.	শিক্ষামূলক হাদীস সংকলন-১	-ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	৩০০
৪২.	তাওয়াক্কুল	-ডক্টর ইউসুফ কারদাবী	১৫০
৪৩.	প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন	-ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩০০
৪৪.	আল্লাহর ৯৯টি নাম		২০০
৪৫.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ		
৪৬.	শব্দে শব্দে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর শিখানো দু'আ		
৪৭.	যে গল্প প্রেরণা যোগায়-১ ,২,৩		

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০			
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	২০.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০			
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২১.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৩.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৪.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৭.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	২৯.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩০.	ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩১.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭.	ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace.rafiq56@yahoo.com